উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 COB

STABILITY TRUST GROWTH

সাবধান হোন

ছদ্মবেশ ধারণকারী/পার্সেল-কেন্দ্রিক জালিয়াতি থেকে!

সাইবার অপরাধীদের থেকে-আসা অডিও / ভিডিও কলস্-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন - যারা নিজেদের আরবিআই / ব্যাঙ্কসমূহ / সরকারি এজেন্সিসমূহ / ক্যুরিয়র কোম্পানীগুলির পদস্থ কর্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার **ভয় দেখায়** কিম্বা **অবিলম্বে টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে চাপ দেয়,** নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড **ফ্রীজ্ বা ব্লক করার** হুমকি দিতে থাকে।

কী করবেন না

- **আতঙ্কিত হবেন না** - তাহলে কিন্তু প্রতারকদের ফাঁদে পড়তে পারেন
- **শেয়ার করবেন না** - যেকোনো ব্যক্তিগত / আর্থিক তথ্য কাউকে জানাবেন না
- **ক্লিক্ করবেন না** - পেমেন্ট করার জন্যে কোনো অচেনা-অজানা লিঙ্কে ক্লিক্ করবেন না

কী করবেন

- **সবসময়ে যাচিয়ে নেবেন** কল্‌কারী ব্যক্তি / টাকা-চাওয়া অনুরোধের যথার্থতা
- **অবিলম্বে রিপোর্ট করবেন** cybercrime.gov.in-এ, নয়তো সাহায্যের জন্যে **1930** নম্বরে ফোন করবেন

আরো জানতে হ'লে, এখানে দেখুন - **https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud**

মতামতের জন্যে, এখানে লিখে জানান - **rbikehtahai@rbi.org.in**

জনস্বার্থে প্রচার করছে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

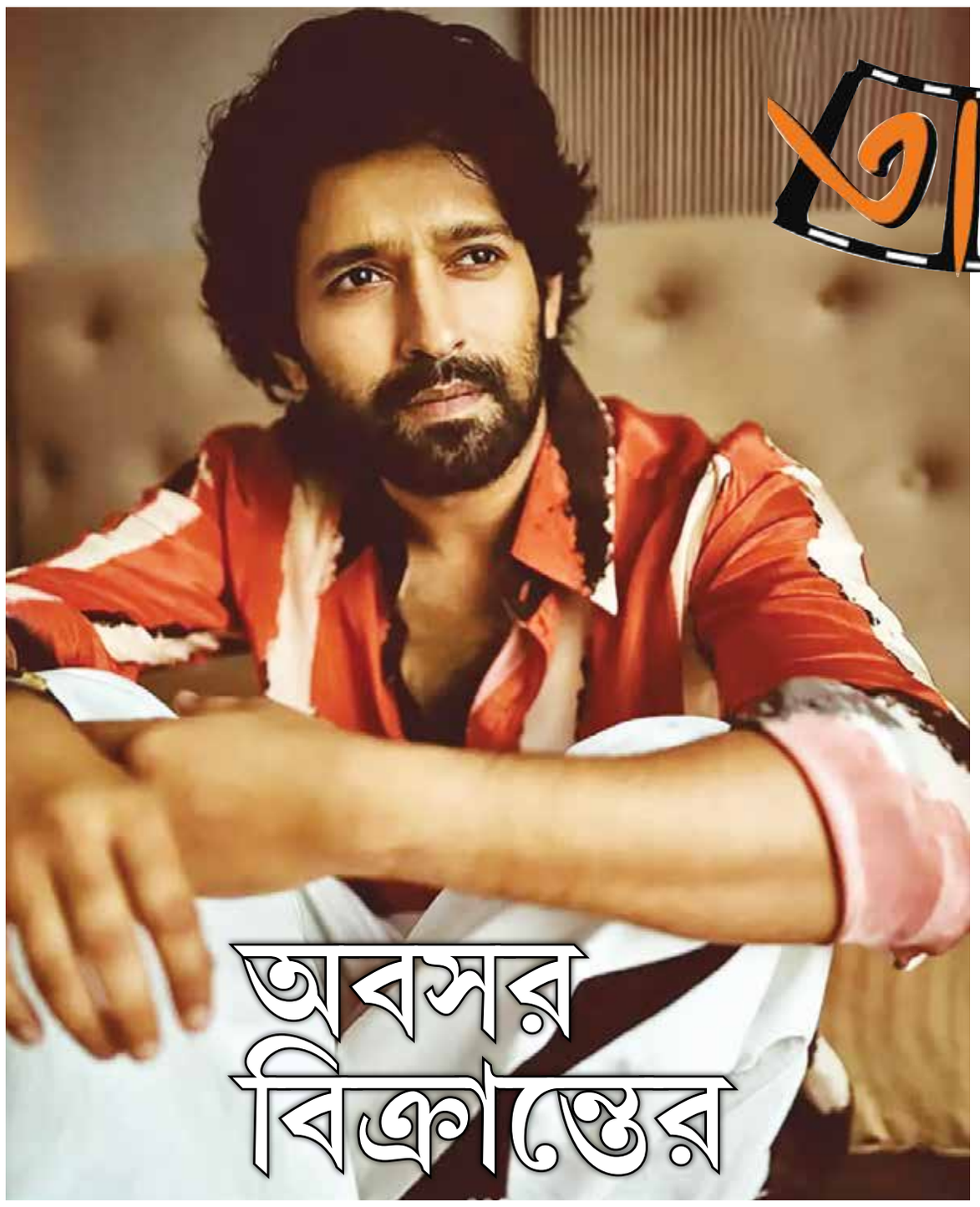

অবসর বিক্রান্তের

অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে অবসর নিলেন অভিনয় থেকে। এখন তাঁর বয়স ৩৭। সোমবার সকালে ইন্সটাগ্রামে জানিয়েছেন, 'গত কয়েক বছর আমার কেরিয়ারের সময়টা অবিস্মরণীয় ছিল। আমি তঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন। এই সময়ে যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছি, উপলব্ধি করছি নিজেকে ভিতর থেকে দেখা দরকার এবং বাড়ি ফেরা দরকার—একজন স্বামী, বাবা, ছেলে এবং একজন অভিনেতা হিসেবে। আগামী বছর আমাদের শেষবারের মতো দেখা হবে—যতক্ষণ না সময় আবার অন্য কিছু পরিকল্পনা করে। শেষ ২টি ছবি এবং অন্য অনেক ছবির স্মৃতি মনে রয়ে গেল।'

বিক্রান্তের সিদ্ধান্তে নেটমহল দ্বিধাবিভক্ত। এই সময়ের তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেতা। তাঁর ১২ ফেল ও দ্য সবরমতী রিপোর্ট বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে, দর্শক এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়েছে। এই সময়ে, এত কম বয়সে এই সিদ্ধান্ত অনেকে মানতে পারছেন না। কেউ বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে উনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং সেটা খুব ভুলই হবে। এক বছরের মধ্যেই লোক ওকে ভুলে যাবে। কেউ বলেছেন, এটাই ভালো হল। এবার বাড়ির লোকের সঙ্গেই থাকুন। অনেকেই ভাবছেন এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট, জল মেপে নিচ্ছেন, দর্শকদের মনের ভাব এবং তার জন্য তৈরি হওয়া বাজারের হালহকিকত, যাতে পরের ছবিগুলোর সময় তাঁর অঙ্ক কষতে সুবিধা হয়। দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবির প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, এ দেশে মুসলমানরা ভালো আছেন। এরপর তাঁকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোক বলে তকমা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রাণহানির হুমকি দেওয়া হয়। তাতেই কি ছবির জগৎ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন কি?

সিনেমালয়ে জীবন্ত ভানু

বাঙালি বেশ ভুলে যেতে পারে। ঘটনা, মানুষ, কীর্তি... আবার বড় সহজে নস্ট্যালজিকও হয়। তারপর কত কবিতা, সিনেমা... তবে নস্ট্যালজিয়ায় ভেসে চা-কফি ধ্বংস করা ছাড়াও পুরনোর গৌরবকে মনে করিয়ে তার প্রতি আজকের প্রজন্মকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার গুরুদায়িত্বও অনেকে নেন। পরিচালক ডা. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক সুমন কুমার দাস- এই অনেকের মধ্যে দুজন। বাংলা সিনেমার অত্যাশ্চর্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিককে কেন্দ্র করে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু' ছবির নির্মাণ।

কিন্তু ভানু কেন? তাঁর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ছবিটা নিয়েই বা এই এক্সপেরিমেন্ট কেন? এ ছবি প্রাসঙ্গিক? উত্তরে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'নায়ক, পরিচালক সবাইকে নিয়েই ছবি হয়েছে, কিন্তু কমেডিয়ানকে নিয়ে হয়নি। অতীতে বাংলা ছবিতে ভানুবাবু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তীরা স্তম্ভ ছিলেন। ওঁদের মধ্যে ভানুবাবু অসম্ভব জনপ্রিয়। নায়ক হতে পারতেন, হননি। তাঁকে শুধু কমেডিয়ান বলে আমি মনে করি না। এজন্যই তাঁকে নিয়ে ছবি।'

এই ছবি ভানু-র বায়োপিক নয়, প্রি-ক্যুয়েল বা সিক্যুয়েল নয়। অনেক জায়গায় এই ছবিকে ভানুবাবুর বায়োপিক বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এখানে যমালয়ে ভানু এখনও জীবিত। সেখান থেকেই বর্তমান বাংলা, সেখানকার বিনোদন এবং মানুষদের দেখবেন। ভানুবাবুর মিস প্রিয়ংবদা, আশিতে আসিও না, সাড়ে চুয়াত্তর ছবির প্রসঙ্গও এই ছবিতে আছে, তবে নাম একটু বদলে গিয়েছে, যেমন মিস প্রিয়ংবদা হয়েছে মিস প্রিয়াংকা।

সাধারণত কমেডিয়ানদের রিলিফ হিসেবে দেখা হয়। তাতে আপত্তি এই পরিচালকের। তাঁর মতে, 'ছবিতে ভানুবাবু সব কমেডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কমেডি খুব শক্ত, কিন্তু তার কোনও মর্যাদা নেই। কমেডির ভিতর ভানুবাবুদের যে শক্তিশালী অভিনয়টা থাকত, তাকেই তুলে ধরেছি। এই ছবির আর একটি কারণ, যারা ভানুবাবুর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা নস্ট্যালজিক হবেন, যাঁরা দেখেননি, তাঁরা দেখবেন। এর সঙ্গে পুরনো ছবি যাতে আরও বেশি করে আজকের প্রজন্ম দেখে তার জন্যও এই ছবি।'

প্রযোজক সুমন কুমার দাস বাংলা সিনেমার চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে এই ছবিতে টাকা ঢেলেছেন। শুধুমাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিকে ডুবে। আর একটা কারণ অবশ্য আছে। ফোটোশুটে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে 'ভানু'র সাজে দেখে তিনি অবাক। আরে, এ তো একদম ভানু! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভানুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজ—সব মিলিয়ে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু'। ইতিমধ্যে ছবি মুক্তি পেয়েছে। দর্শক পছন্দ করেছেন এবং ছবি চলছে। এ প্রসঙ্গে সুমন বলেছেন, 'ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাকে আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরা দরকার। আমরা সেই পুরনো বাংলা ছবি করেছি, যাতে আবেগ, হাসি, কান্না, সব আছে। ইদানিং বাংলা ছবি সেভাবে দর্শক টানতে পারছিল না। তার মধ্যে বহুরূপী, যমালয়ে জীবন্ত ভানু দর্শক নিয়েছে। এরকম ছবির চাহিদা আছে। সবথেকে বড় কথা, মানুষ হাসতে চায়। এই ছবি মানুষকে হাসিয়েছে।'

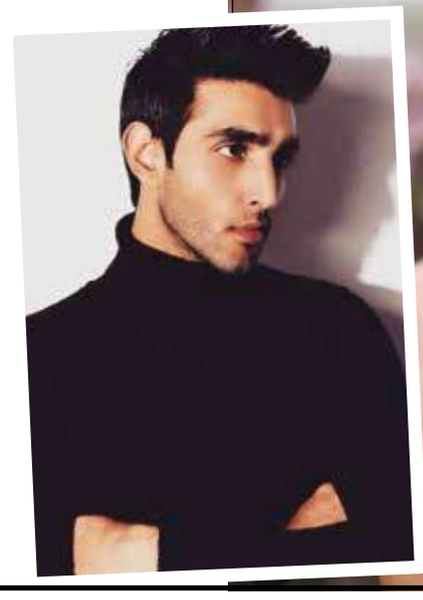

পর্দায় ভানু সাজার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকে ভানুজেঠুকে দেখে বড় হয়েছেন, ফলে মানুষটা তাঁর চেনা। তবু, পর্দায় ভানু হয়ে ওঠা বড় কঠিন কাজ। তবে তিনি তো চ্যালেঞ্জ নিতে পারদর্শী, নিতেও চান এবং অভিনেতার পথে যত পাথর ছড়ানো থাকে, ততই ভালো। শাশ্বতর 'ভানু' দর্শকের ভালো লেগেছে, যেভাবে 'মেঘে ঢাকা তারা'য় তাঁর ঋত্বিক ঘটককে ও 'অচেনা উত্তম'-এ উত্তম কুমারকে ভালো লেগেছিল। 'মাসিমা মালপো খামু'-র মতো প্রবাদপ্রতিম সংলাপ দিয়ে এই ছবির শুটিং শুরু করেছিলেন শাশ্বত। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার গল্প। তাঁর কথায়, 'ভানুজেঠুর ছেলে গৌতমদাকেই প্রথমে চরিত্রটা করতে বলেছিলাম। তিনি তো আমি অভিনয় কী করে করব... বলে লজ্জা পেয়ে একশা। জেঠুর দুই ছেলে, এক মেয়ে সবাই বলেছে আমি যেন ভানুজেঠু সাজি। পর্দায় আমাকে দেখে ওঁরা বলেছেন, কোনও কোনও দৃশ্যে মনে হচ্ছিল বাবা-ই যেন চলে এসেছে। ব্যস, বুঝে গেলাম, আমি পেরেছি।'

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকরাও তাইই বলছেন। যাঁরা নবীন, তাঁরা নতুন এক অভিনয়ের ধাঁচ দেখছেন, স্বাদ নিচ্ছেন সেই বাংলা ছবির যার কথা তাঁরা হয়তো এতকাল শুনে এসেছেন।

অনেকদিন পর বাঙালি আবার স্মৃতির পথে হাঁটছে, ভানু নস্ট্যালজিয়ায় বিভোর হয়ে—

সৌজন্যে যমালয়ে জীবন্ত ভানু।

শুধু দর্শক নয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যারাও স্বীকার করেছেন, 'বাবা-ই যেন পর্দায় হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন'। রসিক ভানুর রসে মজে বাঙালি দর্শক। সৌজন্যে পরিচালক কৃষ্ণেন্দু, প্রযোজক সুমন। পর্দায় শাশ্বতর রঙ্গ-তামাশা উসকে দেয় ছলকে যাওয়া স্মৃতিকে। রসেবশে শবরী চক্রবর্তী

চুপ বচ্চন

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছেই। স্বামী-স্ত্রী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, নীরবতা বজায় রেখেছেন। এর মধ্যে অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'চুপ।' তারপর রাগি মুখের ইমোজি দিয়েছেন। আর কোনও কথা লেখেননি। এই নিয়ে নেটমহলে আলোচনা শুরু। কেউ লিখেছেন, এর মানে কী? কেউ লিখেছেন, এই একটি কথা দিয়ে দিয়ে সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এর আগে অমিতাভ একটি লম্বা পোস্ট করে লিখেছিলেন, নিজের সততা আর বিশ্বাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহস লাগে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও কথা বলি না কারণ এটা আমার নিজের জগৎ, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অনুমান অনুমানই, যে কেউ তা করতে পারে।

আজও অমিতাভে মগ্ন রেখা

তার মানে এখনও? এখনও তিনি মিস্টার বচ্চনকে চোখে হারান? নাকি হারিয়েই ফেলেছেন পুরোপুরি? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি-র প্রতিটা সংলাপ তাঁর মুখস্থ। এ কি নিছকই এক গেম শো-র টানে? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু আছে?

সম্প্রতি দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে হাজির হয়ে নিজের জীবন ও কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন রেখা। একটি বিভাগে কপিল কেবিসিতে অতিথি হিসেবে যখন গিয়েছিলেন সেই সময়ের কথা ভাগ করে নেন। কপিল বলেন, 'আমরা যখন বচ্চন সাহেবের সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলছিলাম, তখন আমার মা সামনের সারিতে বসেছিলেন।' কপিল এরপর অমিতাভকে নকল করেন। কপিল বলেন, 'তিনি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেবীজি, কেয়া খা কে প্যায়দা কিয়া (ওঁকে জন্ম দেওয়ার আগে আপনি কী খেয়েছিলেন)? কপিল কিছু বলার আগেই রেখা থামিয়ে দিয়ে কপিলের মায়ের বলা কথাটি বলেন, 'ডাল-রুটি।' কপিল সেটাই বলতে যাচ্ছিলেন। রেখা হেসে কপিলকে বললেন, 'মুঝসে পুছিয়ে না, এক এক ডায়লগ ইয়াদ হ্যায়।' না, এরপর অমিতাভের উত্তরটা আর শোনা হয়নি অবশ্য

রবিবার নিউ ইয়র্কে ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস ও নিক জোনাস। দুজনেই ছিলেন কালো পোশাকে। পিগি পরেছিলেন কালো লেদার জ্যাকেট, কালো বুটস। নিক চিরাচরিত ক্যাজুয়াল প্যান্ট, কালো জ্যাকেট পরেছিলেন। দুজনকেই ফোটোগ্রাফাররা লেন্সবন্দি করেছেন দারুণ আনন্দে।

সারার অর্জুনে লক্ষ্যভেদ

সারা তাহলে আর সিঙ্গল নন? রাজস্থানে তাঁর মনের মানুষের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন? বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে নাকি চুপিচুপি মন দেওয়া নেওয়া সেরে ফেলেছেন সইফ কন্যা সারা। এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি পড়ল! দুজনে একই সময় রাজস্থান থেকে শেয়ার করলেন ছুটি কাটানোর ছবি। আর সেটা দেখেই দুইয়ে দুইয়ে চার করছে নেটপাড়া।

সারা আলি খান সম্প্রতি রাজস্থানের যেখানে আছেন সেখানকার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন। কখনও সেই জায়গার সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন ছবিতে, কখনও আবার হোটেলের স্টাফদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। কখনও স্নানের পর স্নান পোশাকে গরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। বাদ দেননি ডেজার্ট সাফারির ছবি পোস্ট করতে।

একনজরে সেরা ৫

সানির শো বাতিল

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের এক নাইট ক্লাবে শনিবার সন্ধেয় সানি লিওনির শো ছিল। অনুরাগীরা অপেক্ষা করছিলেন। সানিও তাড়াতাড়িই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। হঠাৎ পুলিশ জানায়, শো হবে না। আয়োজকরা এই কথা চেপে গিয়ে নাইটক্লাবের বাইরের স্ক্রিনে জানিয়ে দিলেন, সানির 'অসুস্থতার মিথ্যে' খবর। সানি অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলেননি।

গান নিয়ে তর্জা

মুম্বাইয়ে ডুয়া লিপা তাঁর শো-এ নিজের গান লেভিটেটিং-এর সঙ্গে শাহরুখ খানের উয়ো লড়কি যো সবসে অলগ হ্যায় গেয়েছেন। এরপর শাহরুখের জয়গান হচ্ছে, কিন্তু গানের গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যর নাম কোথাও করা হয়নি বলে ক্ষুব্ধ গায়ক বলেছেন, ডুয়া লিপাকে চিনি না। আমাদের দেশেই গায়কের নাম না দিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়।

বনবাস-এর ট্রেলার

নানা পাটেকর, উৎকর্ষ শর্মা অভিনীত বনবাস (ভনভাস)-এর ট্রেলার প্রকাশিত হল। ছবিতে নানা বয়স্ক এক মানুষ, বেনারসে গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেখানে তিনি একা থেকে যান, ছেলেমেয়েরা তাঁকে রেখেই চলে আসে। এই অবস্থায় তিনি কী করলেন, তাই নিয়েই এই ছবি। পরিচালক অনিল শর্মা।

শো স্টার্টার মৌনী

হায়দরাবাদে একটি উচুঁ মানের ব্র্যান্ড লঞ্চের অনুষ্ঠানে মৌনী রায় ছিলেন শো-এর একেবারে প্রথমে, শো স্টার্টার। সোনালি পোশাকে তাঁর উপস্থিতি ও প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফ্যাশন ও লাক্সারির এক দারুণ ফিউসন তৈরি করেছিল। শো শেষ করেন দক্ষিণী অভিনেতা অল্লু অর্জুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবা আজাদ, শিবানী ডান্ডেকর প্রমুখ।

থ্রিলারে আলিয়া

দীনেশ ভিজানের একটি সুপার ন্যাচারাল ও সাইকোলজিকাল থ্রিলারে দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। এখন তিনি লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবি করছেন। সব ঠিক থাকলে এরপর তিনি দীনেশের ছবি শুরু করবেন। এখন ছবির চিত্রনাট্য লেখা চলছে এবং ২০২৫-এর শুরুতে তা শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির সম্ভাব্য নাম চামুণ্ডা।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 COB

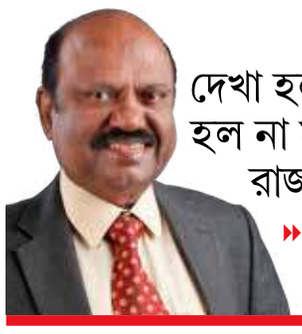

দেখা হল, কথা হল না মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের

আটের পাতায়

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি শুভেন্দুর

আটের পাতায়

ওপারে শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব

অস্থির বাংলাদেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও এএইচ ঋদ্ধিমান

কলকাতা ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারতেও। পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্তে হিন্দু সংগঠনগুলি সভা করেছে। বিজেপির পতাকা না থাকলেও সেই সভায় ভাষণ দেন শুভেন্দু অধিকারী। ত্রিপুরার আগরতলায় আবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে হামলা হয় সোমবার। ভাঙচুরের পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হামলায় অভিযোগের তির একটি হিন্দু সংগঠনের দিকে।

পরিস্থিতি ঘোরালো হতে থাকায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে শান্তিরক্ষাবাহিনী পাঠাতে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করুক কেন্দ্র। আমি প্রস্তাব দিলাম। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিন। প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সমস্যা থাকলে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিন।'

সোমবার রাত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তড়িঘড়ি বিবৃতি এসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ঢাকায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি কেন এই বক্তব্য দিলেন, বুঝতে পারছি না।' তিনি পরোক্ষে মমতাকে সতর্ক করে বলেন, 'আমি মনে করি, এই বক্তব্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভালো নয়। ৫ অগাস্টের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে সমস্যা চলছে।'

যদিও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য, 'আমরা স্বাভাবিক সুসম্পর্ক চাই। এই সম্পর্কে অন্তরের চেয়ে স্বার্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক স্বার্থের মধ্যে দিয়ে দেখতে হবে। ভারতের স্বার্থ কী, সেটা তারা বলতে পারবে।' ভারত সরকার নীরব থাকলেও মমতার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় শাসকদলের পশ্চিমবঙ্গের নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পেট্রাপোলে এক জনসভায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে সনাতনীরা রাস্তায় নেমেছেন। ওঁর (মমতার) দলের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হচ্ছে। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে দায়িত্ব ঠেলছেন। দায়িত্ব ওঁকেও নিতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'যখন বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলন চলছিল, এরপর পাঁচের পাতায়

মমতার মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঢাকার

পেট্রাপোল সীমান্তে সনাতনী হিন্দুদের প্রতিবাদ সভা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আবাসে নাম তৃণমূল নেতার

অঞ্চল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দলেই ক্ষোভ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২ ডিসেম্বর : ছবি এক : এল প্যাটার্ন পাকা বাড়ি। ঘরে লাগানো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রও। বাড়ির প্রবেশপথে লোহার গেট। বাড়ির মালিক তৃণমূল কংগ্রেসের নয়ারহাট অঞ্চল চেয়ারম্যান জামিরুল হক প্রধান (রিন্টু)। পেশায় ব্যবসায়ী। আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।

ছবি দুই : পাটকাঠির বেড়া দেওয়া টিনের ছাউনির ছোট্ট দুটি ভাঙাচোরা ঘর। বৃষ্টি হলে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে জল পড়ে। বাড়ির মালকিন বিধবা সাহিদা বিবি। পেশায় দিনমজুর। আবাসের তালিকায় তাঁর নাম নেই।

আবাস যোজনার ঘরের টাকা দেওয়ার আগে তালিকা ধরে রাজ্যজুড়ে যাচাইপর্ব চলছে। বিভিন্ন জায়গায় জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। এবার আবাস যোজনার তালিকায় তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল চেয়ারম্যান জামিরুলের নাম থাকা নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ ছড়াল। অন্যদিকে, এলাকারই একাধিক দুঃস্থ ব্যক্তির নাম আবাসের তালিকায় না থাকায় সমীক্ষা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা-১'র বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'কারও পূর্ণপ্রাচীর বাড়ি থাকলে তিনি ঘর পাওয়ার যোগ্য নন। সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে সেই নাম বাদ দেওয়া হবে।'

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় ওই নেতা বিপাকে পড়েছেন। জামিরুলের কথায়, 'মঙ্গলবার বিডিওর দপ্তরে লিখিতভাবে নাম প্রত্যাহারের আর্জি জানাব।' তৃণমূল নেতা নাম প্রত্যাহারের আশ্বাস দিলেও কয়েকটি প্রশ্ন। ১) তালিকায় নাম রয়েছে জানা সত্ত্বেও আগে কেন তিনি নাম প্রত্যাহার করেননি? ২) এখন কি মুখরক্ষায় এমনটা করার পরিকল্পনা নিলেন? এদিকে, দলের মাথাভাঙ্গা-১(এ) সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'দলের নির্দেশ মেনে পাকা বাড়ি আছে এমন দলীয় কর্মীদের অনেকেই আবাসের তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহার করছেন। পাকা বাড়ি এবং আবাসের তালিকায় নাম থাকলে অঞ্চল চেয়ারম্যানের বিডিও অফিসে গিয়ে লিখিতভাবে নাম প্রত্যাহারের আর্জি জানানো উচিত।' তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আমরা চাই না, দলের কোনও নেতা-কর্মী অবৈধভাবে আবাস যোজনার ঘরের টাকা পান।'

নয়ারহাটের পূর্বখণ্ড বামুনিয়ায় জামিরুলের বাড়ি। গিলাডাঙ্গামুখী পাকা রাস্তার পাশেই তাঁর পূর্ণপ্রাচীর পাকা বাড়ি। দলের দায়িত্বে থাকার পাশাপাশি তিনি ব্যবসাও করেন। সচ্ছল পরিবার। দলের কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, জামিরুল সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্যই নন। তাই অন্যের বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে দেখিয়ে আবাস যোজনার ঘরের টাকা পাওয়ার কারসাজি করেছিলেন। সার্ভে টিমকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। দলের রোষে পড়ার ভয়ে ঘাসফুল কর্মীদের কেউ অবশ্য প্রকাশ্যে জামিরুলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে রাজি নন। সার্ভে টিমকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উড়িয়ে জামিরুল বলেন, 'ওই বুথে ১৮৮ জনের নাম তালিকায় রয়েছে। যাঁদের অনেকেরই পাকা বাড়ি আছে। পুনরায় সমীক্ষা হলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে।' এদিকে, ঘরের সমীক্ষা নিয়ে বিজেপি স্বজনপোষণ ও অসংগতির অভিযোগ তুলেছে। দলের কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'আর্থিকভাবে সচ্ছল ও পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের অনেক নেতা-কর্মীর নাম আবাসের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যাঁদের একটা টিনের বাড়ি বানানোর সামর্থ্য নেই, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।'

অঞ্চল চেয়ারম্যানের বুথেই লাইজু খাতুন, সাহিদা বিবিদের বাড়ি। লাইজু বলেন, 'জমি নেই। আমার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। পাকা বাড়ি নেই। তবু ঘরের তালিকায় নাম নেই।' আবাসের তালিকায় নাম না থাকা সাহিদার বক্তব্য, 'স্বামী নেই। দিনমজুরি করে পেট চালাই। পাকা বাড়ি বানানোর সামর্থ্য নেই। ভাঙাচোরা ঘরে বৃষ্টি হলে জল পড়ে। একটা ঘর পেলে উপকৃত হব।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

নয়ারহাট অঞ্চল চেয়ারম্যানের বসতবাড়ি।

ঘাসফুলে ক্ষোভ

- তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল চেয়ারম্যানের পাকা বাড়িতে বসানো রয়েছে এসি
- তাঁর বাড়ির পাশে থাকা হতদরিদ্ররা আবাস তালিকায় সুযোগ পাননি
- এ নিয়ে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দলেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে
- বিপাকে পড়ে ওই নেতা তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহারের পরিকল্পনা নিয়েছেন

কথায় কথায়

বিশ্বাসে মিলায় গদি তর্কে বহুদূর

আশিস ঘোষ

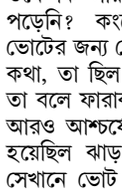

দাদা, অঙ্ক কী কঠিন! যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করেও সেসব যুক্তি দিয়ে মেলাতে বিস্তর মাথা চুলকোতে হয়। তাতেও কি ছাই মেলে! ধরুন, বিকেল পাঁচটায় ভোট নেওয়া বন্ধ হওয়ার সময় যা ভোট পড়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সেই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। পরদিন সকালে আরও বাড়ল।

অঙ্কের এই ধাঁধা জলবৎ তরলং নয়। পুরোনো অঙ্ক নতুন করে সামনে এল মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের পর। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৮.২২ শতাংশ। রাত সাড়ে এগারোটায় সেই হার দাঁড়াল ৬৫.০২। পরের দিন বেড়ে হল ৬৬.০৫। একেবারে ৭.৮৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি। গোদা হিসেবে ৭৬ লক্ষ ভোটের ফারাক।

যুক্তিটা হল, পাঁচটায় যখন বুথের ঝাঁপ পড়ে, তখন ভোটকেন্দ্রে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। তখন ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে ধরাতে হয় নম্বর লেখা স্লিপ। একদম শেষের লোকটির হাতে যাবে এক নম্বর লেখা স্লিপ। বুথের একদম সামনের লোকটির হাতে দেওয়া হবে শেষ নম্বরের স্লিপ। পাঁচটা পর্যন্ত ভোট কত পড়ল, বিভিন্ন দলের এজেন্টদের হিসেব মিলিয়ে পোলিং অফিসারকে হিসেব লিখে রাখতে হয়।

নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, এজন্য চূড়ান্ত ভোটের হার জানাতে দেরি হয়। হিসেবটাও পালটে যায়। তা বলে এই কয় ঘণ্টায় এত ভোট! তবে কি সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি? কংগ্রেস বলছে, অত ভোটের জন্য যে লম্বা লাইন থাকার কথা, তা ছিল না। সে যাই হোক, তা বলে ফারাক হবে ৭৬ লক্ষের? আরও আশ্চর্যের, একইসঙ্গে ভোট হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের বিধানসভার। সেখানে ভোট হয়েছিল দুই পর্বে। সেখানে এক পর্বে ভোট বেড়েছে ২ এবং পরের পর্বে ১ পার্সেন্ট। সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটায় ভোটের পার্সেন্ট ছিল ৬৪.৮৬। রাত সাড়ে এগারোটায় বেড়ে হয়েছিল ৬৬.৪৮।

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কোন লজিকে? অঙ্ক সত্যিই বেশ কঠিন। এই প্রথম নয়। এ বছরই হয়েছে লোকসভার ভোট। সেখানেও প্রথম আর শেষ ফলের মধ্যে ফারাক ছিল সাড়ে ৫ লক্ষের। ইভিএমে রেকর্ড হওয়া এবং গোনা কিংবা না-গোনা ভোটের পার্থক্য ওটা। গণতান্ত্রিক অধিকারের নজরদার এডিআর জানাচ্ছে, ৩৬২টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়ার পরেও সাড়ে পাঁচ লাখ ভোট গোনা হয়নি। আবার ১৭৬টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়া ভোটের থেকে ৩৫ হাজার বেশি ভোট গোনা হয়েছে।

বিকেল পাঁচটায় ভোটের প্রাথমিক হিসেব থেকে সাড়ে এগারোটার চূড়ান্ত হিসেব পর্যন্ত সময় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে বাড়তি ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার। ১.৬২ পার্সেন্ট। সেখানে মহারাষ্ট্রে বাড়তি ভোট ৭.৮৬ পার্সেন্ট! আরেকটা হিসেব কষা যাক। ধরা যাক, মহারাষ্ট্রে বিকেল পাঁচটায় ভোট শেষ হওয়ার এরপর পাঁচের পাতায়

আমিই শেষকথা দলে, বার্তা নেত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : 'আমরা' বলে কিছু নেই তৃণমূলে। 'আমিই সব'- স্পষ্ট বার্তা খোদ দলনেত্রীর। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আর কারও কথায় তৃণমূল চলবে না। দিনকয়েক আগে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের নির্যাসে ইঙ্গিত ছিলই। সোমবার নিজের মুখে তা আরও পরিষ্কার করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। এখনও আমি আছি। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব।' মাত্র কয়েকদিন আগে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, তিনি 'আমি নয়, আমরায়' বিশ্বাস করেন। দল পরিচালনায় 'টিমওয়ার্কে'র প্রসঙ্গ ছিল তাঁর কথায়। মমতা কিন্তু কার্যত 'আমরা'র তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন।

সদ্য উপনির্বাচনে জয়ী দলের ৬ বিধায়কের শপথগ্রহণের পর সোমবার বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই বুঝিয়ে দেন, নির্দেশ না শুনলে 'আজ যে রাজা, কাল সে ফকির' হয়ে যেতে পারে। তৃণমূল নেত্রী ওই বৈঠকে বলেন, 'আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে সওয়াল করে ইতিমধ্যে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর দলে শোকজের মুখে পড়েছেন। মমতার মন্তব্যে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এল বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে তাঁর রোষানলে পড়েন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীও। সম্প্রতি তিনি একটি সভায় মন্তব্য করেছিলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এক মাস। বহু হনুমান-জাম্বুবানের লেজ কাটা যাবে।' নারায়ণের এক্তিয়ার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ধমকের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমাকে আর এদিক-ওদিক যেতে হবে না। নিজের এলাকায় নজর দাও।' মনে করা হচ্ছে, এভাবেও বার্তা দেওয়া হল অভিষেককে। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংগঠনে যে ব্যাপক রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিষেক, তা কার্যত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন মমতা। সোমবার এল আরও কড়া বার্তা।

অভিষেকের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত হুগলির সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যেন তাতে সিলমোহর দিলেন। তিনি বলেন, 'ছাত্র ও যুব সংগঠন আমি নতুন করে সাজাব। ওদের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে না।' এতদিন ছাত্র ও যুব সংগঠন অভিষেকই দেখাশোনা করতেন। এখন মমতা বোঝালেন, দলে তাঁর সমান্তরাল কেউ নেই।

বিধায়কদের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। তিনি বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, 'ছাব্বিশের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করে দিন। বিধানসভায় বিধায়করা ঠিক সময়ে আসছেন না। প্রথমার্ধে অনেক বিধায়ক থাকছেন না। এটা চলবে না। কোনও কোনও দিন দেখা যাচ্ছে, এত কম সংখ্যক বিধায়ক থাকছেন যে, বিজেপি অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সরকারই পড়ে যাবে। এই জিনিস চলতে পারে না।'

বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি সংখ্যায় প্রশ্ন করার পরামর্শ দিলেও তিনি সতর্ক করে দেন এই বলে যে, 'অনেকে প্রশ্ন করেন না। আবার অনেকে এমন এমন প্রশ্ন করেন, যাতে সরকার বিব্রত হয়। প্রশ্ন করার আগে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলুন। জরুরি প্রয়োজনে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন।'

ভুয়ো নথি দিয়ে আলু পাচার উত্তর-পূর্বে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : ক্রমাগত আলুর দাম বৃদ্ধিতে দিনকয়েক আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই আন্তঃরাজ্য আলু রপ্তানিতে অসম-বাংলা সীমানায় জারি হয়েছে কড়াকড়ি। আর তাতেই ভিন্ন উপায়ে পাচার হচ্ছে এই রাজ্যের আলু। ভিনরাজ্যের হিমঘরের ভুয়ো নথি তৈরি করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আলু পাচারে সক্রিয় হয়েছে একটি চক্র। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হিমঘর থেকে আলু বের করে সেই আলু সোজা পৌঁছে যাচ্ছে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। সীমানায় আলুর লরিতে তল্লাশি চালানোর সময় কেউ বিহার, কেউ আবার উত্তরপ্রদেশের নথি দেখাচ্ছে পুলিশকে। সন্দেহ হওয়ায় সোমবার ভুয়ো নথি দিয়ে আলু পাচারের চেষ্টায় দুই লরি চালককে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। চক্রের অন্যতম এক পান্ডা তাকেও অসম-বাংলা সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

কড়া নজরদারি

- আলু রপ্তানিতে অসম–বাংলা সীমানায় কড়াকড়ি
- ভুয়ো নথি তৈরি করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আলু পাচার
- আলুর লরি তল্লাশি চালানোর সময় কেউ বিহার, কেউ উত্তরপ্রদেশের নথি দেখাচ্ছে পুলিশকে
- উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হিমঘর থেকে আলু বের করে পাচার অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে

একনজরে

রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র। বিস্তারিত আটের পাতায়

দোকান ভাঙতে মেলায় পুলিশ

ভাঙামেলায় পণ্য বাজেয়াপ্ত পুলিশের। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : পুলিশের তরফে দিনভর সতর্ক করা হলেও কাজ হয়নি। রাসমেলা শেষ হলেও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। সোমবার সন্ধ্যার পর অভিযানে নেমে ব্যবসায়ীদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। লরিবোঝাই করে পুলিশের তরফে সেই পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার রাসমেলা শেষ হয়েছে। রবিবারের পর সোমবারও সকাল থেকে অনেক ব্যবসায়ীই পণ্য বিক্রি শুরু করেন বলে অভিযোগ। বিশেষ করে সিলভার জুবিলি রোডে এই প্রবণতা বেশি ছিল। দিনভর পুলিশের সঙ্গে কার্যত 'লুকোচুরি' খেলা চলে। পুলিশ এলেই পণ্য গুটিয়ে রাখেন ব্যবসায়ীরা। পুলিশ চলে যেতেই ফের ব্যবসা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে সন্ধ্যার পর মেলা চত্বরে বিশাল বাহিনী অভিযানে নামে। অভিযানের সময় পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি কিছু দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

এদিনের অভিযানে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অভিযান চলে। পুলিশ সুপার বলেন, 'রাস্তা সচল করতেই ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হয়েছে।' কোচবিহার পুরসভা রাসমেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। পুলিশি অভিযান নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

রাসমেলা নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক চলছিল। পুরসভা ও পুলিশ-প্রশাসনের ঠান্ডা লড়াইয়ের জেরে এবার মেলার মেয়াদ বাড়েনি। ভাঙামেলাতে যে পুলিশের অতিসক্রিয়তা থাকবে তাও আগে থেকে আন্দাজ করা গিয়েছিল। তবে মেলা শেষ হয়ে গেলও রবিবার পুলিশের তরফে অতিসক্রিয়তা দেখানো হয়নি। পুলিশ দোকানপাট গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেও কড়া পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু সোমবার সকাল থেকেই ব্যবসায়ীরা ফের পণ্য বিক্রি করতে শুরু করেন। তাতেই পুলিশের তরফে পদক্ষেপ করা হয়। জেনকিন্স স্কুলের মোড়ের এক ব্যবসায়ী বললেন, 'দোকান গোটাচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে কয়েক বস্তা পণ্য নিয়ে চলে গেল। মেলায় যা লাভ করেছিলাম সব গেল।' সিলভার জুবিলি রোডের এক বস্ত্র বিক্রেতার কথায়, 'বহু বছর ধরে রাসমেলায় ব্যবসা করি। আগে কখনও এমন অবস্থা হয়নি।'

নিউজিল্যান্ডে গেল শহিদ বন্দনার শিশুকন্যা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : কে বলে মেয়েরা অবাঞ্ছিত? চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও শুধুমাত্র কন্যাসন্তানেরই টানে এক দম্পতি সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে কোচবিহারে ছুটে এলেন। সরকারি সমস্ত নিয়মবিধি মেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের বাবুরহাট এলাকায় মেয়েদের সরকারি হোম শহিদ বন্দনা থেকে এক আবাসিক তথা কন্যাসন্তানকে নিয়ে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। সোমবার ওই দম্পতি শহিদ বন্দনায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি 'নতুন' কন্যার সঙ্গেও কথা বলেন।

গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হোমটিতে ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অর্পিতা পাইন বলেন, 'সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে ওই দম্পতি মঙ্গলবার বাচ্চাটিকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হবেন। হোমের আবাসিকরা এমন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে খুবই ভালো লাগে। আমরা খুবই খুশি।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে এই হোম থেকে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ইতালি গিয়েছে। সেবারও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমনই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছিল।

হোম সূত্রে খবর, যে আবাসিকের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা সাত ভাইবোন। কোচবিহারের বাসিন্দা দিন-আনি দিন-খাই পরিবারটির স্বামী-স্ত্রী এক বিশেষ অসুখে ২০২০ সালে মারা যান। এতে সাত ভাইবোন অথই জলে পড়ে। তবে পাঁচ বোনের মধ্যে দুই বোনের দায়িত্ব তাঁদের পরিজনেরা নেন। শহিদ বন্দনা হোমে বাকি তিন বোনের ঠাঁই হয়। দুই ভাই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে। শহিদ বন্দনা হোমে থাকা তিন বোনের মধ্যে ছোটটিই নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে।

প্রশাসনিক সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে নিতে 'নতুন বাবা-মা' জোসেফ রাজারাম রাও ও নাতাশা রাও ইতিমধ্যে শহিদ বন্দনা হোমে চলে এসেছেন। নিয়ম মেনে অনেকদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে মেয়েটির সঙ্গে অনলাইনে তার নতুন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করানো হত। সোমবার ওই দম্পতি কোচবিহারে এসে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে খুব খুশি হয়েছেন। ওই নাবালিকাও নতুন বাবা-মাকে পেয়ে খুবই খুশি। ওই দম্পতি নাবালিকার স্কুলেও যাবেন বলে খবর।

কোচবিহারে শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাস।

চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও কেন একটি মেয়েকে দত্তক নেওয়ার জন্য এত দূর থেকে কোচবিহারে এলেন? জোসেফ-নাতাশার কথায়, 'চার ছেলে থাকলেও আমাদের কোনও মেয়ে ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ের জন্য আমাদের খুবই শখ। বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের এই ইচ্ছে পূরণ করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত মেয়ে হিসেবে এই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিলাম।' কী কারণে ভারত থেকে কন্যাসন্তান দত্তক নেওয়ার কথাটাই ভাবনায় এল? জোসেফ বললেন, 'চেন্নাইতে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৯৭০ সালে বাবা পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। পারিবারিক সূত্রে ভারতের প্রতি টান থেকে এই সিদ্ধান্ত।'

এদিকে, হোমের আবাসিকদের অনেকেরই মুখে হাসি, চোখে জল। তাদেরই একজনের কথায়, 'এভাবেই সবার ভালো হলে তার থেকে ভালো আর কিছুই হয় না।'

ভুয়ো নথি দিয়ে এসএসবি-তে

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : ভুয়ো নথি দেখিয়ে এসএসবি-তে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন সাহা বর্তমানে কনস্টেবল পদে কর্মরত। অভিযোগ, জন্মের শংসাপত্রের জাল নথি দাখিল করে তিনি কাজে যোগদান করেছেন। ওই এসএসবি কর্মীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কাজে যোগদানের সময় তিনি জাল স্কুল সার্টিফিকেটও দাখিল করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

যদিও অভিযোগ মানতে চাননি মাথাভাঙ্গায় কর্মরত সুমন। তিনি বলেন, 'রঞ্জন দাস নামে এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।' তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে, সেকথা মেনে নিয়েছেন সুমন।

এই রঞ্জন দাস আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সমাজকর্মী বলে এলাকায় তাঁর পরিচয় রয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনে (আরটিআই) তিনি আবেদন করে এই ভুয়ো নথির ব্যাপারে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন। রঞ্জনের অভিযোগ, এসএসবি-তে দাখিল করা সুমনের জন্মের নথির কোনও হদিসই নেই পুরসভার রেকর্ডে। বিষয়টি সামনে আসতেই আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে পুরসভার একাংশ কর্মীর সঙ্গে টেবিলের নীচে লেনদেনের জেরে জাল জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে?

এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার পুরসভার বিরুদ্ধে জাল নথির অভিযোগ উঠতেই আলিপুরদুয়ার থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

স্ত্রীর প্রেমিককে ধরে থানায়

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : এক গৃহবধূকে নিয়ে দিল্লি পালিয়ে গিয়েছিল প্রেমিক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর খোঁজ মেলে। দিল্লি থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন স্বামী। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। পিছু নিয়ে মহিলার বাড়ি ধাওয়া করে ওই প্রেমিক। ফের পালাতে গিয়ে শেষ অবধি হাতেনাতে ধরা পড়ে প্রেমিক। সোমবার সকালে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্বামী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় তুফানগঞ্জ শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। পুলিশ ধৃতকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। ধৃতের নাম গোপাল কুমার। বাড়ি বিহারের কাটিহারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে মহিলার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা রয়েছে। মহিলার স্বামী জানিয়েছেন, আত্মীয়তা থাকায় বাড়িতে যাতায়াত ছিল তরুণের। সেই সুযোগে গত ২২ অক্টোবর স্ত্রীকে অপহরণ করে পালিয়ে যায়। ঘটনার প্রায় চল্লিশ দিন পর খবর পেয়ে স্থানীয় থানার মাধ্যমে স্ত্রীকে উদ্ধার করা হয়। সোমবার বাড়িতে ফিরতেই খবর মেলে, ওই তরুণ তুফানগঞ্জে এসে বাজারের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তারপরই আত্মীয়দের চেষ্টায় তাকে পাকড়াও করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রথমে হাত-পা বেঁধে তাকে মারধর করা হয়। পরে তুফানগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

পাঁচ বছর পড়ে নবনির্মিত ভবন

হলদিবাড়ি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যথাযথ পরিষেবা অধরা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২ নভেম্বর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে হলদিবাড়ি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা চালু রয়েছে। এদিকে, ভিতরে গিয়ে দেখা যাবে মিলছে গ্রামীণ হাসপাতালের পরিষেবা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এমনই প্রহসন চলছে হলদিবাড়ি ব্লকে। অভিযোগ, বাম বা তৃণমূল কোনও জমানায় এলাকার দরিদ্র মানুষ সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পাননি। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এবিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

যদিও স্থানীয় বিধায়ক তথা রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'রাজ্য সরকারের তৎপরতায় হলদিবাড়ি ব্লকের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি করা হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ অন্য কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই হাসপাতাল থেকে সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।'

অভিযোগ

- ছিটমহল বিনিময়ের আর্থিক প্যাকেজে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে হয়েছিল ১০০ বেডের স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ভবন
- প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের ভবন নির্মাণের পাশাপাশি প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাচীর দেওয়া হয়
- অভিযোগ, ভবনটি তৈরির পর প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পরিষেবা চালু হয়নি

হলদিবাড়ি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের এই ভবনে গ্রামীণ হাসপাতালের পরিষেবা চলছে।

ছিটমহল বিনিময়ের আর্থিক প্যাকেজে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে তৈরি হয়েছিল প্রস্তাবিত ১০০ বেডের স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ভবন। সে সময় প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের ভবন নির্মাণের পাশাপাশি প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়। অভিযোগ, ভবনটি তৈরির পর প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পরিষেবা চালু হয়নি।

এদিকে, বর্তমানে ওই ভবনে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনিক কাজকর্মও ওই ভবনে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে রোজ ওই ভবনের রোগীদের আনাগোনা ও প্রশাসনিক কর্তাদের তৎপরতা দেখে বাইরে থেকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা চালু হয়েছে বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ভবনে গ্রামীণ হাসপাতালের কাজকর্ম চালানো হচ্ছে। তৃণমূলের ব্লক কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, 'স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা চালুর জন্য ২০২২ সালের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে তাঁকে একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এবিষয়ে আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু তারপর দুই বছর অতিক্রান্ত। আজও হাসপাতালে পরিষেবা চালুর তৎপরতা নজরে পড়েনি।'

বিজেপির উত্তর মণ্ডল কমিটির সভাপতি দীনবন্ধু রায়ের অভিযোগ, 'এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে অনীহা রয়েছে। এরপরও রাজ্য সরকার উন্নয়নের বড়াই করে।'

বিষয়টি নিয়ে বিএমওএইচ সত্যেন্দ্র কুমারের দাবি, 'স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা চালুর বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।'

অপরূপ।। *গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অবশেষে শুরু পাম্পহাউস নির্মাণ

তিনবার প্রকল্পের জায়গা পরিবর্তনে নিরাশ দোরকো

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : দু'বার জমি পরিবর্তনের পর সোমবার তৃতীয় দফায় শুরু হল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দোরকো গ্রামে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলপ্রকল্পের কাজ। নিরাপত্তা রক্ষার্থে বসল কড়া পুলিশি পাহারা। তারমধ্যেই জমিদাতাকে পাম্পহাউসে অপারেটরের চাকরি দেওয়ার নামে চার লক্ষ টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগের আঙুল উঠল তৃণমূলের দিকে।

অন্যদিকে, এখন যেখানে পাম্পহাউসের কাজ চলছে তা থেকে সমস্ত বাসিন্দা সমানভাবে জল পাবেন কি না তা নিয়ে শঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছে গ্রামবাসীদের মনে। তাঁদের মতে, পিএইচই'র বারবার মত পরিবর্তনের খেসারত দিতে হবে বাসিন্দাদের।

যদিও জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তুফানগঞ্জ শাখার সহকারী বাস্তুকার তরুব্রত রায়ের বক্তব্য, 'সরকারের নিজস্ব চার কাঠা জমিতেই জলপ্রকল্পটি তৈরি হচ্ছে। সেখানকার পাম্প অপারেটরের দায়িত্বেও থাকবেন সরকারি কর্মীরাই। প্রত্যেকেই সচ্ছলভাবে পরিষেবা পাবেন।'

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। তখন থেকেই দোরকোর জলপ্রকল্প নিয়ে জলঘোলা শুরু। পাম্পহাউসটি তৃণমূল নাকি বিজেপির দখলে থাকবে তা নিয়েও বছরখানেক ধরে টানাপোড়েন চলছিল।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, প্রকল্পটি নির্মাণের জন্য এক বছর আগেই তৃণমূলের এক ঘনিষ্ঠ বেলচন দাসের জমি চিহ্নিতকরণ হয়। কিন্তু শাসকদলের কাছের মানুষের জমিতে পাম্পহাউস তৈরির ছাড়পত্র মেলেনি পঞ্চায়েত প্রধানের থেকে। পরে তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

অভিযোগ, এরপরেই সেই জমিদাতাকে চাকরি দেওয়ার নামে চার লক্ষ টাকা চেয়ে বসে ঘাসফুল শিবির। কিন্তু বেলচন সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় তৃণমূল নেতারা পাম্পহাউসের তড়িঘড়ি স্থান পরিবর্তন করেন।

সপ্তাহখানেক পরেই আচমকা বেলচনের এক প্রতিবেশী অজিত দাসের জমিতে পাম্পহাউস নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়। বিডিওর উপস্থিতিতে পাম্পহাউসের পূর্বনির্ধারিত জমি রাতারাতি কীভাবে বদলে গেল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি।

বিজেপির শালবাড়ি-১ অঞ্চল প্রমুখ তাপস প্রধান বলেন, 'বেলচন টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রকল্পের জায়গা বদলে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।'

এদিকে বেলচনের ছেলে আশিস দাসের অভিযোগ, 'পিএইচই'র তরফে জানতে পারি, আমাদের জমিতে পাম্পহাউস তৈরি হবে। সেই নথিপত্র জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়ার কাছে স্যাংশন করাতে নিয়ে গেলে স্থানীয় নেতারা বলেন, চার লক্ষ টাকা দিলে তবেই পাম্পহাউস তৈরি হবে। তা দিতে না পারায় আমাদের জমি থেকে প্রকল্পটি সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

যদিও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন চৈতি।

তাঁর বক্তব্য, 'কোথায় পাম্পহাউস নির্মাণ হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে কারিগরি দপ্তর। এব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আমাদের তরফে এমন নিন্দনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। সমস্তটাই পদ্মের চক্রান্ত।' ঘটনায় আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানালেন তিনি।

শেষপর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আলিপুরদুয়ারের সীমানা ঘেঁষা এক জিরো খতিয়ানের জমিতে পাম্পহাউস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএইচই। সেই মোতাবেক পুলিশি নজরদারি সহ চলছে প্রকল্পের কাজ।

ঘুষ কাহিনী

- পিএইচই'র প্রকল্প নির্মাণে প্রথম নির্ধারিত স্থান ছিল এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠের জমি
- চাকরি দেওয়ার নামে তাঁর কাছে চার লক্ষ টাকা চায় স্থানীয় শাসকদলের নেতারা
- দিতে না পারায় রাতারাতি তাঁর প্রতিবেশীর জমিতেই প্রকল্পের দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণ
- অবশেষে আলিপুরদুয়ারের সীমানা লাগোয়া একটি জমিতে কাজ শুরু

পুলিশি পাহারায় শুরু হল জলপ্রকল্প নির্মাণ। সোমবার দোরকোতে।

ভূগর্ভস্থ জলাধার চালুর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ বাজারে তৈরি ভূগর্ভস্থ জলাধার দ্রুত চালুর দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জের ব্যবসায়ীদের একাংশ। মেখলিগঞ্জ পুরসভার কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে পুরসভা সংলগ্ন ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অধিকাংশ মানুষই মেখলিগঞ্জ বাজারের ওপর নির্ভরশীল। অথচ বাজার এলাকার ভিতরে অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ি ঢোকার পরিস্থিতি নেই। তাই আপৎকালীন পরিস্থিতির কথা ভেবে বাজারের ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের দাবি মেনে মেখলিগঞ্জ বাজারে একটি ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ। জলাধারটি তৈরিও হয়। কিন্তু সেটি চালু হবে কি না সে বিষয়ে কোনও খোঁজখবর নেই। এখনও কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়নি। জলাধারটি বর্তমানে কী পরিস্থিতিতে রয়েছে সেই বিষয়ে সন্দিহান শহরের ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের দাবি, মেখলিগঞ্জ বাজার বর্তমানে জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। মেখলিগঞ্জের ব্যবসায়ী সুরজিৎ দাস বলেন, 'এখন বাজার এলাকায় অগ্নিসংযোগ ঘটলে সেই জলাধার থেকে আদৌ দমকল জল নিতে পারবে কি না জানি না। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিষয়টি দেখার অনুরোধ করছি।' মেখলিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাধেশ্যাম লাখোটিয়া বলেন, 'সামনেই পুজোর মরশুম। এই অবস্থায় বাজারে কোনও সময় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে আমরা কোথায় যাব? তাই বিষয়টি দ্রুত দেখে জলাধার চালু করা হোক।' মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেব।'

২০২০ সালের জুন মাস নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের তরফে মেখলিগঞ্জ পুরসভা এলাকার বাজারে ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরির জন্য আনুমানিক আট লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১১ ডিসেম্বর মেখলিগঞ্জ পুরসভার দায়িত্ব নেয় প্রশাসক বোর্ড। এরপর ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ পুরসভার কনফারেন্স হলে পুরসভা এলাকার সমস্যা সমাধানে একটি সর্বদলীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে মেখলিগঞ্জ বাজার এলাকায় কোথায় ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরি হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। ৩ জানুয়ারি ২০২১ মেখলিগঞ্জ পুরসভার তৎকালীন প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান পরেশের নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের একটি দল মেখলিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মেখলিগঞ্জ বাজারে জলাধার নির্মাণের জন্য জায়গা পরিদর্শন করে। মেখলিগঞ্জ বাজারে হাইড্রান্ট বসানোর বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এরপর বিধানসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ায় জলাধার তৈরিতে বিরতি পড়ে। ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করে জলাধার নির্মাণের ওয়ার্ক অর্ডার দেন পরেশ। এরপরেই তড়িঘড়ি শুরু হয় জলাধার নির্মাণের কাজ। কিন্তু তারপর প্রায় তিন বছর হতে চললেও জলাধারটি চালু হয়নি।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দ্রুত জলাধারটি চালুর কথা বলব।' গোটা বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের এগজিকিউটিভ অফিসার সৌভিক বসু জানিয়েছেন।

দমকলকেন্দ্রকে অগ্রাধিকার নতুন বিধায়কের

প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ২ ডিসেম্বর : সোমবার বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়ে সিতাইবাসীর দমকলকেন্দ্র গড়ার দাবিকেই প্রাধান্য দিতে চান সিতাইয়ের নবনির্বাচিত বিধায়ক সংগীতা রায়। এদিন রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীরা বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে সিতাইয়ের সংগীতাও ছিলেন। শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন তিনি। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেভাবে কথা বলার সুযোগ হয়নি বলেই জানান সংগীতা। তবে তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এলেই সিতাইবাসীর দমকলকেন্দ্র গড়ার দাবিকে তিনি সবার প্রথমে তুলে ধরবেন।

এদিন সংগীতার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে সিতাইয়ের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উল্লাস দেখা যায়। এদিন সকাল থেকেই সিতাই বেসরকারি বাস টার্মিনাস সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে সকাল থেকেই টিভি খুলে বসেছিলেন কর্মী-সমর্থকরা। সংগীতা শপথ নিতেই তাঁরা উল্লাসে ফেটে পড়েন।

উল্লেখ্য, বাম আমল থেকেই সিতাইয়ে দমকলকেন্দ্র গড়ার দাবি বারবার উঠে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে তা গড়ে উঠেনি। ফলে বড় কোনও বিপর্যয় হলে সিতাইবাসীকে দিনহাটা নয়তো মাথাভাঙ্গার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। আর সেকারণে ভোট এলেই সাধারণ মানুষের যে দাবিগুলি উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম দমকলকেন্দ্র। এবার সেই দাবির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক।

সিতাইবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি দমকলকেন্দ্র। তার জন্য প্রায় দেড় বিঘার ওপর জমি তৈরি করা আছে। এবিষয়ে যাতে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ করেন, সেবিষয়ে কথা বলব।

-সংগীতা রায়
সিতাইয়ের নতুন বিধায়ক

সংগীতার কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের চাওয়াপাওয়া খুব বেশি নেই। তিনি না চাইতেই সব দিয়েছেন। তবে সিতাইবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি দমকলকেন্দ্র। তার জন্য প্রায় দেড় বিঘার ওপর জমি তৈরি করা আছে। তাই এবিষয়ে যাতে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ করেন, সেবিষয়ে কথা বলব। এদিন খুব বেশি কথা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। শীঘ্রই সময় সুযোগ বুঝে দাবি তুলে ধরব তাঁর কাছে।'

ঝাড়াইয়ের পর ধান পরিষ্কার। বড় শৌলমারির পূর্ব মুকুলডাঙ্গায়। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

ঘোকসাডাঙ্গায় কালীপুজো

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা পুরোনো বাজারের কালীমন্দিরে বাৎসরিক কালীপুজো হল। এই কালীমন্দির ঘোকসাডাঙ্গার অন্যতম নিদর্শন। ৮৬ বছর আগে তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী, বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সেখানে নির্মিত হয় মন্দিরটি।

পুজো কমিটির তরফে স্থানীয় ব্যবসায়ী রবি প্রসাদ জানান, এবছর এই পুজোর ৮৭তম বর্ষ। মঙ্গলবার সকাল থেকে চলবে প্রসাদ বিতরণ। এদিন সন্ধ্যায় ভোগ দিতে ভিড় উপচে পড়ে।

ঘর না পেয়ে রাস্তা অবরোধ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার সমস্যা মেটাতে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তালিকা ধরে ভেরিফিকেশন করার কাজ। এই ভেরিফিকেশনকে কেন্দ্র করেই তালিকা থেকে বাদ পড়াদের মধ্যে দিন-দিন অসন্তোষ বাড়ছে। বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন গ্রামে গ্রামে ভেরিফিকেশন করতে যাওয়া সরকারি আধিকারিকরা। বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধের মতো ঘটনাও ঘটছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। তালিকায় নাম না থাকার প্রতিবাদে এবার মাথাভাঙ্গায় নিজের বাড়ির কাছে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে পথ অবরোধ করলেন বাবলু মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংকোবা গ্রামের বাসিন্দা বাবলু অভিনব এই প্রতিবাদে শামিল হন।

অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, '৩ মেয়ে ও স্ত্রী সহ ৫ জনের সংসার আমার। মাত্র তিন শতক জমি রয়েছে। আমার বাড়িতে কোনও পাকাঘর নেই। অথচ আবাস যোজনা তালিকাতেও আমার নাম ওঠেনি।'

পেশায় তিনি পিঠে বিক্রেতা। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এসে রাস্তা থেকে গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দেয়। ঘর না পেলে ফের রাস্তা অবরোধ করারও হুঁশিয়ারি দেন বাবলু। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় এবিষয়ে বলেন, 'বাবলু মিয়াঁ নামে ওই ব্যক্তির অবরোধের কথা শুনেছি। আবাস যোজনার তালিকায় নাম না থাকার কারণেই এই কাণ্ড। ভবিষ্যতে ওই দরিদ্র ব্যক্তি যাতে ঘর পান সে ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব।' মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল জানান, আবাস যোজনার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদেরই এখন ভেরিফিকেশন হচ্ছে। আবার নতুন করে সার্ভে হলে এই বিষয়টি দেখা হবে। তবে ওই ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিজের উদ্যোগে ঘর তৈরি করছেন, এমন খবর পেয়েছেন বলেও জানান বিডিও।

ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় প্রধান শিক্ষক

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : সোমবার তখন বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিট। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চলন্ত যানবাহন দাঁড় করিয়ে খুদে পড়ুয়াদের রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এমন ছবি সচরাচর দেখা যায় না। বিষয়টি জানতে তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই ওই শিক্ষক জানালেন, শুধু এদিনের জন্যই নয়, দীর্ঘ সাত বছর ধরে শিশুদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তিনি এমনটা করে আসছেন। তিনি কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে কাজটি করেন স্কুলের বাকি শিক্ষিকারা।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে দত্তপাড়া এলাকায় ১৯৬৭ সালে গড়ে উঠেছে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ চতুর্থ প্ল্যান প্রাইমারি স্কুল। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৮। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা সহ পাঁচজন। ব্যস্ত রাস্তার ধার ঘেঁষে স্কুলটি তৈরি হওয়ায় রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি সবসময়ই থাকে। স্কুলে অভিভাবকরা সন্তানদের পৌঁছে দিয়ে গেলেও ছুটির সময় বেশিরভাগ অভিভাবক আসতে পারেন না। তাই খুদে পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোতে পারে, সেকথা ভেবেই দীর্ঘ সাত বছর ধরে নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা পালন করে চলেছেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপককান্তি দাস। তিনি কোনও কারণে স্কুলে না এলে সেই ভূমিকা পালন করেন অন্য শিক্ষিকারা।

তাঁদের এই ভূমিকার প্রশংসা করছেন অভিভাবকরা। তাঁদের বক্তব্য, ব্যস্ত রাস্তার ধারে স্কুল হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই কাজের জন্য তাঁরা চিন্তামুক্ত থাকেন। এক অভিভাবক বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী বলেন, 'এটা খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বর্তমান সমাজে এমন মানসিকতার শিক্ষক খুব একটা দেখা যায় না।' একই বক্তব্য গৌতম সিংহ, সমীর দত্তর মতো অনেকেরই।

তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কে পড়ুয়াদের পারাপারের তত্ত্বাবধান।

পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া রিয়া বর্মন, সুপ্রিয়া বর্মনরা জানাল, তারা প্রাক প্রাথমিকে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছে, প্রধান শিক্ষক ছুটির সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'দিকের গাড়ি থামিয়ে তাদের রাস্তা পার করাচ্ছেন। তাছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকারা যত্ন সহকারে পড়ান। তৃতীয় শ্রেণির পৌলোমী বর্মন, দ্বিতীয় শ্রেণির মুখেও একই কথা।

প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমি সাত বছর আগে এই স্কুলে যোগদান করি। শুরু থেকেই এভাবে পড়ুয়াদের রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছি। আমার দাবি, এখানে ট্রাফিক পুলিশ বা গার্ডরেলের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হয়।'

জাতীয় সড়ক কিংবা রাজ্য সড়কের ধারে এমন বহু স্কুল রয়েছে, যেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুদে পড়ুয়ারা রাস্তা পারাপার করে থাকে। যতীন দাস নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুলগুলোর সামনে স্কুল টাইমে ট্রাফিক পুলিশ কিংবা গার্ডরেলের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হয়। কারণ গাড়ির সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। বেড়েছে গাড়ির গতিবেগও। তাই ঝুঁকি সবসময় থেকেই যায়।'

এব্যাপারে তুফানগঞ্জ ট্রাফিক ওসি মোস্তা হক জানান, বিষয়টি তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকারের কথা মাথায় রেখে দিনটি পালন শুরু হয়। এতদিন পরে সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল তা খুঁজতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। কোচবিহারে যখন মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি হওয়া স্কুল ধুঁকছে ছাত্রাবাস বন্ধের কারণে তখন ফালাকাটায় আরেক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অন্যদের। যদিও সমস্ত ছবি আশাব্যঞ্জক নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল বেলাকোবায়।

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী(স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113491)

শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিন দোকানে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশনের এবং ওষুধ ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির স্থানীয় ছেলে চাই। যোগ্যতা - H.S. পাশ, অনূর্ধ্ব 35 বঃ। 7866052930/ 9434376715. (C/113490)

রেস্টুরেন্টে বাংলা রান্না, রুটি করতে জানা লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 12000/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি। 9749570276. (C/113490)

Avalon Hospital requires the following TPA Billing Executive / Manager, Front office Executive GNM ICU/NICU nurse ICU Technologist. Ph : 7001418243. (C/113490)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (মোহিতনগর, ফাটাপুকুর,) শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- + (PF, ESI)। 8653710700. (C/113488)

Required Salesman for Philips Lighting Showroom. Adie Centre, Behind 9-10 Hotel & Gurudwara Siliguri, M : 98320-67075. (C/113476)

Wanted 1 A.T. in Maternity Leave Vacancy (UR) with M.A. (English), B.Ed. Walk-in-Interview on 11/12/24 at 11.30 a.m. with documents to the Secretary, Badaitari Uziria High Madrasah (H.S.), P.O- Chhoto Salkumar, Dist-APD. (C/113705)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নবদ্বীপ হিমঘর (বেরুবাড়ি, জলঃ) আলুর বন্ড হারিয়ে গেছে। বন্ড নং 1508, 4114, 4150, 4176, 4257, 4266, 4551, 4574, 4590, 4610, 1971। কোনো ব্যক্তি পেলে যোগাযোগ করুন। সাহিত হোসেন, 6295019809. (C/113609)

তারিখ পরিবর্তন

জলপাইগুড়ি শ্রদ্ধা'র আয়োজিত লটারি খেলা ০৩/১২/২০২৪ তারিখের পরিবর্তে ২১/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। (C/113610)

হন্ডা টু হুইলারস-এর জন্য আমরা নিয়োগ শুরু করেছি

আলিপুরদুয়ার - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত, (বুধবার)
নেটওয়ার্ক ম্যানেজার
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
সেলস এগজিকিউটিভ
বীরপাড়া - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত, (বুধবার)
সেলস এগজিকিউটিভ
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
খুচরো যন্ত্রাংশের পরিচালক
রিসেপশনিস্ট
ক্যাশিয়ার/বিলিং এগজিকিউটিভ
মেকানিকস
সি আর
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
শ্রী সোমিত - ৭০০১৫৪৫০২৭

Affidavit

I, Swapan Rakshit, S/o Late Mohini Mohan Rakshit residing at Vivekananda Puram Ward No.-10, Racecourse Para, Jalpaiguri, Pin-735101 shall henceforth be known as Swapan Kumar Rakshit as declared before the Notary Public, Siliguri Sub-Divisional Court vide affidavit no.02/24 dated 02.12.2024. Swapan Rakshit and Swapan Kumar Rakshit both are same and identical person.

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum Notice has been published for e-Tender No:- 16/2024-25/SSK, MDW/HRP/DD dated 14/11/2024, different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende- is 03/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur: Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়নার নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনকে কাজে লাগিয়ে রাজারামের নতুন ষড়যন্ত্র। **পুবের ময়না** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল,

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মহাজন, দুপুর ২.৫০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.২০ বর কনে, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ পুত্রবধূ, রাত ১১.৫৫ শেষ থেকে শুরু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ অরুন্ধতী, রাত ১০.২০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ ফিদা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ২২শে শ্রাবণ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

ফিদা রাত ১০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

পরদেশ দুপুর ২.১৫ **জি বলিউড**

পুত্রবধূ রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

বিগ ক্যাট টেলস দুপুর ১২.৫৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

মূক-বধির স্কুলের হস্টেল চালুর দাবি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এদিন কোচবিহার শহরে মিছিল করবেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। ওই মিছিল থেকে জেলার মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি আক্রারহাট দিশারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বন্ধ হওয়া হস্টেল ফের চালু ও শূন্যপদে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি তোলা হবে।

সোমবার কোচবিহার-১ ব্লকের আক্রারহাট দিশারিতে গিয়ে দেখা গেল পড়ুয়ার অভাবে বিদ্যালয়টি রীতিমতো ধুঁকছে। একমাত্র শিক্ষিকা হিমানী ঈশোর পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন। খাতায়-কলমে ৪০ জন পড়ুয়া থাকলেও হস্টেল বন্ধ থাকায় দূরের পড়ুয়ারা দৈনিক স্কুলে আসতে পারে না। ফলে উপস্থিতির হার কমছে।

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি ২০০১ সালে তৈরি হয়। ২০০৯ সালে মেলে সরকারি অনুমোদন। বর্তমানে এটি জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীন। শিক্ষক সহ দশজন শিক্ষাকর্মীর পদ অনুমোদন হয়। এ অবধি দুজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হলেও বাকি পাঁচটি পদ এখনও শূন্য। এক শিক্ষকের অবসরের পর এখন একমাত্র স্থায়ী শিক্ষিকাকে নিয়ে চলছে পড়াশোনা। পড়ুয়ারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। স্থায়ী হস্টেল সুপার, রাঁধুনি, মেট্রন পদ পূরণ না হওয়ায় গত কয়েকমাস ধরে হস্টেল বন্ধ। ফলে নানা প্রান্তের মূক ও বধির পড়ুয়া পরিষেবার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোর বলেন, 'দিশারি প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়টিতে ক্লার্ক, রাঁধুনি, মেট্রন, হস্টেল সুপারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। এজন্য মঙ্গলবার রাজ্য জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবকে ই-মেলে পাঠানো হবে।' শিক্ষাকর্মী লুৎফর হোসেনের কথায়, 'বিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিভাবকরা দৈনিক পড়ুয়াদের পৌঁছে দেন। হস্টেল বন্ধ হওয়ায় দূরের পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছে।'

ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের নারী ও শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোর বলেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরে দরবার করছি। হস্টেল ও মিড-ডে মিল চালুর দাবিও করা হয়েছে।'

বিশেষভাবে সক্ষমদের পড়াচ্ছেন অরিন্দম দত্ত। খগেনহাটে।

ইশারায় পড়িয়ে বহু কৃতীর শিক্ষক

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর : ছোটবেলা থেকে ঠিক করে শুনতে পেতেন না। পরে হারিয়ে ফেলেন বাকশক্তিও। কিন্তু থেমে যাননি। সাধারণ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল অরিন্দম দত্তকে। জেদকে সম্বল করে এখন তিনি শিক্ষক। তাঁর কাছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করে এখন অনেকে দেশের বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করছেন। মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। তার আগে অরিন্দমের অধ্যবসায়কে কুর্নিশ। অরিন্দম বললেন, 'এখনও নিজে চাকরি পাইনি। তবে আমার কাছে টিউশন পড়ে বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে আজ বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে। এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ভবিষ্যতেও কাজ করে যেতে চাই।'

ফালাকাটা শহরের মাদারি রোড ধোঁয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের গলিতে বাড়ি বছর বত্রিশের ওই তরুণের। তিনি যে কথা বলতে পারেন না, সেটা ছোটবেলাতেই বুঝে যান তাঁর বাবা চিত্ত দত্ত এবং মা রত্না দত্ত। ছেলে যে কানেও শুনতে পারেন না, সেটাও পরে বুঝে যান দত্ত দম্পতি। ছেলেকে সুস্থ করে তোলার কম চেষ্টা করেননি দুজনে। কিন্তু অজস্র ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা কিংবা ওষুধপত্র কিছুই কাজে লাগেনি। মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন অরিন্দম। যতটুকু শব্দ মুখ দিয়ে বের করতে পারতেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লোপ পেতে থাকে। কিন্তু দত্ত দম্পতি হাল ছাড়েননি। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম জেনেও তাঁকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

লড়াইয়ের শুরু এরপর থেকে। স্কুলে ভর্তি হলেও কানে শুনতে এবং কথা বলতে না পারার জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্কুলের কোনও শিক্ষক ঠিকমতো পড়া বোঝাতে পারছিলেন না। বাইরের কেউ তাঁকে টিউশনও পড়াতে চাইতেন না। বেঞ্চের এককোণে বসে নিজের জেদকে পুঁজি করে একের পর এক বাধা টপকেছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ফালাকাটা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর বাড়িতে দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাবার ছোট ব্যবসাটিও চলছিল না। তাঁকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারলেন তরুণ অরিন্দম। বিএ পাশ করার পর বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তাঁর মতো শিশুদের পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। পড়াতে পড়াতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে স্নাতকোত্তর পাশ করেন।

এদিন ইশারায় অরিন্দম বোঝালেন, 'কথা বলতে এবং শুনতে পারি না বলে জীবনে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তারপরেও নিজের জেদে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি। সংসার চালাতে ২০১৭ সালে টিউশন পড়ানো শুরু করি। প্রায় সাত বছর হয়ে গেল।'

খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বর্তমানে বিশেষভাবে সক্ষমরাও পড়াশোনা করতে পারছে। সেই সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত রায় বলেন, 'সব বয়সের বিশেষভাবে সক্ষমদের কাছে অরিন্দম একজন রোল মডেল। প্রশাসনের উচিত, অরিন্দমকে আরও ভালো কাজে লাগানো।'

উত্তরবঙ্গে এখনও অরিন্দমের মতো বিশেষভাবে সক্ষমরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন। সেই খবর অনেকসময় প্রকাশ পায় না। তাঁদের এই লড়াইয়ে সাধুবাদ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে।

ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর : ইতিমধ্যে পেরিয়েছেন স্নাতকোত্তরের গণ্ডি। করেছেন বিএড পাশও। বহু জায়গায় পাঠিয়েছেন চাকরির আবেদনপত্র। কিন্তু আজ অবধি শিকে ছেঁড়েনি। তাই পেটের দায়ে এখন হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেছেন বছর একত্রিশের ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন তরুণ আশিস সাহা। বাড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের ভক্তিনগরের ফুলবাড়ি-ডাবগ্রামে। বেলাকোবার শিকারপুর হাটে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ করেছি। আর বিএড পাশ করেছি শিলিগুড়ির শিব মন্দির কলেজ থেকে।'

পরিবারে রয়েছেন বাবা-মা ও তাঁরা তিন ভাই। বাবা আনন্দ সাহা পেশায় কৃষক। মা বেলারানি নিছকই বাড়ির বৌ। আশিসই বড়। মেজো ভাই শুভাশিস চাষাবাদে বাবাকে সাহায্য করে। ছোট ভাই দেবাশিসও ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন। চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করে আর স্কুলে যায়নি। দিনরাত বাড়িতেই থাকে।

চাকরির জন্য ইতিমধ্যে একাধিক দপ্তরে পরীক্ষা দিয়েছেন আশিস। ২০২২ সালে প্রাইমারি টেট-এ পাশ করেছেন। কিন্তু এখনও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি। তাই পেটের দায়ে বিভিন্ন হাটবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেন। তাঁর গণ্ডি বেলাকোবার শিকারপুর, আমবাড়ি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়, শিলিগুড়ি জংশন অবধি।

শিকারপুরের হাটে ধূপকাঠি বিক্রির ফাঁকে জানান, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একবার ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ পেলে সফল হবেনই। কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের মতো দৃষ্টিহীনদের চাকরির কোটা বেঁধে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্তত চুক্তিভিত্তিক চাকরির সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

এ প্রসঙ্গে শিকারপুর হাটের এক ক্রেতা শিবশংকর রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সহ প্রশাসনের উচিত এমন শিক্ষিত দৃষ্টিহীন তরুণের জন্য এগিয়ে আসা। অবিলম্বে সরকারের এঁদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি।' শিকারপুর হাট ব্যবসায়ীর

বটতলা রেগুলেটেড মার্কেটে আশিস।

সমিতির সম্পাদক মহম্মদ সাইদুল জানান, 'প্রায় দু'মাস ধরে দৃষ্টিহীন ওই তরুণ হাটে লাঠি হাতে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করতেন। আমরা চাই, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার যেন এগিয়ে আসে।'

এ সম্পর্কে অল বেঙ্গল ব্লাইন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দৃষ্টিহীন শিক্ষক বিপদতারণ দাস বলেন, 'স্নাতকোত্তর ও বিএড করা ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহা বেকারত্বের জ্বালায় পেটের তাগিদে হাটবাজারে ধূপকাঠি বিক্রি করছেন। আশা করি, সরকার ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার মেধার মর্যাদা দিয়ে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করবে।'

পিএফ উধাও, নালিশ দপ্তরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নকল ডেথ সার্টিফিকেট সহ একাধিক কায়দায় গায়েব হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ডুয়ার্সজুড়ে এভাবেই সক্রিয় হচ্ছে দালালচক্র। এই চক্রের সঙ্গে অধিকাংশ বাগানের পিএফ ক্লার্ক এবং বাগানের কর্মীদের যোগসাজশ রয়েছে। হাত রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নীচুতলার কর্মীদেরও। সোমবার ডুয়ার্সের প্রায় ৩৪টি চা বাগানের পিএফ সমস্যা জানাতে এসে এই অভিযোগ করল পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি। জলপাইগুড়িতে রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সমিতির সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন।

রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার পবনকুমার বনসাল অভিযোগ শোনার পর বললেন, 'চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে এনে আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দিতে চাইছি। ইতিমধ্যে একটি বিশেষ পোর্টালও কাজ শুরু করেছে।'

তিনি জানান, এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকরা বেশিরভাগই নিরক্ষর। সেই সুযোগ নিয়ে বেআইনি কাজগুলো করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যদি আমাদের দপ্তরের কোনও কর্মী জড়িত থাকার অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

তবে নকল ডেথ সার্টিফিকেট পরীক্ষার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা তাঁদের হাতে নেই। এই ব্যাপারে যাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, সেই দপ্তর তার দায় নেবে। তাঁরা শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সেটি প্রদান করা হয়েছে কি না।

সম্মেলন

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বাৎসরিক ডিলার সম্মেলন হল কোচবিহারে। সেখানে বিশিষ্ট কৃষিবিদরা ডিলারদের কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এমডি গোপাল মিশ্র কৃষিকাজে জৈব সারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চাষিরা কীভাবে লাভবান হবেন তা নিয়েও বক্তব্য রাখেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. পিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ২৮.১১.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ...

HWH-453/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

... সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-153/2024-25
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রশাসনকে চরমসীমা কেএলও'র

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে কোচবিহারে জোরদার আন্দোলন করার হুমকি দিল কেএলও লিংকম্যান এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের উদ্দেশে এমনই হুমকি দিয়েছে তারা।

সংগঠনের অভিযোগ, মূলস্রোতে ফিরে আসা তাদের সদস্যদের হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন আগেই ঘোষণা করেছেন। তাদের সংগঠনের অন্তত দুই শতাধিক সদস্য রয়েছেন। যাঁদের কাগজপত্র নেওয়া সহ চাকরির ব্যাপারে পুলিশি ভেরিফিকেশন হলেও কোনও এক অজানা কারণে চাকরি হয়নি। এ নিয়ে কয়েক মাস আগেও তারা কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আন্দোলনে বসেছিল। এরপর পুলিশ সুপার তাঁদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

সংগঠনের সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, ''আমরা বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও কেন আমাদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমাদের কাগজপত্র নেওয়া থেকে শুরু করে পুলিশি 'ভেরিফিকেশন' দীর্ঘদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা দেখব। এর মধ্যে চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা অনশন আন্দোলনে বসব।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর, কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বই
ইমেল: crpd@sbi.co.in

চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/20

পোস্টের নাম	শূন্যপদ	সর্বোচ্চ বয়স (কাট অফ 01.08.2024)
হেড (প্রোডাক্ট, ইনভেস্টমেন্ট এবং রিসার্চ)	01	50
জোনাল হেড	04	50
রিজিওনাল হেড	10	50
আরএম-টিম লিড	09	42
সিআরটি (প্রোডাক্ট লিড)	01	45

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি আবেদনের ফি জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/careers-এ লগ ইন করুন। আবেদন করার এবং ফি জমা দেওয়ার আগে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করতে বিশদে বিজ্ঞাপন দেখুন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)-এ গিয়ে "CONTACT US"—> "Post Your Query"-তে লিখে জানান।

- অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 27.11.2024 থেকে 17.12.2024 পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: 27.11.2024
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি **দুর্দান্ত অফার**

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : ছেলের পরীক্ষার ভালো ফলে আনন্দ। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার এখনই করবেন না। কর্কট : আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির সংবাদে আনন্দ। সিংহ : সারাদিন আলস্যে কাটবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। কন্যা : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। তুলা : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যার সম্মুখীন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে হঠাৎ উদ্বেগ। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। ধনু : যে কোনও কাজেই আজ সাফল্য আসবে। পেটের সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মকর : পরিশ্রমে যাবে আজকে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজ সমাধান করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৭ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩০ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৩৫। মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।০। শূলযোগ অপরাহ্ন ৪।১০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ১২।৩১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৫।০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ১২।৩৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।৩৫ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫।২৭ গতে ৬।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

ওপার বাংলার আন্দোলনের আঁচ সীমান্তবর্তী এলাকায়

প্রতিবাদ মিছিল চ্যাংরাবান্ধায়

অস্থির বাংলাদেশ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : সীমান্তে শোনা গেল সনাতনীদের গর্জন। চ্যাংরাবান্ধায় সনাতনী ঐক্য মঞ্চের ডাকে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের মিছিল বের হয় সোমবার দুপুরে। বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদেই এই মিছিল।

মিছিলটি চ্যাংরাবান্ধা নবনির্মিত হনুমান মন্দির থেকে শুরু হয়ে এশিয়ান হাইওয়ের পথ ধরে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক টার্মিনাস এলাকা অতিক্রম করে ভিআইপি মোড়, চ্যাংরাবান্ধা বাজার পরিক্রমা করে। শেষে সার্ক রোড বরাবর চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্তের গেটে পৌঁছায় মিছিল। সেখানে তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ জমায়েত করেন। মিছিল থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনি ওঠে চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে। সীমান্ত পেরিয়ে আওয়াজ যেন ওদিকে যায় সেই প্রচেষ্টা করা হয় সনাতনী ঐক্য মঞ্চের তরফে।

সীমান্ত গেটেই তাঁরা মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মিছিল ঘিরে মেখলিগঞ্জ পুলিশবাহিনীর নিরাপত্তা ছিল। সীমান্তে বিএসএফও তৎপর ছিলেন গোলমাল এড়াতে। সীমান্ত গেট থেকে পুনরায় হনুমান মন্দিরে এসে মিছিল শেষ হয়।

সনাতনী ঐক্য মঞ্চের মেখলিগঞ্জ শাখার ব্লক সভাপতি প্রাণহরি রায় এদিন বলেন, 'আমাদের সনাতনীদের উপর যে ধরনের অত্যাচার করা হচ্ছে ওদিকে তা মুখে বলা যায় না। এই সবের প্রতিবাদে আমরা এদিকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ দেখাই। তিনদিনের মধ্যে চিন্ময় প্রভুর মুক্তি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হব আমরা।'

মেখলিগঞ্জ থেকে মিছিলে আসা সনাতনী জগদীশ দাস কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'যদি তিনদিনের মধ্যে চিন্ময় প্রভুর মুক্তি না হয় চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য ও যাত্রী যাতায়াত সমস্তটাই বন্ধ করে দেব আমরা। প্রয়োজনে অবস্থান বিক্ষোভ হবে সীমান্তে। বাংলাদেশের পণ্য বয়কট করা হবে।'

জগদীশের দাবি, মুহাম্মদ ইউনূসের পাওয়া নোবেল শান্তি পুরস্কার অবিলম্বে ফেরত দেওয়া উচিত। জগদীশের অভিযোগ, তাঁরা নিজের দেশেই শান্তির বাতাবরণ ধরে রাখতে পারে না। দেশে নিরাপত্তাও নেই।

সনাতনী ঐক্য মঞ্চের মিছিল। (নীচে) মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করছেন প্রতিবাদীরা। সোমবার। মেখলিগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

একনজরে

- সনাতনী ঐক্য মঞ্চের ডাকে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের মিছিল বের হয়
- চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্তের গেটে বেশ কিছুক্ষণ জমায়েত করেন সদস্যরা
- মিছিল থেকে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হওয়া চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে স্লোগান ওঠে

শুনসান রাস্তাঘাট, ফাঁকা দোকানপাট

অস্থির বাংলাদেশ

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : অন্যান্য বছরে শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে গমগম করত চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন এলাকা। বর্তমানে সেখানে যেন শূন্যতার হাহাকার ফুটে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রগুলো খাঁখাঁ করছে। হোটেলে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন হোটেল মালিকরা।

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চত্বরে ভাতের হোটেল চালান খোকন দে। সোমবার দুপুরে ফাঁকা হোটেলে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকজন আসে না। নব্বই শতাংশ ব্যবসা শেষ। আগে এই সময় দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না। তিনশো থেকে চারশোজনের খাবার বানাতাম রোজ। লোক খাবারের জন্য লাইন দিত। আর এখন দিনশেষে পঞ্চাশজনও খেতে আসে না। তবুও কয়েকজনের জন্য তো রান্নার ব্যবস্থা করে রাখি। পরিস্থিতি এমন যে দুজন কর্মচারীকেও বাদ দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

কোচবিহার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধা। আর এই চ্যাংরাবান্ধার মাধ্যমে শুধুমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যই হয় না, সেই সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মাধ্যমে ভিসাধারীদের যাতায়াত লেগেই থাকে। সেই লোকজনের যাতায়াতের উপর ভিত্তি করে সীমান্তে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র থেকে হোটেল ব্যবসা, ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির ব্যবসা থেকে মুদিখানার ব্যবসা নানা মানুষের রুজিরুটির প্রসঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে ভিসাধারীদের সঙ্গে।

কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ডামাডোল পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন থেকে ভিসাধারী পর্যটকদের যাতায়াত গ্রাফ নিম্নমুখী। এরপর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ক্রমেই ভিসা জটিলতায় যাত্রীদের যাতায়াত কমতে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারি ও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় পরিস্থিতি যেন আরও সঙ্গিন হয়েছে।

এখনও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে না গেলেও কোনওদিন হয়তো বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে। সেই আশঙ্কাই করছেন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের মালিক বিশ্বজিৎ সাহা। তাঁর কথায়, 'বত্রিশ বছর ধরে এই ব্যবসা করে আসছি। চ্যাংরাবান্ধায় প্রায় কুড়িটির মতো বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র রয়েছে। যাতে কম করেও সব মিলিয়ে দেড়শো কর্মচারী কাজ করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। যাত্রীরা না আসায় রোজগার প্রায় বন্ধের পথে।' তাঁর সংযোজন, 'সাত-আটশোজন লোক আসত দিনপিছু। এখন কুড়ি থেকে পঁচিশজনও আসেন না। কতদিন দোকান চালাতে পারব এভাবে জানি না।'

এদিকে, বিরূপ পরিস্থিতিতে অন্য কাজে যাওয়ার চিন্তাও ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকজনের মধ্যে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের কর্মী শুভজিৎ রায় জানালেন, বাড়িতে মা-বাবা নিয়ে পরিবার। পরিবারে একাই রোজগেরে তিনি। মালিক টাকা দিলেও ব্যবসাই তো হচ্ছে না। তাই কাজের খোঁজে বেঙ্গালুরু পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তিনি।

ইমিগ্রেশন চত্বরে কুড়ি বছর থেকে স্টেশনারি দোকান চালান শ্যামলী দে। তাঁর বক্তব্য, 'এই করেই পরিবার চলে। দিন-দিন লোক কমছে সীমান্তে। নাতিদের দুধের খরচ থেকে পড়াশোনার খরচ কীভাবে জোটাব, সেই ভেবে ঘুমাতে পারি না। অন্য কিছু করে খাওয়ার উপায় তো নেই। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে জানি না।'

স্থানীয় গালামাল ব্যবসায়ী দীপ দে জানালেন, দিনে পাঁচশো টাকাও বিক্রি নেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায় অবস্থা বলে তিনি জানালেন। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গোলমাল সব শেষ করে দিল।'

চ্যাংরাবান্ধায় ফাঁকা হোটেল। সোমবার। - সংবাদচিত্র

> বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকজন আসে না। নব্বই শতাংশ ব্যবসা শেষ। আগে এই সময় দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না। তিনশোর থেকে চারশোজনের খাবার বানাতাম রোজ। লোক খাবারের জন্য লাইন দিত। আর এখন দিন শেষে পঞ্চাশজনও খেতে আসে না।
>
> **খোকন দে**
> *হোটেল মালিক*

ঝোপঝাড়ে ঢাকা মুনসেফ কাম জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পরিত্যক্ত আবাসন।

ভাড়াবাড়িতে থাকেন বিচারকরা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গায় বিচারকদেরই পর্যাপ্ত আবাসন নেই। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ (এডিজে) এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের (জেএম) বাধ্য হয়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। এদিকে, আদালত চত্বরের খুব কাছেই এসিজেএম আবাসন লাগোয়া মুন্সেফ কাম জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সরকারি আবাসনটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সেটি বর্তমানে ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা শহরের বি টিম মাঠের পূর্ব প্রান্তে প্রায় দু'দশক আগে তৈরি হয়েছিল মুন্সেফ কাম জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আবাসনটি। তারপর থেকে সেটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েই রয়েছে। এতদিনেও সেটির সংস্কার হল না কেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিচারকদের আবাসন সমস্যার জন্য আদালত কর্তৃপক্ষের তরফে পূর্ত দপ্তরের কাছে রিকোয়ারমেন্ট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে নতুন করে আবাসন নির্মাণের জন্য অর্থবরাদ্দ হয়নি বলেই অভিযোগ।

মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পরিত্যক্ত আবাসনটি ভেঙে সেখানে বিচারকদের হাউজিং কমপ্লেক্স তৈরির দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানানো হচ্ছে। সংগঠনের সভাপতি বিনয় রায় বলেন, 'মাথাভাঙ্গায় বিচারকদের আবাসন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও বিচারকদের ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। পূর্ত দপ্তরের উচিত, অবিলম্বে পরিত্যক্ত আবাসন ভেঙে সেখানে নতুন আবাসন তৈরি করা।'

পরিত্যক্ত আবাসনটি একদিকে ঝোপঝাড়ে ঢেকে রয়েছে। সেইসঙ্গে সাপ, পোকামাকড়ের আদর্শ বাসস্থান হয়ে উঠেছে। অরক্ষিত আবাসনটির কাঠের জানলা-দরজা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ইতিমধ্যে চুরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়ায় দেওয়ালের ইট এবং লোহার রেলিংও ইতিমধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। আবাসনটি ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নেওয়ায় সন্ধ্যার পর আবাসনের রাস্তা সচরাচর এড়িয়ে চলেন এলাকার বাসিন্দারা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এলাকার অনেকেই সেখানে জঞ্জাল ফেলে রাখেন। অঘোষিত এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সাপখোপের বসবাস।

ঝোপে ঢাকা

- শহরে বি টিম মাঠের পাশে মুনসেফ কাম জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আবাসনটি পরিত্যক্ত
- আবাসন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও বিচারকদের ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে
- পরিত্যক্ত আবাসন চত্বরে এলাকাবাসী ফেলছেন নোংরা, সাফাই করছে পুরসভা

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান, পরিত্যক্ত ওই আবাসনের সামনে এলাকাবাসী প্রতিনিয়ত আবর্জনা ফেলায় আদালত কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পুরসভার তরফে সেখানে নিয়মিত সাফাই করতে হয়। আবাসন চত্বরে কেউ যাতে বর্জ্য না ফেলেন, সেজন্য জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে পূর্ত দপ্তরকে।

পূর্ত দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ কর্মকার অবশ্য বললেন, 'পূর্ত দপ্তরের ড্রয়িং ডিপার্টমেন্ট থেকে সেখানে আবাসন তৈরির ড্রয়িং আসার পর এস্টিমেট করে অর্থ অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

টুকরো খবর

সমীক্ষা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার দুপুরে চ্যাংরাবান্ধা পরিদর্শনে গেলেন পিএইচই মাথাভাঙ্গার বাস্তুকার সায়নজিৎ ভাওয়াল। এলাকার প্রতিটি পাড়ায় বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর বিষয় সংক্রান্ত সমীক্ষার সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমান। পিএইচই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চ্যাংরাবান্ধা বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশন রোড, পোস্ট অফিস রোড, দক্ষিণপাড়া, তেলিপাড়া শ্মশানঘাট ও ছটঘাট পর্যন্ত মার্চেন্ট রোডের সর্বত্র পানীয় জলের কানেকশন করার দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। ইলিয়াস বললেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে চ্যাংরাবান্ধা বাজারে জলাধার নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেটি পিএইচই'র হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

যাদবের সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা অতিথিনিবাস ভবনে মেখলিগঞ্জ ব্লক যাদব সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমলকুমার ঘোষ ও অসীমকুমার ঘোষকে যুগ্ম আহ্বায়ক ঘোষণা করে ২১ জন সদস্যের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই মেখলিগঞ্জ মহকুমা যাদব সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে। বিমলকুমারের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে এই সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল। আমাদের তরফেও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি করা হবে।'

গাঁজাখেত নষ্ট

শীতলকুচি, ২ ডিসেম্বর : সোমবার শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১৩ বিঘা জমির গাঁজা নষ্ট করল শীতলকুচি পুলিশ। সেখানকার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, 'অবৈধ এই চাষ রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।'

প্রতিবাদ মিছিল

বারবিশা, ২ ডিসেম্বর : বারবিশায় সোমবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল বের করল সনাতনী ঐক্য মঞ্চ। বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন সংগঠনের সদস্যরা।

তালাবন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ডুমনিগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জমিদাতার তালা

ফেশ্যাবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : চাকরির দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়েছেন জমিদাতা। যার জেরে বন্ধ রান্নাবান্না। বেশ কয়েকদিন যাবৎ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন গর্ভবতী ও শিশুরা। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমনিগুড়ি গ্রামের। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে।

বাম আমলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সিরাজউদ্দিন আহমেদ নামে এক ব্যক্তির জমিতে তৈরি করা হয়েছিল। জমিদাতা সিরাজউদ্দিনের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই চাকরি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ সিরাজের। তাঁর কথায়, 'বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদ্বির করেও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তালাবন্ধ করে রেখেছি।'

দক্ষিণ ডুমনিগুড়ি চতুর্থ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোণে ডুমনিগুড়ি ৩২৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের মাঠে বসছে খুদে পড়ুয়ারা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কর্মী সপিরা খাতুনের কথায়, 'ঘর তালাবন্ধ থাকায় রান্না করতে পারছি না। চাল, ডাল সবকিছু ঘরে রয়েছে। তাই পাশের বাড়িতে ডিম সেদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পুরো বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খোলা নিয়ে সিরাজের জবাব, 'আমাদের ব্যক্তিগত জমিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি রয়েছে। কেন ব্যক্তিগত জায়গায় সেটি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্য জানার অধিকার আইনে আছে তা জানতে চাই। কিন্তু তাঁরা তা জানাতে পারেননি। প্রশাসনের কর্তারা আমার সঙ্গে বৈঠক না বসা পর্যন্ত তালা খুলব না।'

এ ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক (সিডিপিও) আখেনুর রহমান বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অন্য জায়গায় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

রেললাইনে ঝুঁকির যাতায়াত বামনহাটে

চৌধুরীহাট, ২ ডিসেম্বর : প্রতিদিন গোটাকয়েক লোকাল ট্রেন তো বটেই, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনও বামনহাট স্টেশন থেকে ছাড়ে। স্টেশনটির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এই স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা নিয়ে রেলযাত্রীদের মধ্যেও সুস্পষ্ট কোনও দিশা নেই। ফলে কখনও ঘুরপথে, কখনও রেললাইনের উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলে যাতায়াত। এতে নিত্যদিন ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়ছে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

এমনই দুর্দশার ছবি দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট রেলস্টেশনের। রেলের তরফে এনিয়ে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্টেশনের আধিকারিক মণীশ ঠাকুরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি। যদিও রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এক আধিকারিক পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। বামনহাট রেলস্টেশন চত্বরে যেতেই দেখা গেল অসাবধানতার ছবি। রেললাইনের পাশে যাত্রী নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে টোটো সহ বিভিন্ন ছোট যানবাহন। তড়িঘড়ি সেসব থেকে নেমে লাইন পেরিয়েই কেউবা উঠে যাচ্ছেন দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে, কেউ বা কয়েকটি লাইন পেরিয়ে হাঁটা দিচ্ছেন প্রথম প্ল্যাটফর্ম ও টিকিট কাউন্টারের দিকে। এধরনের বেপরোয়া কাজে ঝুঁকি অনেক, যে কোনও সময় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তবুও কেন এই অবস্থা? খোঁজ নিতেই স্থানীয়রা তুলে ধরলেন স্টেশনে ঢোকার রাস্তা নিয়ে ভোগান্তির কাহিনী। স্টেশনে এসেছিলেন জায়গির বালাবাড়ির মনোজিৎ বর্মন। তিনি জানালেন, এই স্টেশনে ঢোকার রাস্তা মূলত দুটি। প্রথমটি, রেললাইন সংলগ্ন বামনহাট বাজার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে স্টেশনের দিকে চলে যাওয়া রাস্তা। অন্যটি বামনহাট হাসপাতাল ও বামনহাট উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে ঘুরপথে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা। প্রথম রাস্তাটি ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে এতটাই ঘিঞ্জি হয়ে থাকে যে যানবাহনে স্টেশনে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব। মনোজিতের সহযাত্রী সুধাংশু বর্মনের একই অভিযোগ।

বামনহাট রেলযাত্রী সমিতির সদস্য শুভঙ্কর ভাদুড়ি বলেন, 'স্টেশনে ঢোকার রাস্তার এই সমস্যার বিষয়গুলি একাধিকবার রেলের বিভিন্ন স্তরে স্মারকলিপি দিয়ে জানিয়েছি আমরা।'

জেলার খেলা

সৌভিকের দাপট

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ২০২৩ ব্যাচকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৬ ব্যাচ। ২০২৩ প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৫ রান তোলে। সৌভিক রায় ২ উইকেট নেন। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৌভিক ৩০ বলে ৪৬ রান করেন।

সাইকেল র‍্যালি

হলদিবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : বিএসএফের ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের 'রাইজিং ডে' উদযাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোমবার অনুষ্ঠানে খালপাড়া বিওপির উদ্যোগে জাতীয় পতাকা সহ একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। খালপাড়া এলাকায় অবস্থিত সীমান্তের রেলগেট এলাকা থেকে ওই র‍্যালিটি শুরু হয়। কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে সীমান্ত সড়ক ধরে ৩২ কিমি পথ অতিক্রম করে র‍্যালিটি সাগরমাতা বিওপিতে গিয়ে পৌঁছায়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডান্ট এসএইচ থিংবাইজাম। তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই দীর্ঘ পথে বাহিনী অনেক উন্নতিই করেছে।'

বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

জনসংযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সোমবার বজরাপুর এলাকায় জনসংযোগ সারলেন তৃণমূল পরিচালিত তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস। সভাপতিকে কাছে পেয়ে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা জানালেন বাসিন্দারা। সেই সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এখন থেকে তিনি এলাকাবাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা জানতে বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন। নিয়মিত এই বাড়ি চলো কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কথায়, 'সরকারি উন্নয়নমূলক পরিষেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের কাজে খুশি আমজনতা।' তাঁর আরও সংযোজন, ওই এলাকার কয়েকটি বাড়িতে এখনও পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। কয়েকটি জায়গায় রাস্তা, কালভার্টের দাবি রয়েছে। অনেক পরিবার দরিদ্র আবাস যোজনায় ঘরের দাবি জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে শীঘ্রই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিরোধীদের দাবি, আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রচার পেতে এই স্টান্টবাজি করছে শাসকদল। এদিন শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বজরাপুরের স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ অধিকারী বলেন, 'আমরা আজ এলাকার পানীয় জলের সংযোগ, কংক্রিটের রাস্তা, কালভার্ট, পথবাতির অভাব সহ নানা সমস্যার কথা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানিয়েছি। তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

এদিন সভাপতির সঙ্গে ছিলেন শালবাড়ি-২ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মন। পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যাপারে এদিন প্রচার করা হয়।

যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূলের এই জনসংযোগ কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের বক্সিরহাট এরিয়া কমিটির সম্পাদক ইউসুফ আলি।

তাঁর মন্তব্য, 'নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতি। তাই বিধানসভা ভোটের আগে স্টান্টবাজি করছে।'

একইভাবে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার বিমল পাল। বিমল বলেন, 'মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে লাভ হবে না। মানুষ তৃণমূলের পাশে নেই।'

জবা চাষে আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতার নজির

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের জবা গাছের চাষ করে আয়ের পথ দেখছেন একতার মিয়াঁ। প্রতি শনিবারই দিনহাটা চওড়াহাট বাজারের সামনে একতার মিয়াঁর দোকানে গাছপ্রেমী এবং ফুলপ্রেমীরা ভিড় জমাচ্ছেন জবা গাছের চারা নিতে। শুধু তাই নয়, বছরের প্রায় প্রতিটা মরশুমেই জবা গাছের চারার চাহিদা থাকে। সেইমতো জবা গাছের চারার অর্ডার পাচ্ছেন প্রচুর। সময়মতো জোগান দিয়ে ক্রেতাদের বিভিন্ন ধরনের জবা গাছের চাহিদা মেটাচ্ছেন একতার। তাই বৈচিত্র্যের বিচারে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে একতারের জবা চাষ।

শুধুমাত্র দেশি লাল জবাই নয়। একতারের ঝুলিতে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান, পুনে, বেঙ্গালুরুর ভ্যারাইটি, লক্ষ্মীজবা থেকে শুরু করে হলুদ জবা, সাদা জবা, চন্দন জবা, এমনকি কালো জবাও। গাছপ্রেমী তপন শিকদার বলেন, 'বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের জবা গাছের চারা নিয়ে যাই এই দোকান থেকে। চাহিদামতো চারা পাওয়া যায় ওঁর কাছে।'

এখন দু' থেকে আড়াই বিঘা জমিতে তৈরি হচ্ছে জবা গাছের চারা। শুধুমাত্র চারা বিক্রিই নয়। শনি, মঙ্গলবার এবং কালীপুজোর দিন ফুলের জন্য বরাত পান একতার। জবা ফুল বিক্রি করেও বেশ কিছুটা আয় হয়ে যায় তাঁর। বিভিন্ন ধরনের চারার দাম বিভিন্ন। ন্যূনতম ৭০ টাকা থেকে শুরু হয়ে প্রায় ২০০ টাকা পর্যন্ত মেলে জবা গাছের চারার দাম।

একতার মিয়াঁ বলেন, 'প্রথম দিকে অল্প আয় হত। কিন্তু প্রচুর চাহিদা ছিল। তাই চাহিদামতো বিদেশি চারা বিক্রি শুরু করেছি। অনেকেই নিত্যনতুন জবা গাছের অর্ডার করেন। অর্ডার মাফিক সেইসব চারা তৈরি করার চেষ্টা করি। এখন ফুল এবং চারার চাহিদা সামাল দিতে গিয়ে জমির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এই ব্যবসা করে আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গেই পরিবার চলছে।'

দিনহাটার বড়নাচিনা ঘাটপার সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি লাগোয়া অল্প জমিতে প্রায় ১৪-১৫ বছর আগে শুধুমাত্র লাল জবার চাষ শুরু করেছিলেন একতার মিয়াঁ। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে জবার চাহিদা বেড়ে যায়। লাল জবা ছাড়াও অনেকেই শখের জন্য বিদেশি জবার দাবি জানাতে থাকে একতারের কাছে। ফুলপ্রেমীদের দাবিতেই বিদেশি জবার চারা তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। ধীরে ধীরে সেই জবা ফুল এবং চারা বিক্রির ব্যাপ্তি অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে একতার মিয়াঁর জবা গাছের চারার সাফল্য দেখে অনেকেই উৎসাহিত। এতে ঘাটপার সংলগ্ন এলাকার অনেক বাড়িতেই ধীরে ধীরে জবা গাছ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশি-বিদেশি জবার চারা। - সংবাদচিত্র

অনুপ্রবেশের পথে আটক ৩৯৭

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে আসার চেষ্টা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অস্থির পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকে গত চার মাসে উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই দাবি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর। বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের সময় ৩৯৭ জনকে আটক করা হয়েছে। যার মধ্যে অগাস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৪৯ জন ধরা পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ হওয়া ১০ শতাংশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাড়ায় সেই সীমান্ত এখন বিএসএফের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। এই তৎপরতা রুখতে বিএসএফ বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে। সোমবার কদমতলা ক্যাম্পে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে। সেইমতো কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করছে। তাছাড়া, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সীমান্তে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এজন্য প্রচুর ক্যামেরা, বায়োমেট্রিক মেশিন লাগানো হয়েছে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ডিআইজি (জেনারেল) কুলদীপ সিং, ডিআইজি (অপারেশন) সঞ্জয় শর্মা সহ অন্য কর্তারা। এদিন এখানে ৬০তম রাইজিং ডে উপলক্ষ্যে গাছের চারাও লাগানো হয়।

বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৩০০ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছিল। যার মধ্যে ১২৭ জন বাংলাদেশি ও ১৭৩ জন ভারতীয় ছিল। এবছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৯৪ জন বাংলাদেশের বাসিন্দা, ১৯৭ জন ভারতীয়, ৩ জন রোহিঙ্গা এবং অন্য শ্রেণির তিনজন ধরা পড়েছে। গত চার মাসে অনুপ্রবেশের সময় ধৃতদের মধ্যে ১১৪ জন বাংলাদেশি ও ৩৫ জন ভারতীয় রয়েছে। চলতি বছর অনুপ্রবেশকারীদের গবাদিপশু, মাদক ও সোনা পাচারের চেষ্টা বিএসএফ রুখে দিয়েছে। এবছর মোট ১৮ কোটি টাকার সামগ্রী পাচারের আগে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সংবাদমাধ্যমে খবর হল, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার জেরে সংখ্যালঘুরা এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেছেন। কোচবিহারের শীতলকুচির কাছে বাংলাদেশের প্রচুর নাগরিকের এদেশে চলে আসার চেষ্টার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়। সেই সময় বিএসএফের তরফে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের (বিজিবি) সহযোগিতায় ওপারেই বাংলাদেশের নাগরিকদের আটকে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'অনুপ্রবেশের যখনই ঘটনা হয় তখনই আমরা বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করছি। ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে। রবিবারও ১০টির বেশি জায়গাতে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সব সময় আমাদের যোগাযোগ রয়েছে।'

এদেশের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন পরিচয়পত্রের নকল বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত পরিচয়পত্র নকল তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিএসএফ চিঠি দিয়েছে। তবে ওপার বাংলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিএসএফ দুই দেশের মধ্যে মিলনমেলা এখনই বন্ধ করতে চাইছে না। আইজি সূর্যকান্তের কথায়, 'মিলনমেলায় সমন্বয়কারী বিভিন্ন এজেন্সিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি

হবে মিলনমেলা

- বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের চিন্তা বাড়িয়েছে
- কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে
- অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে
- ওপার বাংলা অশান্ত হলেও বিএসএফ দুই দেশের মিলনমেলা বন্ধ করতে চাইছে না

স্নেহের পরশ। কার্সিয়াং শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি। সোমবার।

উত্তরের পর্যটন আমরাই সাজিয়েছি : মমতা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় কালচিনির বিজেপি বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটন একটা বড় জায়গা। আমরা চা বাগানের জমি টি ট্যুরিজমের জন্য দিচ্ছি। হোমস্টে হচ্ছে। ইউনেসকো আমাদের সেরা ডেস্টিনেশন শিরোপা দিয়েছে। আমাদের রিলিজিয়ান ট্যুরিজম হয়েছে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দির, মসজিদ, গির্জা সংস্কারের কাজ হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক হয়েছে। কালীঘাটে স্কাইওয়াকের কাজ শেষের দিকে। আমি খুব তাড়াতাড়ি দিঘা যাচ্ছি। সেখানে পুরীর মতো জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে। আমি ট্রাস্টি বোর্ড গড়ে দিয়েছি। নিমকাঠের ঠাকুর প্রতিদিন পুজো হবে। তাছাড়া মার্বেল দিয়ে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। চৈতন্য দ্বারও হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি লামাহাটা দিয়ে হোমস্টে শুরু করেছিলাম। বাড়িতে বাড়িতে হোমস্টে হয়েছে। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর সেতুর ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। কুম্ভ মেলার সঙ্গে সাগর মেলা লড়াই করছে। সুন্দরবন থেকে গজলডোবা, যেখানে যা আছে, পাহাড় থেকে সাগর সব নিজের বৈশিষ্ট্যে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একমাত্র আমরাই উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে সাজিয়েছি। এখন প্রচুর হোটেল, হোমস্টে গড়ে উঠেছে। যার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানও হয়েছে।' বক্সা এলাকার পর্যটন নিয়ে বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটনের উন্নতি আমরাই করেছি। আপনি নিজের এলাকা কালচিনিতে বেশি সময় দিন, তাহলেই কাজ দেখতে পাবেন।'

জলদাপাড়াকে মডেল গ্রামের দাবি

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সোমবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, 'জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা হোক। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে পর্যটনের অনেক সুযোগ আছে।' প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করছে।' পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে হোম স্টে, হোটেল সহ একাধিক প্রকল্প নেওয়া হবে।

ফার্মাদের শিবির

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলের তরফে ফার্মাদের আপ-টু-ডেট রাখতে শুরু হল সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। সোমবার থেকে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে শুরু হল প্রক্রিয়া। চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংয়ের প্রায় ৬০০-৭০০ জন ফার্মা উপস্থিত ছিলেন। ফার্মাদের দুয়ারে পরিষেবা দিতে এই আয়োজন। কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, ফার্মাসি অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ এবং নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করানোর আগে প্রশিক্ষণ আবশ্যক। তাই এই শিবিরেই দু'দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কনভেনার দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ৪টি জেলা ছাড়া অন্য কোনও জেলার মানুষ যদি ব্যবসার কাজে জলপাইগুড়িতে থাকেন, তাহলে তিনিও এই শিবিরে এসে সুবিধা নিতে পারেন। রোগী সহ রোগীর পরিবারকে কীভাবে বুঝিয়ে ওষুধ দিতে হবে, ব্যথা-জ্বর-সর্দি নিয়ে ডিসপেনসারিতে এলে, তাঁদের কোন ওষুধের সঙ্গে কোন ওষুধ দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া সিডেটিভ ড্রাগ বিক্রির ক্ষেত্রে কী কী নিয়মাবলি রয়েছে, সেটাও জানানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি থেকে এই শিবিরে এসেছিলেন রাজীব গুপ্তা। তিনি বললেন, 'উত্তরবঙ্গে এই ধরনের পরিষেবা না পেলে আমাদের কলকাতায় ছুটতে হত।'

বিধানসভায় গুরুত্ব হারাচ্ছে শাসক-বিরোধী আলোচনা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : শাসক-বিরোধী তর্জায় এবার ভাগাভাগি বিধানসভার অধিবেশন। কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে যেদিন বিধানসভায় প্রস্তাব আনল সরকার, সেদিনই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে বিক্ষোভ সমাবেশে রইলেন শুভেন্দু। এর আগে সংবিধান সুরক্ষা প্রস্তাব ও রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা বিতর্কেও একমঞ্চে দেখা যায়নি মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পরিষদীয় রাজনীতিতে এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর নয়।

বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই এবার সংবিধান সুরক্ষার প্রস্তাব এনেছিল শাসকদল। সেই প্রস্তাব নিয়ে দু'দিনের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী অংশ নেননি। এরপর রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব আনে সরকার। সেই বিতর্কেও মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী কেউই অংশ নেননি। কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে সরকারের আনা সর্বশেষ প্রস্তাব নিয়ে সোমবার বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল। সেই বিতর্কেও ছবিটা বদলাল না।

ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শাসকদলের এক বিধায়কের আনা প্রশ্নের জবাবে ওয়াকফ নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও এদিন সরকারি প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে জবাবি ভাষণে বাংলাদেশ ও ওয়াকফ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিন বিধানসভার বাইরে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিধানসভায় ওয়াকফ ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। ফলে ওয়াকফ সহ চলতি অধিবেশনে শাসক-বিরোধী বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধের সাক্ষী থাকতে পারল না বিধানসভা। বিরোধী দলনেতার এদিনের অনুপস্থিতিকে কটাক্ষ করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিরোধীরা প্রায়শই অভিযোগ করেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সময় দেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে নানা ছুতোনাতায় বিরোধী দলনেতা অধিবেশনে থাকেন না। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হতেই ওদের অসুবিধে।' যদিও শংকর ঘোষ বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীদের কোনও প্রস্তাবই গৃহীত হয় না।'

রোগীকল্যাণ সমিতিতে বড় বদল

আরজি করে বাদ সুদীপ্ত, উত্তরবঙ্গে ফের গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মেডিকেল কলেজগুলোর রোগীকল্যাণ সমিতিতে পুনরায় শাসকদলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রীদের জায়গা দিল রাজ্য সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে করা হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বা নেতানেত্রীরাই সমিতি পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। কথা প্রসঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, 'আমি তো নাম কা ওয়াস্তে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। শাসকদলের নেতাদের বাদ দিয়ে আমি বৈঠক পরিচালনা করব, সেটা ভাবাও কঠিন।'

সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের ২৪টি মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে একজন করে জনপ্রতিনিধির নাম জানিয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেলে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মালদা মেডিকেলে ইংরেজবাজারের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে সদস্য করা হল। দায়িত্ব প্রসঙ্গে গৌতম বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।'

> উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।
>
> **গৌতম দেব**
> মেয়র, শিলিগুড়ি

কলকাতার আরজি কর মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানে অতীন ঘোষকে সদস্য করা হয়েছে। অরূপ বিশ্বাসকে এসএসকেএম, শান্তনু সেনকে সরিয়ে সুপ্তি পান্ডেকে এনআরএস এবং সাগর দত্ত মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে বেছে নেওয়া হল মদন মিত্রকে।

জনপ্রতিনিধি এবং নেতারা কমিটিতে আসায় ফের মেডিকেল কলেজগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে রোগী পরিষেবার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার কথায়, 'প্রতিটি মেডিকেল কলেজকে নতুন কমিটিকে নিয়ে দ্রুত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকতে বলা হয়েছে।' তবে, এখনও এই কমিটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ঘোষণা করে মেডিকেল কলেজগুলোতে আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তার মাঝেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, কলেজ অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে নতুন করে সমিতি গঠন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১ অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে কলেজ অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, হাসপাতাল সুপারকে (এমএসভিপি) সদস্য সচিব করে আট সদস্যের রোগীকল্যাণ সমিতির কথা বলা হয়। বাকি ছয় সদস্যপদে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, জুনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, একজন নার্স এবং একজন জনপ্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যদিও পুলিশ, পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি, অ্যাডিশনাল সুপার, ডেপুটি সুপার, অ্যাকাউন্ট্যান্টকে না রাখায় প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি 'একজন জনপ্রতিনিধি' বলা হলেও মেডিকেল কীভাবে সেই জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেবে, সেটা স্পষ্ট ছিল না বিজ্ঞপ্তিতে। যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এসব কারণেই রাজ্যের কোনও মেডিকেলে এতদিন রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি। অগাস্ট থেকে সমিতির বৈঠকও হয়নি। যার প্রভাব পড়ে রোগী পরিষেবায়। উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই সমস্যা মিটতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাঁচ নাবালক ও নাবালিকা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : একদিনে পাঁচ নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাকিদের হোমে পাঠানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি সূত্রে খবর, তুফানগঞ্জের এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ট্রেনে চড়ে শিয়ালদহ চলে যায়। সেখানে দুইদিন থাকার পর সোমবার সকালে নিউ আলিপুরদুয়ারে ফেরে। সেখান থেকে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র কাছে পাঠানো হয়। সিডব্লিউসি পরে কিশোরটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

বঞ্চুকামারির এক নাবালিকা ফালাকাটায় প্রেমিকের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। পরিবারের লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেয়। কালচিনির এক নাবালিকা আবার বিহারে চলে গিয়েছিল।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। অসম থেকেও এক নাবালিকা উদ্ধার হয়েছে। সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'পরিবারের পরিজনরা এসে কয়েকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বাকিদের কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে পাঠানো হয়।'

বায়োমাইনিং নিয়ে আলোচনা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বায়োমাইনিং কী? এর সুবিধা কী? সোমবার জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিত দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (ইন্ডিয়া) নর্থবেঙ্গল সেন্টারে বসে সিভিলের পড়ুয়ারা জানলেন এই বিষয়ে। এদিন থেকে অ্যাপ্রোচ টুওয়ার্ডস জিও এনভায়রনমেন্টের ওপর দু'দিনের সেমিনার শুরু হল। এদিনের সেমিনারে বায়োমাইনিং নিয়ে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিত দত্ত। বর্তমানে জমি পাওয়া দুষ্কর। এখন থেকে বায়োমাইনিং প্রক্রিয়া শুরু হলে পরে আবর্জনা ডাম্প করতে সমস্যা হবে না।

কীভাবে করা হয় বায়োমাইনিং? উত্তরে জানালেন, প্রথমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনা আর্থমুভার দিয়ে ওলটপালট করা হয়। এতে সেখানে থাকা মিথেন গ্যাস চলে যায়। এরপর তৈরি করা হয় একটি উইন্ডো ফার্ম, যেখানে ১০ দিন আবর্জনাগুলোকে ফেলে রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্থিতিশীল অবস্থা এসেছে কি না জানতে মুগডালের বীজবপন করা হয়। অন্য মাটিতেও বীজবপন করা হয়।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অমিত দত্ত।

যদি গাছগুলোর বৃদ্ধি সমান হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। !এরপর ব্যালাসিস্ট এবং ট্রমেল মেশিনের মাধ্যমে বর্জ্যগুলোকে প্রকারভেদ অনুযায়ী আলাদা করা হয়। এক্ষেত্রে আলাদা হওয়া কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, কাচ, ইট, পাথর, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটা মনিটরিং করা দরকার। অমিত বললেন, 'বায়োমাইনিংয়ের ফলে পরিবেশে দূষণের প্রভাব অনেকটাই কমে আসবে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনার পাহাড় গড়ে উঠবে না। তারপর সেই জমি পরবর্তী বর্জ্য ফেলার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।' জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিলের অধ্যাপক ডঃ সমীর দাস বলেন, 'বায়োমাইনিং নিয়ে যদি জলপাইগুড়ি পুরসভা যোগাযোগ করে, তবে আমরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।'

সুপ্রিম নির্দেশে জামিন ১০৪ বছরের বৃদ্ধের

মানিকচক, ২ ডিসেম্বর : এমনটাও ঘটে। ১৯৮৮ সালে একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়েছিল মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারায়ণপুর কলোনির বাসিন্দা রসিকচন্দ্র মণ্ডলের। সেইসময় থেকে সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। মধ্যে অবশ্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে কয়েক বছর বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু প্যারোলের মেয়াদ শেষ হতেই পুলিশ তাঁকে ফের সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে। যখন কারাগারে গিয়েছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। বর্তমানে তাঁর বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪ বছরে। যখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর, তখন থেকেই বয়সের কারণে তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের লোকজন। সফল হননি। কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রসিকবাবুকে অন্তবর্তীকালীন জামিন/প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে রসিকবাবুর বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বৃদ্ধকে সংশোধনাগার থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যস্ততা। বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসছেন এলাকার মানুষজনও। স্ত্রী মিনা মণ্ডলের বয়স ৯০ ছুঁইছুঁই। কানে শুনতে পান না। একাধিকবার প্রশ্ন করার পর জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমার স্বামী খুন করেনি। মিথ্যে মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বছর ওকে জেলে পুরে রাখল।' কথা বলতে বলতেই ঘর থেকে রসিকবাবুর একটি ছবি নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

গদি তর্কে বহুদূর

প্রথম পাতার পর

সময় একটা বুথে এক হাজার ভোটার দাঁড়িয়েছিলেন। ধরা যাক, সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি সেই বুথে। এও ধরা যাক, এক-একজন ভোটার এক মিনিটে একটা ভোট দিয়েছেন। তা হলে এক হাজার মিনিট দাঁড়ায় ১৬ ঘণ্টার বেশি। অথচ বাড়তি সময় হল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬ লাখ বাড়তি ভোট এল কোথা থেকে? কে জানে! মিনিটে একটা ভোট কিন্তু রোবটও দিতে পারবে না।

আমি সেই ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে অষ্টরম্ভা। যাঁরা অঙ্কে সড়োগড়ো তাঁরা মিলিয়ে নেবেন। আমাদের মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর স্বামী পারকলা প্রভাকর এমনই হিসেব দিয়েছেন। তিনি নামী অর্থনীতিবিদ। এ সব অঙ্কে তাঁরও ধন্দ কাটেনি। নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করেছে, এ সব আশঙ্কা নেহাতই অমূলক। মেলাবেন তারা মেলাবেন। তারা কংগ্রেসকে তর্কযুদ্ধে ডাক দিয়েছে। আর বাকিদের কাছে বিশ্বাসে মিলায় গদি, তর্কে বহুদূর।

ভুয়ো নথি দিয়ে আলু পাচার

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপার্জনের ধরন বদলে গিয়েছে অসম-বাংলা সীমানায়। এতদিন যারা 'ওভারলোডেড' গাড়ি নাকা চেকিংয়ের নজর এড়িয়ে 'পাশ' করিয়ে দিত, এখন তারাই আলুর গাড়িকে সীমানা পার করিয়ে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশের পর আপাতত পশ্চিমবঙ্গের আলু সোজাপথে ভিনরাজ্যে পাঠানোর সম্ভাবনা নেই।

তাই অবৈধ উপায়ে অসম যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আলু। আর সেই কাজ যাতে মসৃণভাবে হয়, সেজন্য দুই রাজ্যের সীমানায় তৈরি হয়েছে আলুর গাড়ির 'পাসিং সিন্ডিকেট'। অভিযোগ, অসমে আলু পাচারের জন্য সিন্ডিকেটের পান্ডারা রাতারাতি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব থেকে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে আলু পরিবহণের নকল কাগজপত্র তৈরি করে দিচ্ছে।

অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে আলু পাঠানো হচ্ছে, ট্রাকের নম্বর দিয়ে এমন নকল কাগজও তৈরি করে দিচ্ছে সিন্ডিকেটের লোকজন।

গোয়াবাড়ি টোল প্লাজা সহ জাতীয় সড়কের পাশে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প, ধাবার সামনে দিনেরবেলা দাঁড়িয়ে থাকছে আলুবোঝাই ট্রাকগুলো। সেখানেই সিন্ডিকেটের লোকজনের সঙ্গে ডিল হয়ে যাচ্ছে। বড় ট্রাকগুলোর ক্ষেত্রে ৪০-৬০ হাজার এবং ছোট গাড়ির জন্য ১০-১৫ হাজার কাটমানি গুনতে হচ্ছে।

এদিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা জাতীয় সড়কের ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে আলুবোঝাই দুটি লরি আটক করে পুলিশ। নথি দেখতে চাওয়া হলে বিহারের একটি হিমঘরের নথি দেখানো হয় বলে অভিযোগ। এরপরই সেই নথিপত্র পরীক্ষা করতেই দেখা যায় তা ভুয়ো।

অবৈধভাবে আলু পাচারের অভিযোগে মনোয়ার হোসেন নামে অসমের বাসিন্দা ও রূপম গোপ নামে মারুগঞ্জের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জেরায় তারা জানিয়েছে, দিনহাটা হিমঘর থেকে আলুবোঝাই করে তা অসমে নিয়ে যাচ্ছিল তারা। অসম-বাংলা সীমানার আগেই তাদের হাতে বিহারের হিমঘরের নথি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিনরাজ্যের হিমঘরের জাল নথি তৈরির তদন্তে নেমে পরিমল বর্মন নামে বক্সিরহাটের সংকোশের বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিহারের গোলাপবাগ হিমঘরের চালান জাল করে তৈরি করা হয়েছে একই রকম চালান বুক।

জাল নথি তৈরির ঘটনায় আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির আরেক পান্ডার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

ওপারে শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

তখন মমতা আহ্বান করেছিলেন, যাঁরা আক্রান্ত হবেন, চলে আসুন, শেলটার দেব। আর এখন তিনি বলছেন পররাষ্ট্র বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে থাকবেন। তখন মনে ছিল না।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত ১০ দিন ধরে দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে বসে আছে। তাদের দল বলছে, সীমান্ত আটকে দেবে, খাবার পাঠাতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলে তবেই আমরা সেটা করতে পারি। কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি অত্যাচারিত হলে আমরা বলতেই পারি। আমি চাই সকলে সুস্থ থাকুক।

বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি আছে। পরিজন আছে। এপারে হয়তো কেউ থাকেন, কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে। তাঁদের পাসপোর্ট আছে। তাঁরা উদ্বেগে রয়েছেন।'

বাতাবাড়িতে ৩ জেলার সিনার্জি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, চা পর্যটনশিল্প সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী অনেক উদ্যোগপতি। এসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে উত্তরবঙ্গের ৩ জেলাকে নিয়ে ডুয়ার্সের বাতাবাড়িতে একদিনের শিল্পবাণিজ্য সম্মেলন সিনার্জি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৯ ডিসেম্বর। শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রায় সাড়ে তিনশো প্রতিনিধি, রাজ্যের শিল্পবাণিজ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তিন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই সম্মেলনে অংশ নেবেন। ১০ ডিসেম্বর পাহাড়ের দুই জেলা ও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে শিলিগুড়িতে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বৈঠক করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে এবার কী পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজ্য সরকার সেই বিষয়েই বাণিজ্য সম্মেলনে আলোচনা হবে।

হিমঘর, চা পর্যটন নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িকে নিয়ে বাতাবাড়িতে সিনার্জি হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এমনকি বৃহৎ শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে সেখানে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও জানানো হবে।'

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার টমেটো, কাঁচা লংকা সহ অন্য সবজি ও ফলের মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, চা পর্যটনশিল্প ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সিনার্জিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুন করে কতজন উদ্যোগী বিনিয়োগ করতে চান, কী সুবিধা তাঁদের দেওয়া হবে সেই বিষয়ে সিনার্জিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এমনকি বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগের পরিমাণ ও নামের তালিকা তৈরি করা হবে।

এক্ষেত্রে নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে অনেকেই আগ্রহী হলেও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা আরও প্রয়োজন বলে মনে করছেন ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি চন্দ্রকান্ত মোহতা।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'মাঝারি শিল্প করার উদ্যোগ নিয়েছেন কয়েকজন উদ্যোগপতি। তাঁরাও থাকবেন সিনার্জির অনুষ্ঠানে। ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের সহজ কিস্তিতে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।'

এদিকে, ক্ষুদ্র চা বাগানের মনোরম পরিবেশে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের রূপায়ণ করতে সংগঠন থেকে সিনার্জিতে প্রস্তাব রাখা হবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, 'ক্ষুদ্র চা বাগানের অনেক মালিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী করে বটলিফ ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন। আরও কয়েকটি বটলিফ হবে। তাঁরাও সম্মেলনে যাবেন।'

মঙ্গলবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা

ভোটের হেঁয়ালি

রাজনীতি সর্বদা সরল পথ নয়, মাঝেমধ্যে বাঁকা পথও ধরে। তাই তার সব জট খোলে না। কিছু মুড়ে থাকে গভীর রহস্যে। হালের ভারতীয় রাজনীতি তার নজির। ২০২৩-এর নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং এ বছর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের ফল হেঁয়ালি তৈরি করেছে। মাত্র পাঁচ মাসে ভোটারদের মন ও চরিত্র বদল প্রায় ব্যাখ্যাতীত।

রাজনীতির সমস্ত ধারণা, সমীক্ষা, ব্যাখ্যা উড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সাত শতাংশ ভোট বাড়িয়ে জিতেছিল বিজেপি। এবার মহারাষ্ট্রে ১৪ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এখনও কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কোনও ভোটে এমন দাপট দেখাতে পারেনি। অথচ গত জুলাইয়ের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে মোদির ভাবমূর্তি ও জোটের ছবিটা ছিল ফ্যাকাশে।

তখন বিরোধীদের তুলনায় বিজেপির শুধু ২৮টি আসন নয়, কমেছিল এক শতাংশ ভোটও। পাঁচ মাস পর যেন ভোজবাজিতে ২৮৮ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জোট চমকপ্রদ সাফল্য পেল। হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোটের বেশ মিল। হরিয়ানায় টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় বিজেপি। অথচ ওই রাজ্যেই কৃষি আইন, মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন ঘিরে প্রবল বিজেপি বিরোধী হাওয়া উঠেছিল।

বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে হরিয়ানায় কংগ্রেসের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। বাস্তবে বিজেপি একা জিতল ৪৮ আসন! কীভাবে সম্ভব হল? ২০২১-এ এমন ছবি দেখেছে পশ্চিমবঙ্গও। তাহলে কি নেপথ্যে আছে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল, জাঠ নেতা ভূপিন্দর সিং নির্ভরতা, দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজার গোসা? সেই রহস্যও অনাবৃত। বিজেপি যে এমন ফল আশা করেনি, তার প্রমাণ মোদির সভার বহর। দেওয়াল লিখন পড়েই মোদি হরিয়ানায় মাত্র আটটি জনসভা করেন। মহারাষ্ট্রে করলেন ন'টি।

এই প্রথম কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হলেও মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমক দেখাল। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধাঁচে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পের ফল? বিজেপির স্ট্রাইক রেট বাড়াতে 'বহেনা'রা যে যথেষ্ট নন, তার প্রমাণ ঝাড়খণ্ডে বিজেপির 'গোগো দিদি যোজনা'র প্রতিশ্রুতি। ওই প্রকল্প হেমন্ত সোরেনের 'মাইয়া সম্মান যোজনা'কে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওই রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে হেমন্ত দিচ্ছেন হাজার টাকা করে। কিন্তু মোদির গ্যারান্টি ছিল ২১০০ টাকা! একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, 'লাডলি বহেনা'র জন্য বিজেপি জোটের ভোট বেড়েছে চার শতাংশ। তাহলে বাকি ১০ শতাংশ বাড়ল কীভাবে? দেশের কোথায় ১৪৮ আসনে লড়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতেছে? যেখানে পাঁচ মাস আগে ৪৮ লোকসভা আসনের মাত্র ১৭টি আসন জুটেছিল? এই হেঁয়ালির জট ছাড়াবে কে?

চারটি বিষয় স্পষ্ট, লাডলি বহেন যোজনা, আরএসএসের মাঠে নামা, ধর্মীয় মেরুকরণ ও মোদির আকর্ষণ। লোকসভা ভোটে আরএসএস নীরব বলে প্রচার ছিল। প্রশ্ন, তাহলে ঝাড়খণ্ডে তারা কিছু করতে পারল না কেন? হেমন্তর জেলযাত্রায় দুর্নীতির অভিযোগ আমল পেল না। নিষ্প্রভ হল মেরুকরণও।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে এবার তিনটি স্লোগান জনপ্রিয়। প্রথমত, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' অর্থাৎ হিন্দুরা ভাগ হলে মুসলমানদের মার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়', মানে জোটবদ্ধ থাকলে নিরাপদ। তৃতীয়টি মোদির 'রোটি, বেটি, মাটি বাঁচাও।' সার কথা, বাংলাদেশি মুসলমানরা ঝাড়খণ্ডে ঢুকে আদিবাসীদের রুটিতে ভাগ বসিয়ে মেয়েদের বিয়ে করে জমি দখল করছে। এমন শঙ্কা মহারাষ্ট্রে সুনামি ঘটালেও ঝাড়খণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়ল। তাই চার রাজ্যের ভোট রাজনীতি হেঁয়ালি বই অন্য কিছু নয়।

অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছ। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

– শ্রীশ্রী রবিশংকর

অসমিয়া রামায়ণ এবং কছাড়িদের কথা

অসমিয়া রামায়ণ ইতিহাসে থাকবে, কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে জনজাতি গোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, সেটা প্রশ্ন!

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রভাবশালী লোকপুরাণ বা মহাকাব্যগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ৭ম শতকে রচিত সংস্কৃত ভাষার বাল্মীকি-রামায়ণ অন্যতম। যুগের পর যুগ ধরে এত ভাষায় রামায়ণ পূর্ববর্তী মেসোপটেমিয়ান গিলগামেশ কাব্য বা গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসিও অনূদিত হয়েছে কি না সন্দেহ। স্বভাবতই ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ বা বিনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে অনেকেই। ১৪০০ শতাব্দীতে অসমিয়া রামায়ণ নির্মিত হয়েছে এবং সংস্কৃত রামায়ণের এই অনুবাদটি অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন। সাহিত্যের প্রাচীনত্ব বিচার করে ভারত সরকার অসমিয়াকে সম্প্রতি ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদাও দিয়েছে। কিন্তু যেটা পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছে সেটা হল, অসমিয়া-রামায়ণ অনুবাদের পেছনে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা উত্তরবঙ্গের একটি জনজাতিগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। অসমিয়া রামায়ণ হয়তো ইতিহাসে থাকবে কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে ডার্করুমে থাকা এই জনজাতিগোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, এটা একটা প্রশ্ন!

আমরা জানি ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে অসমিয়ার খ্যাতি। সে ঠিক আছে। কিন্তু 'চর্যাপদ', 'অসমিয়া প্রহ্লাদ চরিত'-র পাশাপাশি যেই না অসমিয়া রামায়ণ, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-এর দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে, তখনই এসে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি, তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী, দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদের কথা। ইতিহাস বলছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মাসক্ত এই কছাড়িদের ঐকান্তিক উৎসাহেই অসমিয়া ভাষার অন্যতম আদি নিদর্শন, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নির্মিত হতে পেরেছিল। আর সেই রামায়ণই যে এতদিন পরে অসমিয়াকে ধ্রুপদি তকমা এনে দিল, সেটা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অনেকেই জানেন এই কছাড়িদেরই জাতিগত বংশধর বা উত্তরসূরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-তরাইয়ের মেচি থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রাচীনতম অধিবাসী, মেচ বা বোড়োরা। বোড়ো-কছাড়ি, দিমাসা-কছাড়ি, হোজাই-কছাড়ি, মদাহি-কছাড়ি, মেচ-কছাড়ি, সোনোয়াল-কছাড়ি, এরকম বিভিন্ন নামে আদি কছাড়িদের বংশধররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনপদে। নার্জিনারি, বসুমাতা, মোছারি, ঈশ্বরারি, ব্রহ্ম, শৈব পদবি ব্যবহারকারী বর্তমান পশ্চিমবাংলার তরাই-ডুয়ার্সের হাজার হাজার জনজাতির মানুষও এই দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদেরই বংশধর। উত্তরবঙ্গে এঁদের মধ্যে গাবুর, মণ্ডল, কার্জি, সুব্বা, ঠাকুর পদবিরও ব্যবহার আছে। বোড়ো হিসেবে পরিচিত হলেও বোড়ো-কছাড়ি এঁদের আদি জাতিনাম। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, অসমিয়া রামায়ণ নির্মাণে তৎকালীন অহোমদের চাইতেও সক্রিয় হয়েছিল কছাড়িরা।

অসমিয়া রামায়ণ ও তাতে কছাড়িদের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, রাজায় রাজায় বিরোধ থাকলেও, দীর্ঘ বৈরিতা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ পরম্পরা থাকলেও, প্রতিপক্ষের শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে কেউ কেউ ইতিহাসের স্যালুটও আদায় করেছে! কছাড়িরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দিমাসা-কছাড়ি রাজধানী। ডিমাপুরে।

আধুনিক অসমে অসমিয়া-বোড়ো-কছাড়ি সম্পর্ক অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে! বর্তমান অসম সরকারের অনুপ্রেরণায় দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'বোড়োল্যান্ড উৎসবে' বোড়োদের প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তারই সাম্প্রতিকতম নজির। মধ্যযুগীয় ভারতে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষ হলেও অসমিয়া ভাষার বিকাশে পাশে দাঁড়িয়েছিল অধুনালুপ্ত দিমাসা-কছাড়ি জনজাতি রাজতন্ত্র (১০ম শতাব্দী-১৮৫৪ খ্রিঃ) আর তখনকার রেশমমানবগোষ্ঠী, দিমাসা-কছাড়িরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ধানসিঁড়ি, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যপাট-রাজতন্ত্রও এখন নেই, রাজারাও আর নেই। কিন্তু ইতিহাস আছে। সেসব ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে বিতর্কও আছে। তর্ক থাকুক! কিন্তু এসব ইতিহাস আমাদের অসম, অসমিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক অজানা কাহিনীর সামনে এনে দাঁড় করায়। অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বর তত্ত্ব তালাশ করতে গেলে এই কছাড়িদের কথা, তাঁদের তৃতীয় রাজা, মহামণিফা'র (আনুঃ ১৩৩০-১৩৭০ খ্রিঃ) কথা আসবেই! চতুর্দশ শতাব্দীর এই দিমাসা-কছাড়ি রাজা, মহামণিফা, ডিমাপুরের কছাড়ি রাজধানীতে রাজত্ব করতেন। প্রাপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মোটামুটি একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে কছাড়িদের স্বাধীন রাজত্ব ছিল। কছাড়িদের মতো দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে অহোম বা কোচ রাজবংশও রাজত্ব করতে পারেনি। কছাড়ি রাজা মহামণিফার (মতান্তরে মহামাণিক্য) রাজসভার সভাকবি ছিলেন, মাধব কন্দলী। তার অনূদিত রামায়ণটি 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ৭০০-৮০০ বছর আগের কথা। এসব দিন-তারিখ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্কও আছে। যাই হোক, অসমিয়া ভাষার প্রাচীনতার অন্যতম সাক্ষ্য হিসেবে আরও দু'-একটি সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে কছাড়ি রাজার অনুপ্রেরণায় অনূদিত মাধব কন্দলীর এই 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-কেও ধরা হয়। জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রিস্ট্রাব্দে এই রামায়ণ প্রথম ছাপা হয়। মাধব কন্দলীর রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড দুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে পরে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেব ওই দুটি কাণ্ড মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই অবিসংবাদিত আদিকবি, মাধব কন্দলীকে তাই 'অসমের কালিদাস'ও বলা হয়। জানা যায়, শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁকে 'অপ্রমাদী কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কছাড়িদের উৎসাহে চতুর্দশ শতকে অসমিয়া রামায়ণের জন্ম হলেও পরের শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯০ খ্রিঃ) এবং তারপরের শতকের প্রথমার্ধে (১৫২৬ ও ১৫৩৬ খ্রিঃ) কছাড়িদের সঙ্গে অহোমদের বড়সড়ো তিনটি যুদ্ধের কথা জানা যায়। অহোম আক্রমণের ফলে কছাড়িরা তাদের রাজধানী ডিমাপুর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে মাইবঙে সরিয়েও নিয়েছিল। ১৫৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাইবঙে ছিল দিমাসা-কছাড়িদের রাজধানী। কছাড়ি রাজ্যের ওপর মহাপরাক্রমশালী কোচ সেনাপতি, চিলা রায়ও আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান অসমের শিলচরের অনতিদূরে খাসপুরে কছাড়িরা তাদের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাসপুরে ছিল দিমাসা-কছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজধানী। একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অহোমদের সঙ্গে এমনই বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে, রাজনৈতিক বা কূটনেতিক সমঝোতার মধ্যে কছাড়িরা অন্তত এক হাজার বছর ধরে তাদের জনজাতীয় রাজ্যপাট চালিয়েছিল। এখন রাজা নেই, রাজ্যপাট নেই, শুধু পরম্পরাগত ভাষা, সংস্কৃতি আর তাদের গর্বের লোকচর্যা নিয়ে বিভিন্ন নামে কছাড়ি জাতিটি আছে। আর থেকে গিয়েছে তাদের অতীতের রাজনৈতিক শত্রুপক্ষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মাননাজ্ঞাপনের গৌরবময় ও নজিরবিহীন ইতিহাস। কছাড়িদের জাতিনাম থেকেই অসমের কাছাড় জেলার নাম। কছাড়ি লোকপুরাণে মহাভারতেরও আশ্চর্যজনক প্রভাব আছে। কছাড়িরা নিজেদের হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বংশধরও মনে করে। কছাড়ি লোকপুরাণ অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসের সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কছাড়ি রাজকুমারী, হিড়িম্বার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে। ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ একসময় কছাড়ি রাজ্যের অধিপতিও হয়। এ কারণে ডিমাপুরকে কছাড়িরা হিড়িম্বাপুরও বলেছে।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়। এর আগে, ভারতে, দ্রাবিড় ভাষাবংশীয় তামিল ভাষায় রামায়ণ বিনির্মাণ করেছিলেন, আদি তামিল কবি, কাম্পান। কৃত্তিবাস ওঝা, গৌড়ের রাজার উৎসাহে রামপাঁচালি বা বাংলা রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী হয়ে, কছাড়ির মতো একটি জনজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় আর্য ভাষা পরিবারের অসমিয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহ দিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবত বিরল।

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮৯

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ।

আলোচিত

অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। নাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক!

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিয়ের সংগীতানুষ্ঠানে সলমন ও গোবিন্দার বিখ্যাত ছবি পার্টনারে 'সোনি দে নখরে' গানে নেচে ভাইরাল বাপব্যাটা। দুজনের পরনে কালো কুর্তা-পাজামা, চোখে গগলস। অতিথিরা মঞ্চের চারপাশে বসে। আর তাঁরা দুজনে গানের তালে নাচছেন। মুগ্ধ অতিথিরা।

ভাইরাল/২

কোবরা মাত্রই বিষাক্ত। একজন বাড়িতে কোবরা পুষেছেন। সেই কোবরার সঙ্গে খেলছেন ব্যক্তিটি। সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মাথা চেপে ধরছেন। সাপটি কখনো-কখনো রেগে গিয়ে ফণা তুললেও কামড়াচ্ছে না। মানুষ-সাপের বিরল মিথস্ক্রিয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

চাই সামাজিক ব্যাধিমুক্ত কৈশোর

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। শিলিগুড়ি শহরে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক তেরো বছরের কিশোর! প্রশ্ন হল, কৈশোরে অপরিণত মনে এই অযাচিত কামক্ষুধা জাগল কীভাবে? এই ঘটনা শুধু এখানকার নয়, সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে। সৌজন্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি।

বিশ্বায়নের গতিতে ডুবে থাকা আজকের কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি কম নজরদারি, যৌথ পরিবারে ভাঙন, দাদু-ঠাকুমা, জ্যাঠা-কাকাবিহীন অণু পরিবারের শিশু-কিশোরদের একাকিত্বের সঙ্গী ওই মোবাইল ফোন। যাতে শিক্ষা বা বিনোদনের সঙ্গে অবাধ যৌনতা সুচারুভাবে তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। তাই একটি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই বিষাক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। বাড়ছে সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণব্যাধি। এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি অধিক নজর দেওয়া, স্নেহের পাশাপাশি উপযুক্ত শাসন। সেইসঙ্গে স্কুলের উচিত, সৃষ্টিমূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করা, তাদের একাকিত্ব দূর করা। সর্বোপরি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। মোবাইল ফোন অপেক্ষা খেলাধুলো এবং বই পড়ার নেশা শিশু-কিশোরদের মধ্যে তৈরি করা। এতেই রক্ষা পাবে কৈশোর। নতুবা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে গিয়ে ঝরে যাবে নিষ্পাপ কৈশোর। বাড়বে সামাজিক ব্যাধি।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

জাতীয় পতাকার মান কি এতই ঠুনকো?

কোনও দেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের অপমানে তার গরিমা নষ্ট হবে। এমন মানুষের সংখ্যা এদেশেও কম নেই, যাঁরা নিজেদের জাতীয় পতাকাকে শুধুমাত্র কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরো ভাবেন। একইভাবে ওই মূর্খ দেশেও সেইরকম মানুষের সংখ্যা কম নেই।

এদেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, ওরা অবমাননা করলেই এর গরিমা নষ্ট হবে। সেটা বোঝার ক্ষমতা ওদের হোক। যতদিন না হবে, ততদিন অনুন্নত বর্বর জাতি হিসেবেই ওরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে।

রাহুল দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

গ্রামীণ শিক্ষার সাপলুডোয় বিপন্ন পড়ুয়া

সরকারি স্কুলকে কাঁদিয়ে অভিভাবকরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান। পরে হঠাৎ ফিরে আসেন। দু'কুলই যায় পড়ুয়াদের।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ধরে নিচ্ছি মেয়েটির নাম 'খুশি'। খুশি প্রতীকী নাম। কেননা একসময় সে আপন খেয়ালখুশিতে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যেত। অন্য অনেকের মতো সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত না। সব কথার চটপট হাসিখুশি উত্তর। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে সবাই যখন কেবল 'অ-আ' স্তরে থাকে, খুশি এক বিরল অধ্যবসায়ের কারণে- দশের ঘর পর্যন্ত নামতা বলতে ও লিখতে পারত। কত ছড়া মুখে খই ফোটার মতো ফুটত।

গ্রামগঞ্জের এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উল্কার মতো মাঝে মাঝে যেন কোনও জগৎ থেকে এসে পড়ে! তাক লাগিয়ে দেয়। তার চেয়েও বড় কথা খুশি বিরল প্রতিভা, কেননা সে 'ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার'। তার বাড়ির কেউ কস্মিনকালেও লেখাপড়াই শেখেনি। নিজে নিজে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, পাশের বাড়ির কোনও শিক্ষিত পিসির কাছে গিয়ে সবকিছু খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

প্রাক প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে সে উঁচু ক্লাসে ওঠে। সে তো সেরার সেরা। সে 'উদাহরণ' প্রাইমারি স্কুলটির। ক্লাস থ্রি-তে তার ইংরেজি বই ঝরঝর করে রিডিং পড়ে মানে করে দিতে পারে। অঙ্ক চোখের নিমেষে সমাধান। বাংলা তো মাতৃভাষা! কাজেই নীল আকাশের বুকে সে বাংলাভাষার পতাকা পতপত করে ওড়াবেই।

শিক্ষক-অভিভাবক সভায় খুশি ও তার মতো এগিয়ে থাকা বাচ্চারাই স্কুলের মুখরক্ষার ঢাল। মাস্টারমশাইরা অভিভাবকদের সামনে জোর গলায় বলছেন- 'ছেলেমেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান, তাহলে আপনার সন্তানও ওদের মতো হবে।'

শিক্ষক মহাশয়দের সমস্ত নীতিবাক্য আপ্তবাক্যকে বৃথা করে দিয়ে, সরকারি স্কুলকে দু'চোখের জলে কাঁদিয়ে তাঁরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান এখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা 'নন-ব্র্যান্ডেড' প্রাইভেট স্কুল, মিশন ও মাদ্রাসায়। দু'চোখে স্বপ্ন! সরকারি স্কুলের থেকে সন্তান আরও ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের মতো মানুষ হবে। যদিও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতামান সরকার ঠিক করেনি, যদিও সেখানে দুপুরে খেতে দেওয়া হয় না, যদিও মাসে মাসে বেতনের টাকা গুনতে হাটে হাটে বাড়তি দু'বস্তা মজুত শস্য বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, তবু তাঁদের সন্তান যুগের হাওয়ায় পড়তে যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে।

শুধু পরীক্ষার দিনগুলোতে ও আয়রন বড়ি খাওয়ানোর দিনে অনিয়মিত উপস্থিতি। শুধু জামাকাপড় পাঠ্যবই জুতো দেওয়ার দিন নিয়মিত উপস্থিতি। এই করে তারা যখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছে, কেউ পারছে, কেউ পারছে না। আর খুশি! বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিল্লি চলে গেলে তাকেও ভর্তি করে দেওয়া হয় কোনও আবাসিক মাদ্রাসায়। ক্লাস ফাইভের বেঞ্চে হঠাৎ একদিন এসে চুপটি করে বসে। বাবা-মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত খুশি ত্রিভুজের 'শীর্ষবিন্দু' চেনে না, 'কোণ' মাপছে স্কেল দিয়ে। যা ছিল তার অপার্থিব সম্পদ, চর্চার অভাবে সবই হয়ে গিয়েছে হৃতসম্পদ।

প্রাথমিক শিক্ষার দফারফা করে, পকেটের কথা ভেবে, বাবা-মায়েরা সন্তান নিয়ে আবার ফিরে আসে সরকারি হাইস্কুলে। ভর্তি হয়ে তারা যখন কিছুই জানবে না, পারবে না, হাইস্কুল থেকে বলা হবে প্রাইমারি স্কুলে কিচ্ছু পড়ানো হয় না। নাম থাকলেও গ্রামীণ বাংলা অনুপস্থিত প্রাইমারি স্কুলে- এ খবর নথিভুক্ত হয় না। ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপে পুকুরের গ্যাস দেওয়া মাছের মতো খাবি খায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৩

পাশাপাশি : ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাবধান হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু সোনা ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুসলিমদের পরব ৭। অবসান, ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের এক নাম ৯। জরৎকারু মুনির পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১০। পর্যুদস্ত বা হিমসিম অবস্থা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪০০২

পাশাপাশি : ১। কুহক ৪। টুয়ানো ৫। মাঘ ৭। দম্ভোক্তি ৮। নোংরামি ৯। হরকরা ১১। শম্বুক ১৩। দস্তা ১৪। সূচক ১৫। টক্কর।

উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। দোনোমনো ৬। ঘরামি ৯। হলুদ ১০। রাজসূয় ১১। শকট ১২। কট্টর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাসের রেশ...

কোচবিহার রাসমেলা শেষ হলেও ভাঙা মেলায় কেনাকাটা বন্ধ হয়নি। মদনমোহনবাড়ির ফাঁকা প্রাঙ্গণে রাসচক্র ছুঁয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে নিচ্ছেন কেউ কেউ। সোমবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

জরিমানা এড়াতে হেলমেট কেনার ধুম

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : স্কুলের বেতন ঢুকেছে। স্ত্রীর আবদার শীতের কেনাকাটা সারতে হবে। অগত্যা স্ত্রীকে নিয়েই রবিবার সকালে বেরিয়ে পড়লেন শপিংয়ে। ছুটির দিনে বাইকে চেপে একচক্কর ঘুরেও নিলেন গোটা শহর। কেনাকাটা শেষ করে কামারপট্টি মোড় থেকে ধরের মোড় হয়ে সোজা বাড়ি। কিন্তু ঘরে এসে মোবাইল খুলতেই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ওই শিক্ষকের। স্ত্রীর মাথায় হেলমেট না থাকার জন্য হাজার টাকার জরিমানা হয়েছে তাঁর। এই অভিজ্ঞতা শুধু মানব মণ্ডলেরই নয়। একই সঙ্গে শহর ও গ্রাম থেকে আসা নানা পেশার বাইকচালকদেরও। না জানিয়ে আচমকা জরিমানা করায় শিক্ষক প্রথমে ক্ষুব্ধ হলেও শেষপর্যন্ত ভুল স্বীকার করে নেন। চালক হোক কিংবা আরোহী, হেলমেট না পরলেই পুলিশের কাছে দিতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের মাশুল।

ট্রাফিকের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই তাই ঘরে রাখছেন বাড়তি হেলমেট। যাঁদের কেউ কোনওদিন হেলমেট পরতে দেখেননি, এখন তাঁরাও ভিড় করছেন হেলমেটের দোকানে। শহরের রামহরি মোড় এলাকার দোকানে হেলমেট কিনতে এসেছিলেন হরিরহাটের বাসিন্দা বাপ্পি বর্মন। তিনি জানালেন, 'রোগীকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলাম। মোবাইলের মেসেজ খুলে দেখি হাজার টাকার জরিমানা। পরবর্তীতে বুঝতে বাকি থাকে না, বিনা হেলমেটে এক পরিচিতিকে লিফট দেওয়ার খেসারত।' ওই দোকানের আরেক খদ্দের পেশায় বাস কনডাক্টর সত্য বর্মন জানান, 'আর বলবেন না দাদা! সকালে বাইকে শুধু বাড়ি থেকে মালিকের বাড়ি পর্যন্ত আসি। কিন্তু রাস্তায় পুলিশের ভয়েই এখন হেলমেট কিনতে হচ্ছে।'

তুফানগঞ্জ ধরের মোড়ে হেলমেট ও বাইকের নথি দেখছেন ট্রাফিক পুলিশ।

চাপে পড়ে

- ট্রাফিক পুলিশের এখন কড়া নিয়ম, চালক হন কিংবা আরোহী, হেলমেট পরতে হবে
- হেলমেট না পরলেই পুলিশের কাছে দিতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের জরিমানা
- তুফানগঞ্জে অনেকেই তাই এখন ঘরে বাড়তি হেলমেট রাখতে শুরু করেছেন
- যাঁরা হেলমেট ব্যবহার করতেন না, এখন তাঁরাও ভিড় করছেন হেলমেটের দোকানে

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনা হেলমেটের কারণে চলতি বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৭৮২৯ জন বাইকচালককে জরিমানা করা হয়েছে। তবে পুলিশের সক্রিয়তার পর শহরের রাস্তাগুলিতে চিত্রটা বদলালেও গ্রামীণ এলাকায় হেলমেট না পরে গাড়ি চালাবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি মোস্তাক হক জানিয়েছেন, সচেতনতা বাড়াতে প্রতিনিয়ত আমাদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ অভিযান চলেছে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে চালকদের সঙ্গে আরোহীরাও যাতে সবসময় হেলমেট পরে বাইকে ওঠেন সেই চেষ্টাই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে অনলাইন ফাইন পদ্ধতির পর শহরের বিভিন্ন দোকানে হেলমেট বিক্রি যে বেড়েছে সে কথা কবুল করছেন হেলমেট বিক্রেতারাও। কাছারি মোড় এলাকার ব্যবসায়ী সঞ্জীব পালের কথায়, 'এমনও দিন গিয়েছে দোকান থেকে একটি হেলমেটও বিক্রি হত না। পুলিশের হেলমেট পরার বিষয়ে কড়া মনোভাব দেখাতে দৈনিক গড়ে ১৫টির মতো হেলমেট বিক্রি হচ্ছে।'

দিনহাটায় উলের চাহিদা বাড়ছে

মরশুমে মজুত ফুরিয়েছে দু'বার

সময় পালটেছে, ঋতুচক্রের নিয়মে এখন শীত এলেও তার চরিত্র বদলেছে। এখনকার প্রজন্মের কাছে শীতের পোশাক বলতে ফেদারের জ্যাকেট-কোট, পশমের জ্যাকেট বা যে কোনও রেডিমেড জিনিসের গুরুত্ব বেশি। তবে আধুনিকতার এই আগ্রাসনের মাঝে কিন্তু এখনও হারিয়ে যায়নি উলে বোনা সোয়েটার, চাদর, মাফলার তৈরির পরম্পরা, আলোকপাত করলেন অমৃতা দে।

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : টেবিল এবং সিলিং ফ্যানের শীতঘুমে যাওয়া, বিছানায় লেপ-কম্বলের ওম, বাজারে কমলালেবু- নতুন গুড়ের সরস উপস্থিতি, আলমারি বোঝাই করা গরম জামাকাপড়ের সঙ্গে কয়েক বছর আগেও আরেকটি জিনিস জানান দিত যে শীত আসছে। সেটি হল বাড়ির ছাদে একমনে বসে মা-দিদা-ঠাকুমার উলকাঁটা দিয়ে সোয়েটার বুনে যাওয়া। আর মাঝে মাঝেই যার জন্য সোয়েটার বুনছেন তাঁকে ডেকে মাপ নেওয়া। এমনকি সেই সোয়েটার পরেই গোটা শীত কাটিয়ে দিতেন অনেকে। তা সে স্কুলে যাওয়ার নির্দিষ্ট সোয়েটার হোক অথবা বিয়েবাড়ির জন্য রংবাহারি সোয়েটার, হাতে বোনা জিনিসের ওপরেই ভরসা করতেন সকলে।

দিনহাটার রানি রায় জানান, সোয়েটার তৈরি করা তাঁর শখ। অনেক সময় আবার নিজের তৈরি এইসব সোয়েটার তিনি বিক্রিও করেন, যা থেকে মোটামুটি ভালো রোজগারও হয়। আরেক বধূ পুতুল কর্মকার জানান, এই সময়েও তাঁর তৈরি বিভিন্ন ধরনের সোয়েটার কখনও পাঁচশো, কখনও আবার হাজার টাকাতেও বিক্রি হয়।

আর এই কাজে তাঁরা যে কেবল একা উৎসাহী নন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শহরের উলের দোকানগুলোয় খোঁজখবর নিলে। এক দোকানদার যেমন জানালেন এখনও অবধি বর্ধমান উল বিক্রি হচ্ছে ১০০ গ্রাম ৯০ টাকায় এবং লোকাল উল বিক্রি হচ্ছে ১০০ গ্রাম ৫০ টাকায়। এখানেই শেষ নয়, ছোট ছোট গুটির আকারেও উল বিক্রি হচ্ছে যার মূল্য দশ টাকা প্রতি গুটি। আরেক দোকানদার সঞ্জয় সরকার জানান, এই সিজনে নভেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত দু'বার উল আনা হয়েছে আর দু'বারই স্টক ফুরিয়ে গিয়েছে দ্রুতগতিতে। প্রচুর পরিমাণে উলের চাহিদা রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগেও মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মশিক্ষা পরীক্ষার জন্য উলের তৈরি সোয়েটারের কাজ দেওয়া হত পড়ুয়াদের। কিন্তু এখন আর কর্মশিক্ষা পরীক্ষায় সেই কাজ দেওয়া হয় না। এমনকি কথিত আছে, কনে দেখতে এসে অনেক পাত্রপক্ষের মূল চাহিদা থাকত মেয়ে উলকাঁটা দিয়ে সোয়েটার বুনতে পারে কি না। এখন সেসবের কিছুরই আর প্রচলন নেই।

এইসব কাজে নতুন প্রজন্মের ধৈর্য এবং ইচ্ছা দুয়েরই অভাব। তবে ব্যতিক্রমও আছে, যেমন- ছোটবেলা থেকে বাড়িতে মাকে উলের কাজ করতে দেখেছেন অনন্যা কর্মকার। তখন থেকেই তাঁর এই কাজে উৎসাহ। অনন্যার কথায়, 'মায়ের মতো ভালো করতে না পারলেও এই কাজে উৎসাহ রয়েছে।

পশমের মর্ম

- বর্ধমান উল বিক্রি হচ্ছে ১০০ গ্রাম ৯০ টাকায়
- লোকাল উল বিক্রি হচ্ছে ১০০ গ্রাম ৫০ টাকায়
- ছোট গুটির উল বিক্রি হচ্ছে দশ টাকা প্রতি গুটি
- এখনও প্রচুর পরিমাণে উলের চাহিদা রয়েছে

উলকাঁটায় সোয়েটার বুনছেন পুতুল কর্মকার।

পরবর্তীতে সময় পেলে মায়ের মতো প্রিয়জনদের হাতে বোনা সোয়েটার উপহার দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।'

সংস্কারের অভাবে পরিত্যক্ত হস্টেল

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : কোথাও বারান্দার গ্রিল ভেঙে পড়ে রয়েছে, কোথাও আবার ছাদে দেখা যাচ্ছে লম্বা ফাটল। যে কোনও সময় তা যে ভেঙে পড়তে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন থেকে বসবাস না করায় বেশ কিছু বিল্ডিং পোড়োবাড়িতে পরিণত হয়েছে, যা যে কোনও ভূতের সিনেমায় দেখানো বাড়িকেও হার মানাবে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন কর্মচারীদের আবাসন ও বর্তমান নার্সিং হস্টেলের অবস্থা এখন এরকমই। সংস্কারের অভাবে কর্মচারীদের বেশ কিছু আবাসন বন্ধ পড়ে রয়েছে। কিছু আবাসনে এখন নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীরা থাকেন। তবে নার্সিং হস্টেলটি একেবারেই বসবাসের অযোগ্য হওয়ার কারণে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নার্সদের থাকতে হচ্ছে বাইরে ঘরভাড়া নিয়ে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাসপাতালে যে নার্সিং হস্টেল রয়েছে তাতে ১০টি ঘর রয়েছে এবং বেড শেয়ার করে ২০ জন নার্স সেখানে থাকতে পারেন। এছাড়াও হস্টেল সংলগ্ন যে কর্মচারী আবাসন রয়েছে সেখানে ৫০ জনের মতো নার্স থাকতে পারতেন। কিন্তু সংস্কার না হওয়ার কারণে সেই পোড়ো বিল্ডিংগুলিতে থাকতে চাইছেন না কেউ।

স্বাভাবিকভাবেই নার্সদের থাকতে হচ্ছে হাসপাতালের বাইরে ঘরভাড়া নিয়ে। দিনহাটা হাসপাতালে বর্তমানে ১৩০ জন নার্স রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র চারজন নার্সই ওই আবাসনে থাকছেন পরিবার নিয়ে। তবে নার্সিং হস্টেলটি পুরোপুরি বন্ধ থাকায় সেখানে কেউ থাকছেন না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি সুযোগসুবিধা থাকলেও পরিকাঠামোর কারণে তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নার্স ও অন্য কর্মচারীরা। যদিও হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে পূর্ত দপ্তরকে কোয়ার্টার ও নার্সিং হস্টেলের বিষয়ে চিঠি করা হয়েছে। পাশাপাশি রোগীকল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

সুপারের কথায়, 'নার্সিং হস্টেলে নার্সরা একেবারে ন্যূনতম অর্থ দিয়ে থাকতে পারেন। তবে এই নার্সিং হস্টেল বন্ধ থাকার কারণে অসুবিধাগুলি নিয়ে সব স্তরেই কথা বলেছি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নার্সের কথায়, 'হাসপাতালের কাছেই নার্সিং হস্টেল থাকলে সেক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হত। বিশেষ করে হাসপাতালের কাছেই থাকা যেত এবং তাতে মাসে অনেক টাকা সাশ্রয় হত।'

মাঠ নিয়ে সরব স্থানীয়রা

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশের মধ্যেই একদিকে চলছে ফাস্ট ফুডের দোকান। অপরদিকে, দুর্গন্ধের মধ্যেই বসছেন সবজি বিক্রেতারা। এই দৃশ্য দেখা যাবে দিনহাটা শহরের মাঝে হরীতকীতলার মাঠে। এখানে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। সন্ধে হলেই সেই দোকানে ক্রেতাদের আনাগোনা দেখা যায়। অথচ মাঠের মাঝে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল বর্মন বলেন, 'জনসাধারণের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মাঠটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আবর্জনা ছাড়াও রাস্তার পাইপলাইন ফেটে জমা জলে মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে।'

পিএইচই দপ্তর থেকে দু-একদিনের মধ্যে পাইপলাইন ঠিক করে দেবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। আবর্জনা নিয়ে চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়। তবুও কয়েকজন অন্ধকারে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মাঠে আবর্জনা ফেলে যায়।' দু-একদিনের মধ্যে আবারও মাঠটিকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

হরীতকীতলার মাঠের গরিমা ফিরিয়ে আনতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানসাই নদীর তীরে জমছে আবর্জনা।

জমছে মাছ বাজারের আবর্জনা

দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ মাথাভাঙ্গা

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : আবর্জনার দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়েছে মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই নদী তীরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের। অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকেই মাথাভাঙ্গা মাছবাজারের নোংরা ফেলা হচ্ছে এই নদী তীরবর্তী এলাকায়। বিষয়টি বহুবার পুরসভায় জানালেও কোনও লাভ তো হয়ইনি বরং শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকেও পুরসভার ভ্যান আবর্জনা সংগ্রহ করে সেগুলিও মাঝেমধ্যে ফেলছেন এখানে। দুর্গন্ধ থেকে নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে এলাকার ছোট থেকে বড় প্রত্যেকেই। সবমিলিয়ে এই বিষয়ে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ দ্রুত আবর্জনা ফেলা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। মাছ বাজারের উচ্ছিষ্ট যারা ওখানে ফেলছে তাদের এর আগেও সতর্ক করা হয়েছে। তারপরও যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আবর্জনা ফেলা বন্ধ না করে সেক্ষেত্রে ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। আর পুরসভার ভ্যানের ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলার অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'শহরের ১২টি ওয়ার্ডের আবর্জনা ওখানে ফেলা হয় না। সেগুলি সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ভ্যাটে ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে সার তৈরি করা হয়।'

এদিকে দুর্গন্ধের জেরে সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ বিশ্বাস। তাঁর গলায় ক্ষোভ, 'প্রায় ১০ বছর ধরে মাথাভাঙ্গা বাজার থেকে মাছ ও মাংসের উচ্ছিষ্ট এনে এখানে ফেলা হচ্ছে। দুর্গন্ধে বাড়িতে খেতে অবধি সমস্যায় পড়তে হয়।' একই কথা শোনা যায় আরেক বাসিন্দা লক্ষ্মী সূত্রধরের গলাতেও। সেইসঙ্গে তিনি জানান, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট ফেলার পাশাপাশি মৃত গবাদিপশু এখানে ফেলা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে

> অভিযোগ পেয়েছি। মাছ বাজারের উচ্ছিষ্ট যারা ওখানে ফেলছে তাদের এর আগেও সতর্ক করা হয়েছে। তারপরও যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ সাহা**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, মাথাভাঙ্গা পুরসভা*

নাক মুখ ঢেকে থাকতে হয়। বিষয়টি পুরসভায় জানালেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।'

ওই এলাকায় প্রায় ১০০ পরিবার এই সমস্যায় ভুগছে। আবর্জনার কারণে এলাকায় মশা-মাছির উপদ্রবও বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ঊষা ঘোষ বলেন, 'ওই মশা-মাছি বাড়ির খাবারে বসছে। এর ফলে বড়দের পাশাপাশি বাচ্চারাও পেটের অসুখে ভুগছে। ওখান থেকে আবর্জনা পাখিরা বাড়িতে এনে ফেলছে।' দ্রুত নদী তীরবর্তী এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা এবং জমা আবর্জনা সরিয়ে ফেলার দাবিতে সরব হয়েছেন সকলে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৯
বি নেগেটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	২

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৫
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৮
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৪

প্রতিবাদ মিছিল

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে সিপিএম দিনহাটা এরিয়া কমিটির ডাকে সোমবার প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবন থেকে চওড়াহাট বাজার হয়ে সাহেবগঞ্জ রোড হয়ে চৌপথিতে শেষ হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর পাল, জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস, সুজাতা চক্রবর্তী, দিনহাটা এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয় চৌধুরী প্রমুখ।

পুরস্কার

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সৃজনশীল শিশু বিভাগে রাজ্যে পুরস্কার পেল কোচবিহারের শ্রেয়স পাল। নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে সোমবার কলকাতার রোটারি সদনে তার হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এতে শ্রেয়সের পাশাপাশি খুশি তার পরিবারও।

নারী নির্যাতন বন্ধে পথে নেমে বার্তা পড়ুয়াদের

কোচবিহারে ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে কলেজ পড়ুয়াদের পথনাটক। ছবি : জয়দেব দাস

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : নারী স্বাধীনতা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবার পথে নামলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা। সোমবার শহরের সাগরদিঘি সংলগ্ন ক্ষুদিরামমূর্তির পাদদেশে পড়ুয়াদের তরফে নারী সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি পথনাটিকার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নারী সচেতনতামূলক নানা কর্মকাণ্ডে শামিল হন তাঁরা। কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এধরনের উদ্যোগ। সংশ্লিষ্ট বিভাগের এই উদ্যোগে সচেতনতা আরও বাড়বে বলেই আমার ধারণা।'

সোমবার দুপুরে কলেজের সামনে থেকে সমাজ সচেতনতামূলক একটি র‍্যালি শহর পরিক্রমা করে। এরপর সেটি সাগরদিঘি সংলগ্ন ক্ষুদিরামমূর্তির সামনে পৌঁছোবার পর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা পথনাটিকাটি পরিবেশন করেন। যা দেখতে পথচলতি মানুষদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতোই। বিষয়টি নিয়ে কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রিয়াংকা দত্ত বলেন, 'তৃতীয় সিমেস্টারে পড়ুয়াদের সিলেবাসের

> তৃতীয় সিমেস্টারে পড়ুয়াদের সিলেবাসের অংশ এই বিষয়টি। সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন।
>
> **-প্রিয়াংকা দত্ত**
> *বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, এবিএন শীল কলেজ*

অংশ এই বিষয়টি। সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। সেকারণে পথচলতি মানুষকে সচেতন করতে পথনাটিকার আয়োজন করা হয়েছে।' পরবর্তীতে শহরের বিভিন্ন ব্যস্ততম এলাকায় মানুষকে সচেতন করতে এধরনের আরও কর্মসূচি নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে বলেও তিনি জানান।

সম্প্রতি আরজি করের ঘটনা এবং তার পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ, ধনীরামপুর এমনকি সম্প্রতি শিলিগুড়ির প্রধাননগরের মতো একের পর এক ঘটনায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। সেই পরিস্থিতিতে এবার পথনাটককেই হাতিয়ার করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পড়ুয়ারা। বিভাগের মোট ৫৭ জন পড়ুয়া এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেয়। তাঁদের অন্যতম সৃজা বিশ্বাসের কথায়, 'বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এধরনের পথনাটিকার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতাকে বৃদ্ধি করা সম্ভব।' মেয়েদের ওপর অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েই এই পথনাটিকার আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। একই কথা শোনা যায় আরেক পড়ুয়া উৎসব মালাকারের গলাতেও।

পুতিন আসছেনই

মস্কো, ২ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসছেন। শুধু তারিখটা ঠিক হয়নি। তারিখ ঠিক হবে নতুন বছরের গোড়ার দিকে। পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ একথা জানিয়ে বলেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম সফরে যাবেন পুতিন।

'ঝাড়ু' হাতে শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে চমক। ইউপিএসসির শিক্ষক তথা মোটিভেশনাল স্পিকার অবধ ওঝা সোমবার কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে আমআদমি পার্টিতে যোগ দিলেন। শোনা যাচ্ছে তাঁকে নির্বাচনে দলীয় টিকিট দেওয়া হবে। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক। ইউপিএসসি পরীক্ষার কোচিং করান। আপের আশা, অবধ ওঝার যোগ দলের সাফল্য বাড়াবে। অবধ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

ধসে নিখোঁজ পরিবারের ৭

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : ঝড় থামলেও 'ফেনজল'-এর প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাডু এবং পুদুচেরি উপকূলে। এর মাঝে তিরুআন্নামালাই এলাকায় বিশাল ধস নামে। সেই ধসে মটির নীচে চাপা পড়ে যান একই পরিবারের ৭ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে তাদের বেঁচে থাকার আশা খুবই ক্ষীণ। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টির জেরে তামিলনাডু এবং পুদুচেরির বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে ভারতীয় সেনাও।

মহারাষ্ট্রে নাড্ডার দূত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের কুর্সি জট অব্যাহত। অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকেও জট কাটেনি। নির্বাচন ফলের ১০ দিন পরেও মারাঠাবাসী পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে তা এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে।

পুলিশ বোনকে কোপ ভাইয়ের

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর : এবার সম্মান হত্যার ঘটনা দক্ষিণ ভারতে। বাড়ির অমতে অসবর্ণ বিয়ে মানতে পারেনি পরিবার। তার জেরে বোনকে কুপিয়ে মারল ভাই বলে অভিযোগ। নাগমণি নামে ওই তরুণী পুলিশের কনস্টেবল পদে ছিলেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় রাইপোল গ্রামে। পুলিশ নাগমণির ভাই অভিযুক্ত পরমেশকে খুঁজছে। তদন্ত চলছে। মামলা রুজু হয়েছে।

মৃত্যু তরুণ আইপিএসের

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : চাকরি করা আর হল না কর্ণাটক ক্যাডারের তরুণ আইপিএস অফিসার হর্ষ বর্ধনের। প্রথম পোস্টিংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। রবিবার কর্ণাটকের হাসানে মারা গেলেন ২৬ বছরের আইপিএস হর্ষবর্ধন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাসান-মাইশুরু হাইওয়ে সীমানার কিত্তনে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনি। চালকের অল্পবিস্তর চোট লাগে।

ছেলেকে ক্ষমা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২ ডিসেম্বর : শাস্তি হল না। ক্ষমা পেলেন প্রেসিডেন্ট বাবার সৌজন্যে। কর ফাঁকি ও অবৈধভাবে বন্দুক রাখার মামলায় দোষী সাব্যস্ত ছেলে হান্টার বাইডেনকে রবিবার ক্ষমা করে দিলেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, 'আমি আমার ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করার জন্য স্বাক্ষর করেছি। ছেলে বলেই সই করলাম। এটি নিঃশর্ত ক্ষমা।' এই ক্ষমা প্রত্যাহারের ক্ষমতা ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেই।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে শুভেন্দুর সভা

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : হাতে না মেরে বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণে ঢাকার ওপর চাপ বাড়াতে এবার সরাসরি পণ্য রপ্তানি আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দিতে সংখ্যালঘু তোষণের প্রশ্নে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক আসনে বসিয়ে কার্যত তুলোধোনা করলেন শুভেন্দু। সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে সভার আগেই ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করা নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সকাল ৬টা থেকেই কার্যত সীমান্ত দিয়ে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনাকে তুলে ধরে এদিনের সভা থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আজ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল। এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। অথচ তাদের দল বলছে সব আটকে দেব। এই বিষয়ে আমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।' বিধানসভার বাইরে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'এক্তিয়ার ঠিক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। বিরোধী দলনেতার এক্তিয়ার দেখার আগে উনি ওনার দলের হুমায়ুন কবীর, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এক্তিয়ার দেখুন।' সম্প্রতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করতে দিল্লির সরকারের কাছে আর্জি জানানোর কথা বলেছিলেন শুভেন্দু। এদিন সেখান থেকে একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে শান্তি সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাবকে কার্যত লুফে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'জাতিসংঘের মাধ্যমে এই কাজ করতে প্রস্তাব দেওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তা মানলে সেটা তো ভালোই। আসলে এ হল ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না।' শুভেন্দুর মতে, সবটাই কেন্দ্রের দায়িত্ব নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও কিছু দায়িত্ব আছে। আর সেই প্রশ্নেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত সদিচ্ছার অভাব আছে। কারণ, ভোট ব্যাংকের স্বার্থেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে সরব নন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। শুভেন্দু বলেন, 'ওপারে ইউনূস যা, এপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে পেট্রাপোল সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী।

সংসদে তৃণমূল

সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে সরব হতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্পিকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ। স্পিকার আগামীকাল এই ইস্যুটি জিরো আওয়ারে তোলার অনুমতি দেবেন বলে আশা করছি।'

> এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শপথে রাজ্যপাল থাকলেও নেই পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিধানসভায় রাজ্যপালের শপথ বয়কট বিজেপির। বিধানসভায় উপস্থিত থেকেও এদিন সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়কের শপথে যোগ দিল না বিজেপি। যদিও বিজেপির দাবি, তারা বয়কট করেনি, তারা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।

এবারই প্রথম বিধানসভায় শপথ দিতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নবান্ন-রাজভবনকে ঘিরে বাগযুদ্ধ আর দীর্ঘ তিক্ততার পর রাজ্যপালের এদিনের বিধানসভায় আসাকে ঘিরে আশা-নিরাশার দোলা ছিল রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের আগ্রহ ছিল শপথকে উপলক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেও। এই আবহে সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিধানসভায় পৌঁছোন রাজ্যপাল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিধানসভার পোর্টিকোয় আগেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় পৌঁছে আম্বেডকারের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজ্যপাল। এরপর অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ, শপথ অনুষ্ঠান সেরে বিধানসভা থেকে প্রস্থান সবটাই ছিল রীতিমাফিক। শপথবাক্য পাঠ করে সব তৃণমূল বিধায়কই এদিন নিয়ম করে জয় বাংলা ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি করেছেন রাজ্যপালের সামনেই। শপথ অনুষ্ঠানের শেষে চেয়ার ছেড়ে নেমে এসে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে হাতজোড় করে নমস্কার সেরে ফেরার রাস্তা ধরেছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর সামনের আসনে বসা ব্রাত্য বসুর কাছে এসেও স্মিত হাসেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার সময়েও ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শাসকদলের বিধায়কদের 'জয় বাংলা', 'জয় মমতা' স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় থেকেও শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ফলে বিরোধী আসন ছিল শূন্য। সেটাও হয়তো কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল তাঁকে। যদিও মুখে তাঁর কোনও প্রকাশ ছিল না। শেষমেশ বিধানসভার গাড়ি-বারান্দা থেকে গাড়িতে ওঠার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হাতজোড় করলেন। প্রতি নমস্কার জানালেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু ওই অবধি কোনও কথা হল না রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর অধ্যক্ষের দেওয়া ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে ঢুকে গেলেন গাড়ির মধ্যে। রাজ্যপালের গাড়ির কনভয় বিধানসভা ছাড়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, এদিনের শপথে আদৌ কি কমল নবান্ন-রাজভবনের দূরত্ব?

> **মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কথা হল না**

আদানি কাণ্ডে সংসদে এখনও অচলাবস্থা

ঘরে-বাইরে কোণঠাসা কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : টানা ষষ্ঠ দিন... সোমবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভা। গত কয়েকদিন আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করার অভিযোগ উঠলেও এদিন সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল কাণ্ডের বিচার চেয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সোমবার লোকসভার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাল ও আদানি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি তোলপাড় শুরু করে। বিরোধী সাংসদরা প্রশ্নোত্তর পর্বে স্লোগান দিতে শুরু করেন। উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বিরোধীদের ক্রমাগত স্লোগানের মধ্যেই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দেন। এইসময় সংসদে সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের তরফে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান চলতে থাকে। কয়েকজন সাংসদ মোদানি নিয়েও স্লোগান দেন।

হট্টগোলের জেরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি করে দেন। যদিও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেন।

দুপুর ১২টায় লোকসভার কার্যক্রম আবার শুরু হলে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, এনসিপি-এসপি সদস্যরা ওয়েলে নেমে সম্ভাল নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যেই স্পিকার সন্ধ্যা রায় কার্যসূচি অনুযায়ী সদস্যদের সংসদের টেবিলে কাগজপত্র রাখতে বলেন।

তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং গৌরব গগৈ বাদে কংগ্রেসের সমস্ত প্রথমসারির সাংসদ উপস্থিত থাকলেও আদানি ইস্যুতে তাঁরা একবারও সোচ্চার হননি। বিরোধীদের বক্তব্য, 'যেভাবে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস একটিমাত্র ইস্যুকে (আদানি) সামনে রেখে পার্লামেন্টকে অচল করে রেখেছে, তাকে সমর্থন করা যায় না। সাধারণ মানুষের ইস্যুকে সংসদে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।' যার থেকে মনে করা হচ্ছে, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সংসদ ভন্ডুল হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিরোধীশিবির। চলতি অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অচল করার বিরুদ্ধে ছিল। এবার ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকরাও অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে কোনও কাজ না হওয়ায় কংগ্রেসকেই দায়ী করছে।

ইন্ডিয়া জোটের ২টি বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পথে হেঁটেই সমাজবাদী পার্টিও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। সমাজবাদী পার্টির এক নেতার বক্তব্য, 'আদানি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে এই ইস্যুতে সংসদ ভন্ডুল করে দেওয়া ঠিক পথ নয়।'

সংবিধান বিতর্কে ঐকমত্য

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শাসক-বিরোধী তর্জায় অচল সংসদ। বিরোধীদের দাবি মেনে আদানি ও সম্ভাল ইস্যুতে আলোচনায় রাজি নয় কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে শাসক-বিরোধী ঐকমত্যের ইঙ্গিত মিলল সংবিধান বিতর্ক নিয়ে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান বিতর্ক নিয়ে আলোচনায় একমত হয়েছে দু-পক্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, লোকসভায় ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর এবং রাজ্যসভায় ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু বলেন, 'সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করা উচিত নয়। আমরা সব বিরোধী দলের নেতাদের কাছে সভার কাজ চালু রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করি আমরা আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব।'

কেন্দ্রকে তোপ মমতার

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতায় রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বলেন, 'ওদের অবিলম্বে সহযোগিতা করতে বলুন। না হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে।' পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রেলের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে ডিভিসির জন্যও প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার জল পাচ্ছেন না।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, 'ভোট এলেই বিজেপি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের অসহযোগিতার জন্যই এই জল দেওয়া যাচ্ছে না।'

অয়নের জামিন হাইকোর্টে

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে অয়নের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ইডির মামলাতেই জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার এই মামলাতেই জামিন পেয়েছেন সল্টলেকের ব্যবসায়ী অয়ন। তবে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হবে না। কারণ, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই মামলায় এখনও তাঁর জামিন হয়নি।

আরও কর্মী নিয়োগ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিভিন্ন দপ্তরে রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার কর্মী নিয়োগ হবে। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক দু-ধরনের কর্মী নেওয়া হবে। এর মধ্যে ৫৮৩ জন চুক্তিভিত্তিক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে নেওয়া হবে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা অনুযায়ী একজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হবে সরকারের তরফে। সবচেয়ে বেশি কর্মী নিয়োগ হবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে।

তলব কোর্টের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে হুমকি সংস্কৃতি ও ভাঙচুরের মামলায় কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ৫ সেপ্টেম্বর ওই মেডিকেল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়ের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। তবে ওই ঘটনায় অধ্যক্ষের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

নয়াদিল্লির সীমানায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলেন কৃষকরা। সোমবার নয়ডায়।

রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

ব্যারিকেড ভেঙে মিছিলে যানজট

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

সোমবার দুপুর ১২টায় সংসদ ভবন অভিযানে নামেন কৃষকরা। মিছিল শুরু হয় নয়ডার মহামায়া উড়ালপুল থেকে। ভারতীয় কৃষক পরিষদ (বিকেপি), কিষান মজদুর মোর্চা (কেএমএম) এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার (এসকেএম) মতো সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষকরা হেঁটে এবং ট্র্যাক্টরে চড়ে দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলের কাছে পঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের দেখা যায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে। তবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা। যৌথ পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) শিবহরি মীনা জানান, 'কৃষকরা আজ দিল্লি চলো মিছিল শুরু করার পর আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আলোচনার পর কৃষকরা রাস্তা থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

বিকেপি নেতা সুখবীর খলিফার দাবি, গৌতম বুদ্ধ নগর, বুলন্দশহর, আলিগড়, আগরা সহ অন্তত ২০টি জেলার কৃষকরা এদিনের মিছিলে অংশ নিয়েছেন। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। দাবিদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয় দিল্লি সীমানা সহ একাধিক এলাকায়। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সাগর সিং কলসি বলেন, 'সব সীমানায় আমরা ব্যারিকেড করেছি এবং দাঙ্গা দমনের সরঞ্জাম তৈরি রাখা হয়েছে। মিছিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য একাধিক জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চলেছে।' যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় কুমার জানান, 'সংসদ অধিবেশনের কারণে রাজধানীতে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ সীমানা যেমন ডিএনডি ও কালিন্দি কুঞ্জে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।'

রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে সুখেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : প্রথম সপ্তাহে গরহাজির ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যসভায় দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু সামনে নয়, পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের একদা চিফ হুইপ সুখেন্দুশেখর রায়। শেষ বেঞ্চে বসার আবেদন জানিয়ে আগেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে চিঠি দিয়েছিলেন সুখেন্দু। সেই অনুযায়ী সোমবার কক্ষের শেষ বেঞ্চে বসেন সুখেন্দুশেখর রায় তিনি। তৃণমূল শিবিরের দাবি, 'আরজি কর কাণ্ডে দলের বিপরীতে গিয়ে দলের মধ্যে কোণঠাসা হওয়ায় তিনি দলের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।' যদিও সুখেন্দুর মতে, 'আমি অসুস্থ। অতদূর হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই আসন পরিবর্তন করেছি।' তবে সুখেন্দুশেখরের সঙ্গে একই সারিতে রয়েছেন তৃণমূলের একজন নতুন সাংসদও। সম্প্রতি দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। এরপর রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে বসা নিয়ে দলত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন সুখেন্দু।

সরকার ও বিরোধী সাংসদদের 'মুভি ডে'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল সরকার এবং বিরোধী পক্ষের জন্য কার্যত 'মুভি ডে।' একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদের বালাযোগী স্টেডিয়ামে বিজেপির সাংসদদের নিয়ে বিকেল চারটে থেকে দেখলেন 'সবরমতী রিপোর্ট'। অন্যদিকে সপার রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সংসদরা সন্ধে সাতটা থেকে চাণক্য অডিটোরিয়ামে দেখলেন অভিষেক বচ্চন অভিনীত, 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি।

সবরমতী রিপোর্ট সিনেমাটি দেখার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যও। ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ এবং বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র সহ একাধিক ব্যক্তি।

সিনেমাটি গোধরা কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যেই করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।

ছবিটি সমর কুমার নামে এক সাংবাদিক গোধরা কাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করে দুর্নীতি ও মিথ্যা খবর ছড়ানো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে উপস্থিত ছিলেন বালাযোগী স্টেডিয়ামে। স্ক্রিনিংয়ের পরে, মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ছবির নির্মাতাদের প্রশংসা করে বলেন, 'সহকর্মী এনডিএ সাংসদের সঙ্গে 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট'-এর স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম। আমি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করি।'

সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা দেখলেন সুজিত সরকারের নির্দেশিত 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি। অর্জুন সেন নামে এক অসাধারণ মার্কেটিং বিশেষজ্ঞের গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যিনি জীবনের প্রতি নতুন করে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

টেন্ডার কারচুপিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় টেন্ডার কারচুপিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। সোমবার তাদের বক্তব্য, আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা সহ প্রত্যেকে দুর্নীতি চক্রে জড়িত। সরকারি হাসপাতালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য এই চক্র তৈরি করা হয়। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও এদিন শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে আদালতে হাজির করানো হয়। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন এইমসের দুই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও টালা থানার এক কনস্টেবলের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে বিপ্লবের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানায়, এই ব্যক্তি ১৫টি হাসপাতালে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এর মধ্যে একটি ওডিশার হাসপাতালও রয়েছে। এখনই তাঁর জামিন হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে। আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে অভীক দে'কে সাসপেন্ড করা হয়।

বৈঠক নিষ্ফলা

আলু ধর্মঘট বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে বৈঠকেও কাটল না সমস্যা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলু রপ্তানি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আশ্বাস না মেলায় সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকেই খোলা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভিনরাজ্যে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, 'বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটবে, আর আমি ইনসুরেন্সের ব্যবস্থা করব, দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। এই জিনিস আমি বরদাস্ত করব না।' মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, বাংলাকে বঞ্চিত করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না। আগে বাংলা, তারপর বাকিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলুর দাম বাড়লে আমরা কিনে সুফল বাংলায় সাপ্লাই করি। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের ব্যবসার জন্য বাইরে রপ্তানি করছে। এটা হতে পারে না।' যে সমস্ত আলু ব্যবসায়ী সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠিয়েছেন, পুলিশ সেইসমস্ত আলুর গাড়ি আটক করেছে।

খেলায় আজ

২০১৮ : ব্যালন ডি'অর জিতলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ। ২০০৭ সাল থেকে ব্যালন জয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আধিপত্যে ছেদ ফেললেন।

সেরা অফবিট খবর

ব্র্যাডম্যানের টুপি নিলাম

১৯৪৭-'৪৮ সালে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট সিরিজের ব্যাগি গ্রিন টুপি নিলামে তুলছে বোনহামস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে টুপিটি নিলামে তোলা হবে। আনুমানিক মূল্য রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকার সমান।

ভাইরাল

১০ বছরের অপেক্ষা

রোহিত শর্মার সমর্থকের দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষা শেষ হল রবিবার ক্যানবেরায়। গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের বাড়িয়ে দেওয়া জার্সি-ব্যাটে সই দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন, 'প্লিজ রোহিত ভাই ১০ বছর অপেক্ষা করে আছি।' এই সময় ভারতীয় অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে অনেকে মুম্বইয়ের রাজা বলতে থাকেন।

ইনস্টা সেরা

আবু ধাবি টি১০ লিগে দিল্লি বুলসের টিম ডেভিডের শট বাউন্ডারি পার হওয়া আটকাতে দৌড়াচ্ছিলেন স্যাম্প আর্মির ফাফ ডু প্লেসি। একই সময়ে সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বল বয় নীচু হয়েছিলেন বল ধরতে। তাঁদের মধ্যে ধাক্কা লাগার মুহূর্তে বল বয়ের কাঁধের সাহায্যে ডু প্লেসি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেছনে গিয়ে পড়েন।

সংখ্যায় চমক

১৫.৫-১০-৫-৪

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস কৃপণতম বোলিংয়ের নজির গড়লেন। ১৫.৫ ওভার বল করে তিনি ৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। ১৯৭৮ সাল থেকে টেস্টে ন্যূনতম ১০ ওভার বোলিং করা বোলারদের মধ্যে তিনি কৃপণতম।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. রাম স্লাম কাপ কোন দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জো রুট, ২. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, দেবজিৎ মণ্ডল, শিবেন্দ্র বীর, অভিজ্ঞান বণিক, নির্মল সরকার, অনির্বাণ রায়।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা অব্যাহত

দলে যোগ দিলেন কোচ গম্ভীরও

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা! টিম ইন্ডিয়া এখন মেজাজি। ফুরফুরেও।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয়। সেই জয়ের রেশ ধরেই ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ সেরে আজ অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেড ওভালেই শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বস্তি ও অস্বস্তি, দুটোই রয়েছে প্রবলভাবে।

স্বস্তির নাম কোচ গৌতম গম্ভীর। গত ২৬ নভেম্বর আচমকাই পারথ থেকে ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে দিল্লি ফিরতে হয়। আজ অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। মঙ্গলবার সকালে অ্যাডিলেড ওভালে দলের অনুশীলনেও তাঁর হাজির থাকার কথা। অস্বস্তির নাম দলের ব্যাটিং অর্ডার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। গতকাল ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ৫০ ওভারের অনুশীলন ম্যাচের পরও ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেড়েছে জল্পনার বহর।

পারথ টেস্টের মতোই অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কেএল রাহুল ওপেন করেছেন। ভারতীয় দল কি অ্যাডিলেডেও ওপেনিং জুটি অপরিবর্তিত রাখবে? যদি তাই হয়, তাহলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? গতকালের অনুশীলন ম্যাচে রোহিত চার নম্বরে নেমেছিলেন। বিরাট কোহলি অনুশীলন ম্যাচে না খেলার কারণে রোহিত চার নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন। তিন নম্বরে নেমেছিলেন শুভমান গিল। দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে জল্পনা তাই ক্রমশ বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, অ্যাডিলেড টেস্টে হিটম্যান মিডল অর্ডারেই ব্যাটিং করবেন। অন্তত অনুশীলন ম্যাচের সুবাদে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। বলা হচ্ছে, দলের স্বার্থে নিজের ব্যাটিং অর্ডারের সঙ্গে আপস করলেন ভারত অধিনায়ক। সত্যিই কি তাই? জবাব নেই। রাতের দিকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অ্যাডিলেড টেস্টে সম্ভবত ছয় নম্বরে ব্যাটিং করবেন অধিনায়ক রোহিত। হিসেবেই রোহিত-শুভমানরা প্রথম একাদশে ঢুকবেন অ্যাডিলেড টেস্টে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও অ্যাডিলেড টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরেই থাকতে হবে বলে খবর। ওয়াশিংটন সুন্দরেই ভরসা রাখতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিরাটের পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। বহু স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তাঁর এই মাঠে। একইসঙ্গে ভারত অধিনায়ক হিসেবে কোহলির বিশাল লজ্জা ও যন্ত্রণার সাক্ষীও এই মাঠ। টিম ইন্ডিয়ার শেষ সফরের সময় এই

অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু শুক্রবার থেকে।

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকরা সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ফের সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গম্ভীরের সহকারি 'নো কমেন্টস' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আগামীকাল অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। কাল-পরশুর অনুশীলনের মাধ্যমেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেলের বাদ পড়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁদের পরিবর্ত অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জা ও যন্ত্রণা আজও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। সেই ম্যাচে হারের পর টিম ইন্ডিয়া বাকি সিরিজে দাপট দেখিয়ে ইতিহাস গড়ে সিরিজের দখল নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রণাটা এখনও তাজা। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া পারথ টেস্টে যতই হতাশ করে থাকুক না কেন, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে প্যাট কামিন্সদের অতীত রেকর্ড দুর্দান্ত।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড যুদ্ধে সেই নজিরও এবার বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

ভরতের পরামর্শে বদলে যান সিরাজ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। ফর্মেও ছিলেন না। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছিল।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নতুন শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ। ফিরে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। যার প্রমাণ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে

> মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ তাঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই তাঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে সিরাজের পাঁচ উইকেট পাওয়া। ক্যানবেরায় অনুশীলন ম্যাচেও একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি।

কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের এমন পরিবর্তন? অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যমে এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ভারতীয় পেসার। তাঁর ফর্মে ফেরার নেপথ্য নায়ক হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত

প্রস্তুতির ফাঁকে নভদীপ সাইনির সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ।

অরুণের কথা বলেছেন তিনি। সিরাজ জানিয়েছেন, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে হায়দরাবাদে তিনি তাঁর প্রিয় ভরত স্যরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর পেয়েছিলেন মূল্যবান পরামর্শ। কী সেই পরামর্শ? সিরাজের কথায়, 'ভরত স্যর দীর্ঘসময় ধরে আমায় চেনেন। আমার বোলিং সম্পর্কেও উনি ওয়াকিবহাল। টেকনিকাল কিছু পরামর্শ দেওয়ার পাশে উনি আমায় বলেছিলেন, মনের আনন্দে বোলিং করতে। আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোন লেংথে বোলিং করলে সফল হওয়া সম্ভব, তাও আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভরত স্যর।'

ভরত অরুণ এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং কোচ মরনি মরকেল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলারের থেকেও বিস্তর পরামর্শ পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন সিরাজ। তাঁর কথায়, 'মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ ওঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই ওঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।'

অ্যাডিলেডে মার্শ হয়তো শুধু ব্যাটার

গোলাপি বল নিয়ে সতর্ক স্মিথ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : লাল বলের দ্বৈরথে পারথ-বিপর্যয়।

গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে যে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। অ্যাডিলেডে গত দ্বৈরথে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দেওয়া আপাতত অতীত অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান প্যাট কামিন্সদের অন্দরমহলজুড়ে পারথ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদ। অ্যাডিলেডে এদিনের অজি প্র্যাকটিসে সেই তাগিদের প্রতিফলন।

ক্যানবেরা থেকে এদিনই অ্যাডিলেডে পা রেখেছে ভারত। আগামীকাল অনুশীলনে নেমেও পড়বে। প্যাট কামিন্সরা অবশ্য দ্রুত ফাঁকফোকর মেরামতি শুরু করে দিয়েছেন। অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর, মিচেল মার্শ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। প্রথম টেস্টে খেললেও বোলিংয়ের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন। আগাম সতর্কতা হিসেবে মার্শের পরিবর্ত হিসেবে তাসমানিয়ার অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে দলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও এদিন অ্যাডিলেডে পা রেখে মার্শ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। শরীর ঠিক আছে। অ্যাডিলেডে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। তবে অজি শিবির সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই সম্ভবত খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক। চোটের জন্য সিরিজে আগেই নেই পেস অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। মার্শ যদি বল না করেন, তাহলে পেস ব্রিগেডে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

> গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি ইতিমধ্যেই চাপ বাড়িয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। অবশ্য হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের গোলাপি টেস্টের রেকর্ড সমীহ করার মতো। দুইটি পিঙ্ক বল টেস্টে ১৩.৭১ গড়ে ঝোলায় ৭ উইকেট। অবশ্য মানুকা ওভালের প্রস্তুতি ম্যাচে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বোল্যান্ডের (উইকেটহীন) বিরুদ্ধে স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় শিবিরে।

বোল্যান্ড যদিও আত্মবিশ্বাসী হ্যাজেলউডের অভাব দূর করতে। বলেছেন, 'পারথে গোলাপি বলে নেট সেশন করেছিলাম। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। তার মধ্যে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সেরে নিতে পারব।' দিনরাতের টেস্ট, গোলাপি বল-বোলারদের জন্য সহায়ক পরিবেশ। ব্যাটারদের জন্য উলটো পরিস্থিতি। ছন্দ হাতড়ে বেড়ানো স্টিভ স্মিথ তা স্বীকারও করে নিচ্ছেন।

স্মিথের মতে, ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ গোলাপি বল। 'গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল। ক্রিকেট বেসিক বজায় রেখে ব্যাটারদের বাড়তি ফোকাস রাখতে হবে,' বলেছেন স্মিথ। আপাতত দেখার সেই শর্ত পূরণ করে গোলাপি বলের দ্বৈরথে কে বা কারা বাজিমাত করে।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে স্টিভেন স্মিথ। অ্যাডিলেডে সোমবার।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে প্রত্যাঘাতের হুংকার হেডের

গাভাসকার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন জোশকে নিয়ে

সিডনি, ২ ডিসেম্বর : একটা হার বদলে দিয়েছে চারপাশের আবহ।

পারথ-বিপর্যয়ে প্রশ্নচিহ্ন টিম অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরের একতা নিয়েও। পারথে জোশ হ্যাজেলউডের 'ব্যাটারদের জিজ্ঞাসা করুন' মন্তব্যে বিভাজনের গন্ধ থাকলেও এদিন সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড। পারথে ব্যর্থ অজি ব্যাটিং বিভাগের একমাত্র ব্যতিক্রম হেডের দাবি, দলে কোনওরকম বিভাজন নেই। ব্যাটার ও বোলার, প্রত্যেকের থেকেই সেরাটা প্রত্যাশা করে দল।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে হেডের যুক্তি, ব্যাটিং-বোলিং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যাটার হিসেবে বোলারদের জন্য মঞ্চটা তৈরি করে দিতে চান। বিশ্বাস, পারলে বাকি দায়িত্বটা ঠিক সামলে নেবে বোলাররা। এর মধ্যে ব্যাটিং গ্রুপ, বোলিং গ্রুপ, এই রকম বিভাজন খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

সুনীল গাভাসকার যদিও জোশ হ্যাজেলউডের হঠাৎ চোট, দ্বিতীয় টেস্টে না থাকার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। মুখ খুলেই ছাঁটাই হ্যাজেলউড, সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ক্যাঙারুদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি। গাভাসকারের দাবি, 'সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যাজেলউডের ওই মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টে নেই ও! হয়তো বাকি সিরিজেই। অবাক করার মতো ব্যাপার। রহস্য, রহস্য। অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে যা নিয়মিত ঘটত। এখন অস্ট্রেলিয়ায়। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।'

হেড অবশ্য বিতর্ক নয়, দলগত ঐক্যের জোর দিচ্ছেন। হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই শোনালেন। বিস্ফোরক ব্যাটারের মতে, গত সপ্তাহ (পারথ টেস্ট) মোটেই ভালো কাটেনি। গত ৩-৪ বছরে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি খুব কমই হতে হয়েছে দলকে। তবে একটা টেস্ট হার মানেই সব শেষ নয়। হাতে আরও চারটি টেস্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক-অতীতে শুরুতে পিছিয়ে থেকে সিরিজ জেতার নজির রয়েছে। লক্ষ্য, দলগতভাবে সেরাটা দেওয়া। পারলে সিরিজের অঙ্ক ফের বদলে যাবে।

লম্বা ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মার্নাস লাবুশেনের পাশেও দাঁড়ালেন হেড। সতীর্থকে নিয়ে বলেছেন, 'মার্নাস কয়েকদিন ধরে কয়েকটা জিনিস নিয়ে পরিশ্রম করছে। নেটে সারাক্ষণ পড়ে রয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে হাতে আরও কয়েকটা দিন রয়েছে। নিশ্চিত, ও পরিশ্রম চালিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে দলে ব্যাটিং দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছে। বাকি সিরিজে রানের বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবে মার্নাস।'

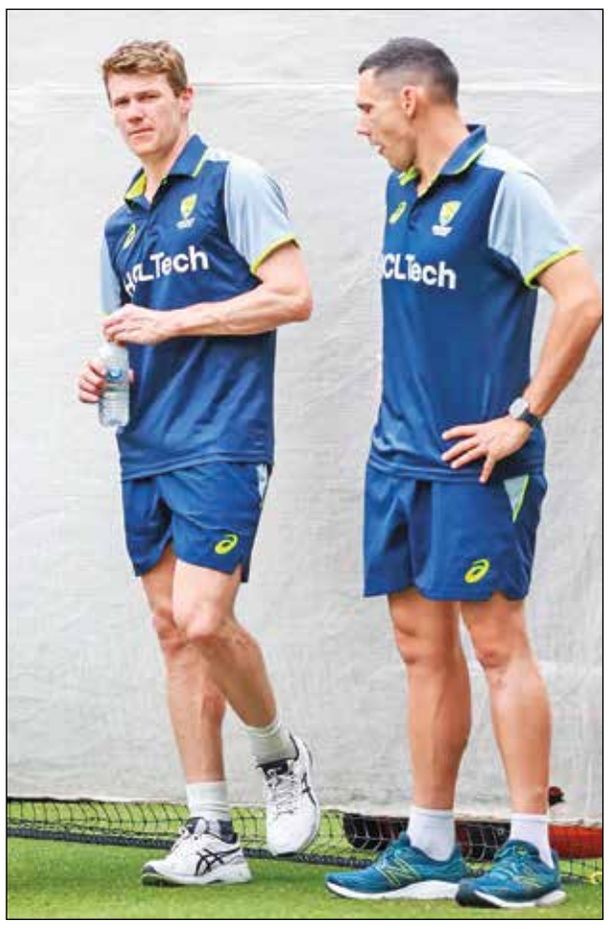

অজি স্কোয়াডের নতুন সদস্য ব্রেন্ডান ডগেটের সঙ্গে স্কট বোল্যান্ড।

বিহার ম্যাচে বড় জয়ের খোঁজে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পরের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করার জন্য টিম বাংলার লক্ষ্য এখন একটাই, বাকি থাকা দুই ম্যাচে জেতা। আরও স্পষ্ট করে বললে, বড় ব্যবধানে জেতা। সেই লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বিহারের বিরুদ্ধে নামছেন সুদীর ঘরামিরা। সকাল নয়টায় শুরু খেলা। ফলে সকালের দিকে পিচে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকবে বলেই মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। এই আর্দ্রতা কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যাশিতভাবেই মহম্মদ সামির উপর নির্ভর করছে বাংলা দল। সঙ্গে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তনের ভাবনাও রয়েছে। বিহার ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি রাজস্থান যেন ম্যাচ হারে, এমন প্রার্থনাও চলছে বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০ ম্যাচে আগাম পূর্বাভাস করা খুব কঠিন। তবে আমাদের জন্য অঙ্কটা পরিষ্কার, বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিহারকে বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে রানরেট আরও ভালো করতে চাইছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশ ম্যাচটা জিততে পারলে ভালো হত। কিন্তু কিছু করার নেই এখন। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। আর বাকি দুই ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জিততে হবে।' এদিকে, সামির ফিটনেস নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক চলায় বিরক্ত বাংলা শিবির। দলের অন্দরমহল থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, সামি ফিট। যদিও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে সামির ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সামির ওজন কমেছেও। কিন্তু তাঁকে আরও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ঋষভের অধিনায়কত্ব নিশ্চিত নয়, ইঙ্গিত গোয়েঙ্কার

লখনউ, ২ ডিসেম্বর : ২৭ কোটির অবাক দরে দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে লখনউ সুপার জায়েন্টস সংসারে পা রেখেছেন। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসাবেও ধরা হচ্ছে তাঁকে। যদিও লোকেশ রাহুলের ফেলে যাওয়া নেতৃত্বের জুতোয় ঋষভ পন্থই পা গলাবেন, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই ইঙ্গিত খোদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

নেতৃত্বের প্রশ্ন সরিয়ে রেখে গোয়েঙ্কার গলায় চারজনকে নিয়ে 'লিডারশিপ' গ্রুপের গল্প। ঋষভ ছাড়া যে গ্রুপে রয়েছেন নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ ও আইডেন মার্করাম। পুরানকে ২১ কোটি টাকায় এবার ধরে রেখেছিল লখনউ। নিলামে মার্শ ও মার্করামকে নেয়। শেষপর্যন্ত

> ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

কার কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব যাবে, রহস্য বজায় রেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'আমাদের দলে চারজন লিডার-ঋষভ, পুরান, মার্করাম ও মার্শ। অত্যন্ত শক্তিশালী লিডারশিপ গ্রুপ। ঋষভের জয়ের খিদে অসম্ভব। বাকিরাও সাফল্যের জন্য মরিয়া। সবমিলিয়ে দারুণ একটা দল তৈরি করেছি আমরা। কোনও টিমই দশে দশ পাবে না। তবে নিজেদের দল নিয়ে আমরা খুশি।'

অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ট্রফি হাতে ঋষভ পন্থ।

চারজনের লিডারশিপ গ্রুপে জোর

লখনউ কর্ণধারের দাবি, যে ভাবনা নিয়ে নিলামে হাজির হয়েছিলেন, তা কার্যত পূর্ণ হয়েছে। মূল নজর ছিল মিডল অর্ডার শক্তিশালী করা। চোখ ছিল ম্যাচ ফিনিশারে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দাবি, ৩ থেকে ৮ নম্বর, লখনউ মিডল অর্ডার যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। একইভাবে দেশীয় পেস অ্যাটাকের লক্ষ্যও পূরণ। ব্যাটিং-বোলিং, সব বিভাগেই ভারসাম্য রয়েছে।

নেতৃত্ব মুকুট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও ঋষভ-বন্দনায় কার্পণ্য নেই গোয়েঙ্কার। বলেছেন, 'ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে। সবে সাতাশ বছর বয়স ঋষভের। আশা করি পরবর্তী ১০-১২ বছর লখনউয়ের সঙ্গে থাকবে ও।'

আমনের শতরানে জয়ী ভারত

শারজা, ২ ডিসেম্বর : অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে জাপানকে ২১১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান তোলে। অধিনায়ক মহম্মদ আমন ১২২ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়াও অর্ধশতরান করেন আয়ুষ মাত্রে (৫৪) ও কেপি কার্তিকেয় (৫৭)। জবাবে জাপান ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন ওপেনার হুগো কেলি। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন ভারতের চেতন শর্মা, হার্দিক রাজ ও কার্তিকেয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অলিভিয়া ও মনামী :** আজ তোমাদের জন্মদিন, জীবন হোক রঙিন। **সুভাষপল্লি দাস পরিবারের (তরুণ ভিলা) পক্ষ থেকে জানাই আদর ও ভালোবাসা।**

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল

চলছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ চলছে বিশ্বজুড়ে।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।

ওপার বাংলার উত্তেজনার আঁচ পড়েছে এপার বাংলাতেও। প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই ক্লাবের অধিকাংশ সমর্থকের পূর্বপুরুষের শিকড় পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে। এখনও ওপার বাংলায় তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। ফলে পদ্মাপারে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে চিন্তিত লাল-হলুদ শিবির। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।' প্রয়োজন পড়লে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও চিঠি লিখবে লাল-হলুদ শিবির। যদি আইনি কোনও জটিলতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন পড়লে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকেও চিঠি দেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

চেন্নাইয়ানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের দলের মুখোমুখি হবে তারা। এদিন অনুশীলনে প্রথমে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পরে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে চেন্নাই ম্যাচে ফিরছেন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। তবে অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, পিভি বিষ্ণুকে নাও বসাতে পারেন ব্রুজোঁ। গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এদিন অনুশীলনের আগে প্রতিপক্ষ চেন্নাই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'চেন্নাই খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের কোচ ওয়েন কোয়েলের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া চেন্নাই ফিজিক্যালি বেশ স্ট্রং টিম। সেটপিসেও বেশ ভালো। তাই ওদের গুরুত্ব দিতেই হবে।' এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ক্লাব ছাড়েন দলের দুই তারকা সাউল ক্রেসপো ও মাদিহ তালাল। পরে এই বিষয়ে কোচ বলেছেন, 'আমি দলের সকল ফুটবলারকে তরতাজা রাখতে চাই। তাই এদিন ওদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, রবসন রোবিনহোর বিরুদ্ধে ফিফাতে অভিযোগ জানিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। যার জন্য ইস্টবেঙ্গল রবসনকে নিয়ে আর আগ্রহী নয়। বদলে বিকল্প স্ট্রাইকারের খোঁজ চলছে লাল-হলুদ শিবিরে। হিজাজি মাহেরের পরিবর্তে এক উজবেকিস্তানের ডিফেন্ডারের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

দুবাইয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি হয়তো ভারত-পাকিস্তান

দুবাই, ২ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আদৌ পাকিস্তানে হবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তারমাঝেই নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হয়তো হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

এদিকে, আইসিসি-র শীর্ষপদে বসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন জয় শা। বৃহস্পতিবার ইমার্জেন্সি বোর্ড মিটিং ডেকেছেন নবাগত আইসিসি চেয়ারম্যান। সূত্রের খবর, ওইদিনই

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত সূচি সম্ভবত ঘোষণা করা হবে। জয় শা শীর্ষপদে বসার আগে জট ছাড়াতে দুইদিনের বৈঠকও ডাকে আইসিসি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। হাইব্রিড মডেলে রাজি হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে শর্ত দিয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ের দিকেই চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। ৫ ডিসেম্বর ঝুলি থেকে কী বিড়াল বের হয়, সেটাই দেখার।

এমবাপের প্রশংসায় আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২ ডিসেম্বর : গোল পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। সেইসঙ্গে লা লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার তারা গেটাফেকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ৩০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন জুডে বেলিংহাম। ৮ মিনিট পরেই বেলিংহামের ক্রস থেকে গোল এমবাপের। এদিন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার না থাকায় পছন্দের পজিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ফলে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে দেখা গেল তাঁকে। ম্যাচের পর কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমরা গোটা ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। প্রত্যাশামতোই জয় পেয়েছি।' এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এমবাপে খুব ভালো খেলেছে। গোলও করেছে। ওর কাছ থেকে এই ধরনের খেলা আমরা প্রত্যাশা করি।'

ইস্পাতনগরীতে বিধ্বস্ত ফ্রাঙ্কারা

জামশেদপুর এফসি-র জাভিয়ের সিভেরিওদের কাছে এভাবেই ধরাশায়ী হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। সোমবার জামশেদপুরে।

জামশেদপুর এফসি-৩
(সানান, সিভেরিও, স্টিফেন এজে)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(ইরশাদ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজাতেই ক্যামেরায় ভেসে উঠল কালোসি ফ্রাঙ্কার হতাশায় ভরা মুখ। রক্ষণের ভুলে আরও একবার হারের স্বাদ পেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটি আইএসএলে তাদের ষষ্ঠ হার। আইএসএলে ৯টি ম্যাচ হয়ে গেল, কিন্তু সাদা-কালো রক্ষণের গলদ এখনও সারল না।

এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে কিন্তু শুরুটা মন্দ করেনি মহমেডান। কার্ড সমস্যায় দুই বিদেশি অ্যালেক্সিস গোমেজ-মিরজালোল কাশিমভকে কিছুটা রক্ষণাত্মক খোলসে নিজেদের মুড়ে রেখেছিল মহমেডান। তবে ৩৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় তারা। মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার গৌরব বোরা। তাঁর পরিবর্তে মাঠে আসেন আফ্রিকান ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। প্রথমার্ধে জামশেদপুর এফসি বারদুয়েক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু বেশ আক্রমণাত্মক লাগছিল মহমেডানকে। ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কার সৌজন্যে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু সিজার মানঝোকি বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৫৪ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গোল তুলে নেয় জামশেদপুর। বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে বিশ্বমানের গোল করলেন সানান মহম্মদ। তাঁর এই গোল মনে করিয়ে দিল এল ক্লাসিকোয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেই বিশ্বমানের গোলের কথা। এই গোলটি কোমর ভেঙে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের।

আসলে দলটির আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যার ফলে আরও দুইটি গোল হজম করে মহমেডান। ৬১ মিনিটে কর্নার থেকে বল ধরতে গিয়ে ফস্কান গোলরক্ষক ভাস্কর রায়। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোল করে যান সিভেরিও টোরো। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে তৃতীয় গোল করে পৌঁতেন স্টিফেন এজে। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আঙ্গুসানার ফ্রি-কিক থেকে মহম্মদ ইরশাদ একটি গোলশোধ করেন। সংযোজিত সময়ে আরও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডান তারকা ফ্রাঙ্কা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : ভাস্কর, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, গৌরব (আদজেই), জুইডিকা, ইরশাদ, অমরজিৎ (আঙ্গুসানা), মাকান (বিকাশ), রেমসাঙ্গা, ফ্রাঙ্কা ও মানঝোকি।

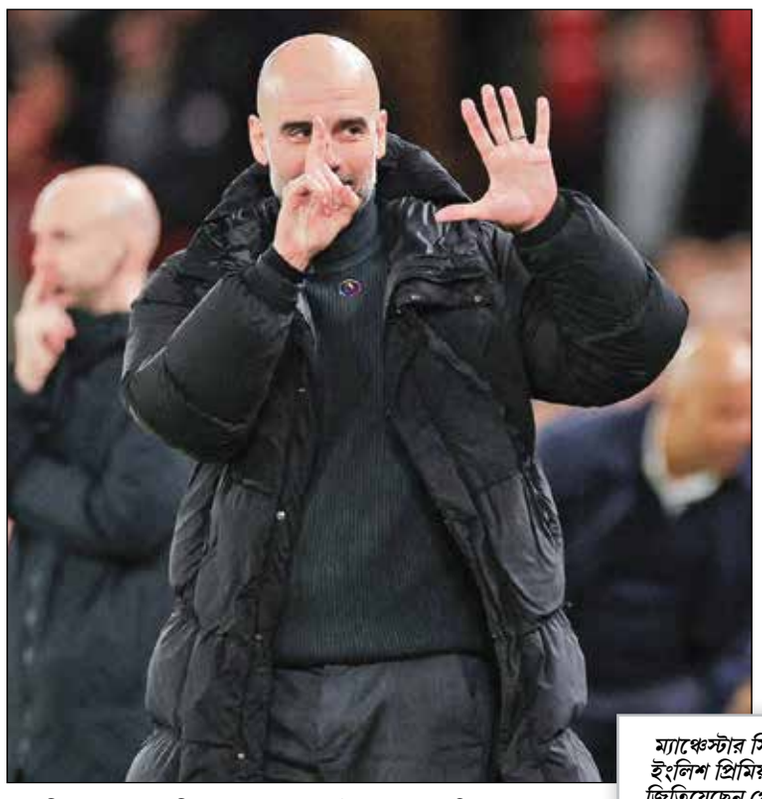

লিভারপুল, ২ ডিসেম্বর : দলে চোট-আঘাতের সমস্যা থাকলে ম্যাচ বার করতে সব কোচেরই সমস্যা হয়। পেপ গুয়ার্দিওলার মতো ধুরন্ধর কোচও বিষয়টি ভালোই বুঝতে পারছেন। রবিবার চলতি মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হার হজম করল গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০০৮ সালের পর প্রথমবার সিটিজেনরা এই লজ্জার রেকর্ড গড়েছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন থাকা লিভারপুল ২-০ গোলে জয়ে গোটা সিটির শিবিরেই বড়সড়ো আঘাত এনেছে। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শেষদিকে লিভারপুলের সমর্থকরা গুয়ার্দিওলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন, 'কাল (সোমবার) সকালেই এই লোকটা ছাঁটাই হবে।' যার পালটা হিসেবে আঙুলের মাধ্যমে সিটিকে ছয়টি ইপিএল খেতাব জেতানোর পরিসংখ্যান

> *ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ছয়টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জিতিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। রবিবার লিভারপুল সমর্থকদের টিটকিরির জবাবে আঙুল দিয়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।*

বাস্তবে পা রাখছেন অ্যামোরিম

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। গতবারের ইপিএল চ্যাম্পিয়নরা এবার পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে নেমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সিটিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গুয়ার্দিওলা দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখানোর সঙ্গে মেনেও নিয়েছেন, হয়তো ছাঁটাই হওয়াই তাঁর প্রাপ্য।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও আটকে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নখের আঁচড়ে নাক থেকে রক্ত বার করেছিলেন গুয়ার্দিওলা। যে ক্ষতচিহ্ন এখনও পেপের নাকে দেখা গিয়েছে। রবিবার রাতে অবশ্য দুরন্ত ছন্দে থাকা লিভারপুল ২-০ গোলে জয়ে গোটা সিটির শিবিরেই বড়সড়ো আঘাত এনেছে। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শেষদিকে লিভারপুলের সমর্থকরা গুয়ার্দিওলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন, 'কাল (সোমবার) সকালেই এই লোকটা ছাঁটাই হবে।' যার পালটা হিসেবে আঙুলের মাধ্যমে সিটিকে ছয়টি ইপিএল খেতাব জেতানোর পরিসংখ্যান তুলে ধরেন গুয়ার্দিওলা।

এ তো গেল মাঠের আকচা-আকচি। কিন্তু ক্রমশ কঠিন হতে থাকা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সিটি কোচের। সাংবাদিক সম্মেলনে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'হয়তো ছাঁটাই হওয়াই আমার প্রাপ্য। বর্তমান পরিস্থিতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। হয়তো আমার চাকরি এখনও আছে কারণ ম্যান সিটিকে আমি ছয়টি ইপিএল জিতিয়েছি। এছাড়াও ক্লাবকে একাধিক খেতাব দিয়েছি।'

লিভারপুল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ অবশ্য একেবারেই আশা করেননি গুয়ার্দিওলা।

হয়তো ছাঁটাই প্রাপ্য : পেপ

> অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

পেনাল্টি থেকে গোলের পর উল্লাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

বলেছেন, 'অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।'

এদিকে, এভার্টনের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতেও বাস্তবে পা রাখছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল ভালো। কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। লম্বা পথ চলতে হবে আমাদের। আমাদের ফোকাস শুধু ম্যাচের ফলাফলে নয়। বরং সেই ফল কীভাবে আসছে সেদিকেও নজর রয়েছে আমাদের। আমি ফলাফলের থেকেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে বিশ্বাসী।' অ্যামোরিমের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনে ধীরে ধীরে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তিন ডিফেন্ডারে খেললে অ্যাডভান্সড পজিশনে থাকা দুই উইঙ্গারকে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের মধ্যে যোগসূত্র হতে হয়। রবিবার ডানদিকে ২২ বছরের আমাদ ডিয়ালো এই ভূমিকায় অনবদ্য ছিলেন। ডিয়ালোর প্রশংসা করে অ্যামোরিম বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। পকেটসাইজ ডায়নামো। রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের অধীনে তিনটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিল আমাদ। যা ওর উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এখনও আমাদের সাহায্য করছে।'

অ্যামোরিমের হাতে পড়ে ডিয়ালোর মতো তরুণরা আরও রং ছড়াতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

স্পেন নয়, শুধুই মোহনবাগান ভাবনায়

গোল্ডেন বয় ইয়ামালে আগ্রহী নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা, কী বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়? তবে বোঝা গেল, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এই রকমই। এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ, তাই মনবীর সিংদের খবর রাখলেও ভুলেও ভাবেন না লামিনে ইয়ামালদের কথা।

একদিন আগেই ইতালীয় সংবাদপত্র তুত্তোস্পোর্টের বিচারে ২০২৪ মরশুমের গোল্ডেন বয় পুরস্কার পেয়েছেন স্পেনের অন্যতম সেরা উঠতি প্রতিভা। অথচ মোলিনা তখন ব্যস্ত নিজের দল এবং প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছক কষতে। ইয়ামাল গোল্ডেন বয় পেয়েছেন। একই মরশুমে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোপা ট্রফির পর এরকম একটা সম্মান। আপনার কেমন লাগছে? প্রশ্ন করতে একদা রিয়েল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টরের অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন, 'কে পেয়েছে বললেন? ইয়ামাল? গোল্ডেন বয়? আচ্ছা?' আপনি শোনেননি? ফের অবাক করলেন মোলিনা, 'সত্যিই জানি না। আমি তো এখন এখানে। স্পেনের কথা কিচ্ছু জানি না। আমার দল ছাড়া আর কিচ্ছুই জানি না ফুটবলের ব্যাপারে। আমার দরকার নেই তো এসব জানার। আমাকে মনবীর-লিস্টন কোলাসো-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন, বলে দিতে পারব।' কিছু কী শিখলাম সারা বিশ্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথার চুল ছেঁড়া আমরা, বাঙালিরা? কে জানে!

কিন্তু তিনি ছিলেন একটা দেশের ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টর। আর এমন একটা সময় যখন জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জেরার্ড পিকেদের মতো একঝাঁক সেরা তারকা বিদায় নেওয়ায় স্প্যানিশ ফুটবল তখন বেশ বেকায়দায়। ২০১৮ এবং '২২ ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতার্জন করলেও ফলাফলে হতাশ স্প্যানিশরা। সেখান থেকেই ২০২৪ সালে ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন। ওই সময়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মোলিনার জবাব, 'অনেককিছু করতে হয়েছে আমাদের সেই সময়ে। যার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এখন। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথম যে কাজটা করেছিলাম সেটা হল প্রতিটি কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে বসি। সেখান থেকেই সমস্যার মূল শিকড়টা বেরিয়ে আসে। আমি মূলত সব পর্যায়ের জাতীয় দলের কোচ এবং ক্লাবগুলির সিনিয়ার দলের কোচদের নিয়েই কাজ করতাম। কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে আরও ফুটবলার তুলে আনা যাবে। কোন ধরনের ফুটবলার আমাদের

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইস রুবিয়ালেস ও স্পেনের প্রাক্তন কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

ফুটবল-দর্শনের সঙ্গে খাপ খাবে, সেটার সঙ্গে অ্যাকাডেমিগুলোকে কীভাবে মানিয়ে নেওয়াতে হবে, কোন ধরনের ফুটবলার লাগবে, সেই পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলতে হলে- এসবই থাকত কাজের পরিধির মধ্যে। আসলে যে কোনও জিনিস ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে এবং আলোচনা করতে থাকলে ভালো জায়গায় পৌঁছানোর সুত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলতে পারেন, আমার কাজটা ছিল ওটাই।'

ফিরে যাই আবার ইয়ামালের প্রসঙ্গে। তাঁকে কবে দেখেছিলেন জানতে চাইলে মোলিনা বলেছেন, 'লামিনে ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলে খেলছিল। কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করে পেশাদার ফুটবলে চলে আসে। তার আগে ওর প্রতিভা কীভাবে প্রকাশ পেল, সেটা নিয়ে আমি খুব ভালো বলতে পারব না। তবে শিবিরে প্রথম দেখেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল, এই ছেলেটিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে স্প্যানিশ ফুটবলকে ও সাহায্য করতে পারবে।'

এখানেও বোধহয় মোলিনা আলাদা। অন্য যে কেউ হলে ইয়ামালকে এই প্রসঙ্গে অন্তত দেশের সম্পদ বলে চিহ্নিত করে দিতেন। তিনি সেই রাস্তাতেই হাঁটলেন না। বরং এই নতুন প্রজন্ম আসার পর স্প্যানিশ ফুটবলকে যে একটু ভাবনাচিন্তায় পরিবর্তন করতে হয়েছে, সেই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা স্প্যানিশরা বল পজেশন নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। সেই ধরন অনুযায়ী খেলার যোগ্য প্রতিভাবান ফুটবলারও আছে আমাদের। কিন্তু আমরা যেটা সেসময় করেছি সেটা হল নিজেদের সহজাত স্টাইলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো পরিবর্তন আনা খেলার ধরনের মধ্যে। ফুটবলের বিবর্তন তো এভাবেই হয়! আমি কোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এসব কাজই সেই সময় করতাম।' বাগানে তাঁর চিন্তাধারায় ট্রফি আসবে কিনা সেটা সময়ই বলবে কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে যে সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে, সেটা দেখছে সারা বিশ্বই।

শ্রাচীর সঙ্গে গাঁটছড়া ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে শ্রাচী স্পোর্টসকে সরকারিভাবে আই লিগের স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। টেলিভিশন সম্প্রচার নিয়ে তাদের দিক থেকে সদর্থক উত্তরের পরই এদিনই তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা সরকারিভাবে জানানো হয়। আই লিগ ছাড়াও আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন, সন্তোষ ট্রফি, মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবল অর্থাৎ রাজমাতা জীজাবাঈ ট্রফিরও স্বত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতার এই কোম্পানিকে। আই লিগ তাদের নিজস্ব অ্যাপ এসএসইএনে দেখানো ছাড়াও সনি স্পোর্টসে দেখানোর ব্যাপারে কথা দেওয়ার পরই এই স্বত্ব দেওয়া হল শ্রাচীকে। এদিকে, রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলার সময়

আলো নিভে যাওয়া প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জানাল, ওখানকার জেনারেটর খারাপ থাকায় আলো নিভেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের কোনও ত্রুটি এক্ষেত্রে ছিল না।

Tender Notice

সাতমাইল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ডিস্যাবেল্ড (পঃবঃ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত) -এর ছাত্র/ছাত্রীদের ২০২৪-২০২৫ দৈনিক টিফিন সাপ্লাইয়ের জন্য ইচ্ছুক ঠিকাদার/এজেন্সির নিকট আগামী ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বার্ষিক বরাদ্দ ৩,৭৫,০০০/-। ঠিকানা - ভোগডারীকেশরিবাড়ি (ক্ষিতিশের দোকান), কোচবিহার। ফোন - ৯০০২৮০০৬০৩ / ৯৬৪১৬৭০১৫১

সতর্কীকরণ

TANMAY SARKAR
Kaljani, Coochbehar

উল্লিখিত ব্যক্তিকে কোম্পানি এবং অনেক গ্রাহকের সাথে আর্থিক প্রতারণার কারণে অবিলম্বে পোদ্দার কার ওয়ার্ল্ড থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, যদি কেউ তার সাথে কোন আর্থিক লেনদেন করে তবে কোম্পানি তার জন্য দায়ী থাকবে না এবং কোম্পানি এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

By - PCW Management

শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্বর্গীয় মধুসূদন চক্রবর্ত্তী

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন
আমাদের সবার মাঝে, মণি কোঠায়
প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে-
কর্ণা চক্রবর্ত্তী (স্ত্রী)
মৈত্রেয়ী চক্রবর্ত্তী (কন্যা)
মিতশ্রী তালুকদার (কন্যা)
আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা নিধি হর্ষিল শাহ - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71H 86801 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি মনমুগ্ধকর প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারির সম্পর্কে জানার এটাই সঠিক সময় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তোমাকে মিস করব, ঈশানকে বার্তা হার্দিকের

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো, আমরা তোমাকে মিস করব।

ঈশান কিষানের উদ্দেশে এমনই আবেগঘন বার্তা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২৫ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে দেখা যাবে ঈশানকে। ইতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সাত বছরের লম্বা সম্পর্কে। ঈশানও যা নিয়ে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন। এবার পালটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কের থেকে।

এক ভিডিওবার্তায় হার্দিক বলেছেন, 'রিটেনশন তালিকায় ওকে রাখা যায়নি। তখনই বুঝতে পারছিলাম, নিলামে ঈশানকে ফেরানো কঠিন হবে। কারণ, আমরা জানি ও কী ধরনের খেলোয়াড়, কতটা দক্ষ। মুম্বইয়ের সাজঘরে প্রাণ ছিল। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। আমরা ওকে মিস করব। ঈশান কিষান, তুমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো ছিলে। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি।'

বিরাটকে অধিনায়ক দেখছেন অশ্বীন

এদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলিকে দেখছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কয়েকদিন আগে এবি ডিভিলিয়ার্স যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন এদিন বলেছেন, 'কোহলিই অধিনায়ক হচ্ছে। আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। কারণ, ওদের দলে বিরাট ছাড়া অধিনায়ক নেই। যদি না নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়।' নিলামে আরসিবি-র স্ট্র্যাটেজি, সাফল্যের কথাও অশ্বীনের গলায়। ভারতীয় দলের তারকা অফস্পিনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত নিলাম আরসিবির। ওদের ভারসাম্যটা দুর্দান্ত। শুরুর দিকে মোটা অঙ্ক নিয়ে অনেকে ঝাঁপিয়েছে। আরসিবি সেখানে ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ে ঠিকঠাক খেলোয়াড়দের তুলে নিয়েছে। এক-দুইজনের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতেই পারত। কিন্তু একটা দলে ১২-১৪ জন গুরুত্বপূর্ণ। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ওদের নিলাম স্ট্র্যাটেজিতে।'

আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট অবশ্য জানিয়েছেন, বিরাট দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে।